শ্রীশ্রীগৌর-লীলা গীতি-কাব্য

(শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণন)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী
বিরচিত

মূল্য ২॥০ টাকা
উৎকৃষ্ট কভার বাঁধাই ৩৲ টাকা

পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশিখরিজানাথ রায় চৌধুরী
সাতক্ষীরা হাউস,
কাশীপুর, কলিকাতা।

SJ. DHIRENDRANATH BANERJEE
GLOBE VULCANISING CO.
36, Dhuramtolla Street, Calcutta.

এম, এল, সাহা
৫।১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, ও ৭-সি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ম্যানেজার, মানসী প্রেস
১৬।১এ, বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

SJ. JIBANKRISHNA PYNE.
C/o BIRD & CO.
Accounts Department, Calcutta.

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য
১৮২ নং বেলিলিয়স্ রোড,
দক্ষিণ ব্যাঁট্রা, হাওড়া।

এবং প্রকাশকদ্বয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

উৎসর্গ

নিত্যধামগত—

পরমারাধ্য পিতৃদেবের উদ্দেশে—

নিত্যধামগত তুমি নহ ইহলোকে,
মায়ামুক্ত কায়া তব দীপ্ত প্রেমালোকে!
হে পিতঃ! এ ভ্রান্ত, মতিহীন কুলাঙ্গার
না করিল তব সেবা না করিবে আর,—
অকৃতি সন্তান তব না শুধিল ঋণ,
পাপে হত চিত তা'র উদ্‌ভ্রান্ত মলিন!
তবু যে স্বভাবসিদ্ধ করুণা তোমার,
তা'র বলে রচিল এ কাব্য ফুলহার।
তব দান তোমারেই করিল অর্পণ,
লহ "গীতি-কাব্য" গৌর চরিত্র বর্ণন।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
সেবক—
নগেন্দ্র
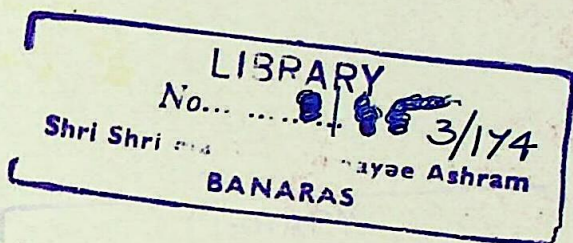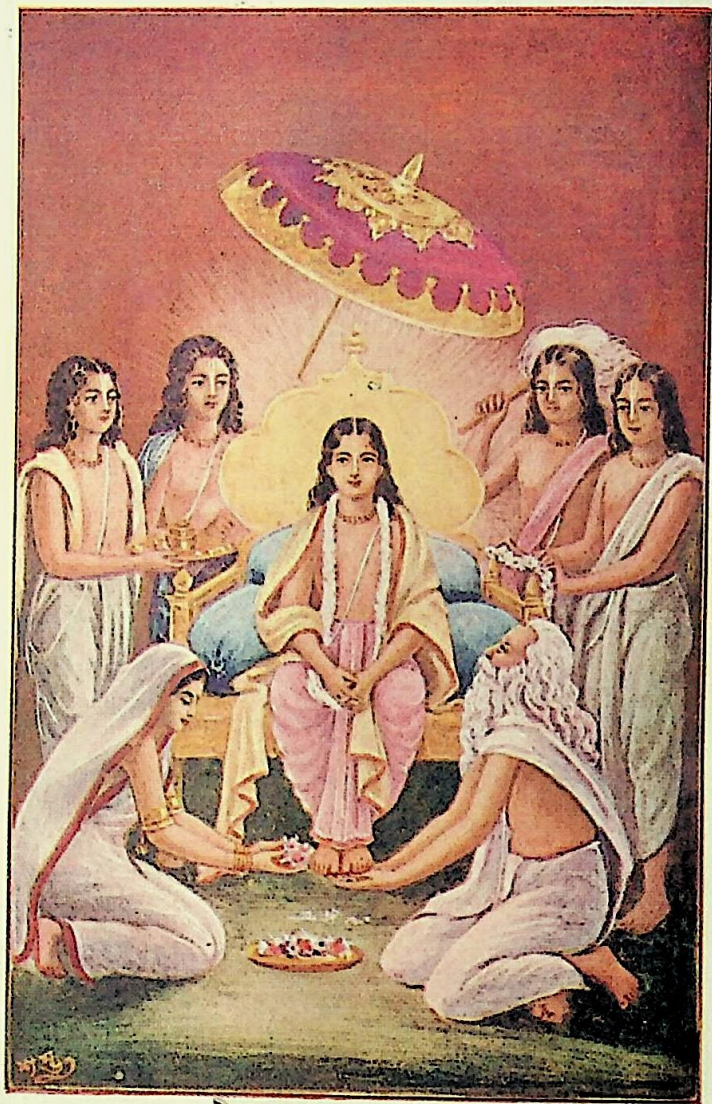
শ্রীবান শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনরহরি শ্রীগদাধর
শ্রীসীতা ঠাকুরাণী শ্রীঅদ্বৈত

"দোঁহে ধরাধরি করি পরাইল মালা
দোঁহে আজ জুড়াইল মরমের জ্বালা।" (৩৭০) পৃষ্ঠা

ভূমিকা

বহুকাল পরে জননীবঙ্গভারতীর মধুররসভাণ্ডারে আর একখানি মধুর রসসাহিত্যের প্রবেশ হইল। এখানির নাম "শ্রীশ্রীগৌর-লীলা-গীতি-কাব্য"; গোস্বামি-কবি বিশ্বরূপ ইহার রচয়িতা। ইহার ভূমিকা লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে; কিন্তু ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। ইহা এমনই সুন্দরভাবে লেখা যে, গ্রন্থখানি নিজেই নিজের পরিচয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই গৌর-লীলা গীতি-কাব্যের আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরিতাবলম্বনে সময়োপযোগী করিয়া এরূপ একখানি গীতি-কাব্য রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কেন যে আবশ্যক তাহা বলি—

যে কোন কারণেই হো'ক শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালার প্রাণের ঠাকুর বাঙ্গালাদেশে বিশ্বপ্রেমভাগীরথীর অবতারণার পথ-প্রদর্শক ভগীরথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য বহুকাল পরে আবার আজ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। গৌরপরিচয়ের উপযোগী বাঙ্গালাভাষায়লিখিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গ্রন্থ মধ্যে তিনখানি গ্রন্থই বর্ত্তমান সময়ে প্রধানরূপে পরিগণিত হয়, যথা—শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং শ্রীলোচন

দাসের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল। সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে কিন্তু এই তিনখানি গ্রন্থের সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাপরিচয় তত সহজসাধ্য নহে, তাহার কারণ এই যে, শ্রীলোচন দাসের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলের ভাষায় অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়ের গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে বাঙ্গালা বৈষ্ণবকাব্যের ইহা শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু ইহার অবলম্বিত ভাষায় তৎকালপ্রচলিত যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যকপদের তাৎপর্য্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রসবোধ করা সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে নিতান্ত দুর্ঘট ব্যাপার বলিলেও চলে। শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠে এ প্রকার অসুবিধা অতি অল্প হইলেও তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলামধ্যে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান না থাকায় ভাষার সারল্যে, ভাবে, গাম্ভীর্য্যে, অসাধারণ কবিত্বের মাধুর্য্যে তাহা বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে অদ্বিতীয় হইলেও তাহা পাঠ করিয়া অনু-সন্ধিৎসু পাঠকের আকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তি সম্ভবপর নহে। যদিও এই আকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির জন্যই কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন ইহা সত্য, এবং কবিরাজ গোস্বামীর পরিণত বার্দ্ধক্যের এই অসাধ্য সাধনপ্রয়াস সর্ব্বথা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে ইহাও ধ্রুব সত্য, তথাপি চৈতন্য-চরিতামৃতের সাহায্যে অতি গম্ভীর শ্রীচৈতন্য-লীলা-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পূর্ণ রসাস্বাদন করা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে শ্রমসাধ্য। তাহার কারণ এই হইতেছে যে, চৈতন্য-চরিতামৃত কেবল যে কাব্য তাহা নহে, ইহা একাধারে কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শন। সমগ্রভাবে প্রেম ভক্তির নিগূঢ় রহস্য ইহাতে

যেমনই সুন্দর ভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তেমনই ইহাতে অনন্যসাধারণ সুমধুর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের-প্রেমলীলাময়-চরিতাবলীও সজীবচিত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবপক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর ভক্তিগ্রন্থ আর একখানিও নাই, কখনও যে হইবে সে আশাও কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত উদিতও হয় নাই। চরিতামৃতের তুলনা চরিতামৃতেই সম্ভব, ইহা অত্যুক্তি নহে, ধ্রুব সত্য।

এহেন চরিতামৃতও কিন্তু সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে সুবোধ গ্রন্থ নহে; ইহাতে ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের দুর্ব্বোধ্য শ্লোক মধ্যে মধ্যে এত বহুলভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদের ভাব বর্ণনা এতই সংক্ষিপ্তভাবে করা হইয়াছে যে তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যাহার সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি নাই, যিনি সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবগোস্বামীর অসাধারণ দার্শনিকতাপূর্ণ সংস্কৃতভাষায় লিখিত ভক্তিগ্রন্থ সমূহের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যকে যিনি সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বুঝিতে অপারগ, এরূপ বাঙ্গালীর পক্ষে চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধ নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার ইহা কে অস্বীকার করিবে?

তাই বলিতেছিলাম, সাধারণভাবে শিক্ষিত অথচ শ্রীচৈতন্যলীলা-তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী পাঠকের আকাজ্ক্ষা মিটাইবার জন্য বর্ত্তমান সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বোধগম্য সরল অথচ শিক্ষিত সমাজে আদৃতভাষায় একখানি চৈতন্য-লীলা কাব্যের যে একান্ত আবশ্যকতা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গোস্বামি-কবি বিশ্বরূপ

সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকবর্গের এই অভাব মিটাইবার জন্য এই প্রকাণ্ড কাব্য লিখিতে সংকল্প করিয়াছেন, তাঁহার সেই সংকল্পের একাংশের পরিণতি হইতেছে এই "শ্রীশ্রীগৌর-লীলা গীতি-কাব্য।" ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের আদিলীলা অর্থাৎ সংন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বলীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই অসমসাহসের ও অগাধ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবকবিগণের অমূল্য গ্রন্থরাজিকে উপজীব্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহা-দিগেরই সিদ্ধান্তগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি নিজের গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল এই তিনখানি বৈষ্ণবসাহিত্যের মহাভাস্বর অমূল্য মহামণির সমুজ্জ্বল আলোকের সাহায্যই তিনি পদে পদে অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাছাড়া স্বপ্নবিলাস, গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যও তিনি উপযুক্ত অবসরে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশ্বরূপ গোস্বামীর সরল ও সুমার্জ্জিত ভাষাসম্পদে এই গৌর-লীলা গীতি-কাব্যখানি যেন ঝলমল করিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

নদীয়ার রাজপথে নিশি অবসান হ'তে
ধায় লোক পড়ে হুলাহুলি,
নিত্য জাহ্নবীর তটে লক্ষাধিক এক ঘাটে
সুখে করে স্নান জলকেলি।

পূর্ণ হয় ঘাট বাট বিপ্র করে বেদপাঠ
পিক কণ্ঠে উঠে কুহুধ্বনি,
ভরি সুরধুনী বারি কক্ষে কুম্ভ সারি সারি
গৃহে ফিরে কুলের কামিনী।
বাজে যন্ত্র সুরসাল ঘড়ি ঘণ্টা করতাল
বাজে শঙ্খ মন্দির প্রাঙ্গণে,
অদূরে সুদূরে সবে হরিবোল-কলরবে
ধায় শুদ্ধ বাস পরিধানে।
হেথা ফল পুষ্প ভরা সুরম্য আরামে ঘেরা
বিলাসীর রঙ্গ-নিকেতন,
হোথায় পঠনে রত বিদ্যার্থী শোভিত শত
অধ্যাপক বিপ্রের ভবন।
বিদ্যার গরবে মাতি পড়ায় পাণিনি স্মৃতি
বিপ্র দিয়ে পুত্রে উপবীত,
কল্যাণী বাণীর বরে পণ্ডিতের ঘরে ঘরে
পুত্র হয় পরম পণ্ডিত।
সম্পদের নাহি শেষ ধনাঢ্য লোকের দেশ
তাহে সৎসভ্যতা প্রচার,
শৌচ বিনয়াদিগুণে শূদ্র ভদ্র সাধারণে
সবে জানে সভ্য ব্যবহার।
নগরের মধ্যস্থলে বিরাজেন বটমূলে
মহাশক্তি আদ্যাঠাকুরাণী,

নদীয়ার অধিষ্ঠাত্রী অখিল মঙ্গলদাত্রী
'পরামাতা' পুরের জননী।
প্রান্তে এক শ্রীমন্দিরে বিরাজেন শূল করে
'বৃদ্ধশিব' ভূতেশ শঙ্কর,
নিত্য পুরবাসী এসে, পূজিয়া সে আশুতোষে
অভীষ্টপূরণ চাহে বর।
নাহি মহামারী ভয় অকালে অসংখ্য ক্ষয়
সুখে রয় নবদ্বীপবাসী,
সবার প্রফুল্ল মন দিব্য দেহ সুগঠন
নধর অধর ভরা হাসি।

গ্রন্থখানির আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শরতের অনাবিল কল কল বাহিনী ভাগীরথীর ন্যায় অবিরাম গতিতে এইরূপ সরল সুন্দর মধুর ভাষা শ্রীচৈতন্য-প্রেমরূপ মহাসিন্ধুর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সুমধুর স্তুতি ও দেখুন কত সুন্দর—

তবে বাঞ্ছা পূর্ণ করি শ্রীশচীনন্দন
সস্ত্রীক অদ্বৈতশিরে দিল শ্রীচরণ।
যে পদ স্মরণ করি দেবেন্দ্র বাসব
দৈত্যকরে তরে সুদুস্তর দুখার্ণব,
যে পদে ব্রহ্মার হয় ব্রহ্মভাবোদয়
যে পদ স্মরণে মত্ত ভোলা ভাবময়,

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যেই পদ করি ধ্যান
হেলায় এ মায়াঘোরে লভে তত্ত্বজ্ঞান,
আজ সেই পাদপদ্ম পূজে সীতানাথ
নানা স্তব স্তুতি করে ঠাকুরাণী সাথ :—
"জয় কৃষ্ণ জয় হরি জয় ঘনশ্যাম
হে নাথরমণ জয় নয়নাভিরাম।
প্রভুহে দয়াল মোর শ্রীশচীনন্দন
তুমি নিত্য শুদ্ধ সৎচিদানন্দঘন।
তুমি সর্ব্বজীবাশ্রয় বিষম দুর্গমে
তুমি ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুতাদিব্যোমে।
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি পতি পুত্র,
তোমা বই সংসারের নাহি অন্যসূত্র।
জীবের উদ্ভবে তুমি, তুমি অবসানে,
তুমি সাক্ষী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে।
তুমি সূর্য্যমণ্ডলের তেজ জন্মস্থল,
তোমার প্রভায় দীপ্ত চন্দ্র সুশীতল।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তুমি স্থূলাদপি স্থূল,
অখণ্ড, বিরাট্‌ বিশ্ব চরাচর মূল।
ব্রহ্ম তব অঙ্গকান্তি আত্মার স্বরূপ,
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে তুমি রস গ্রাহ্যরূপ।
তুমি রাস রসানন্দ রসবিনোদন,
লীলায় বিহর দিতে রসের স্পর্শন,

লীলারসে ইচ্ছা মাত্র বাড়া'য়ে উল্লাস
শচীগর্ভ হ'তে এবে হইলে প্রকাশ।
এ দীন কি অবতীর্ণ করা'ল তোমায়
ইচ্ছাময় তুমি এলে নিজ করুণায়!
কৃপায় উদয় করি সর্ব্বসিদ্ধিযোগ
ইচ্ছামত নাশ এবে জীবের দুর্ভোগ!'

আর কত উদ্ধৃত করিব। উদ্ধৃত করিতে হইলে ইচ্ছা হয় সবই উদ্ধৃত করি। কবি বিশ্বরূপ গোস্বামীর এইরূপ সারল্য ও মাধুর্য্য-মণ্ডিত কবিত্বসম্পদে এই গৌর-লীলা গীতি-কাব্য সহৃদয় বাঙ্গালীমাত্রেরই যে আস্বাদ্য ও আনন্দদায়ী হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতুই নাই। পরিশেষে কবির প্রতি বিজ্ঞপ্তি এই যে, এইভাবে মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্তলীলার অপেক্ষিত বিশদ বর্ণনা করিয়া তাহা যত শীঘ্র সম্ভব প্রচারিত করিয়া তিনি তাঁহার শুভক্ষণে আরব্ধ শুভ-কার্য্যের শুভসমাপ্তি করুন—বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের অক্ষয়-ভাণ্ডারে আর একখানি সম্পূর্ণ সমুজ্জল গৌর-লীলা রত্নাবলীর সমাবেশে ভক্তভাবুক সম্প্রদায় গৌরব অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন, শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অপার করুণার জয় জয় ধ্বনিতে বাঙ্গলার আকাশ পবন মুখরিত হইয়া উঠুক।

ভবানীপুর, কলিকাতা,
৪ঠা আষাঢ়,
১৩৩৫।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

প্রকাশকের নিবেদন।

"শ্রীশ্রীগৌর-লীলা গীতি-কাব্য" রচয়িতা কবি শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী এদেশে ভক্তসমাজে বিশেষ ভাবে পরিচিত কিন্তু সর্ব্বসাধারণে নহে। এজন্য জনসাধারণের কৌতূহল চরিতার্থে ইঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ইঁহারা রাজসাহী জেলার নাটোরের অন্তর্গত বাজুরভাগ নিবাসী গোস্বামী, **ঠাকুর কৃপাময়ের** বংশ সম্ভূত! ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ; আঢ্য কাপ, কাশ্যপ গোত্র, মৈত্র গাঁই, যজুর্ব্বেদী। বাজুরভাগের গোস্বামিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ **দ্বিজহরি ঠাকুরের** শাখা। ইঁহাদের বংশতালিকা গ্রন্থের উপসংহারে সন্নিবেশিত হইল।

ইঁহার পিতামহ **৺রামতনু গোস্বামী** প্রভু বাজুরভাগ ত্যাগ করিয়া পাবনা জেলার মথুরা থানার অন্তর্গত ঝাউকান্দী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পরে ইঁহার (কবির) পিতৃদেব সপরিবারে পাবনা সহরে আসেন। এই পাবনাতেই কবির বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। ইঁহার পিতা **৺শ্যামতনু গোস্বামী,** মাতা **শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী** দেব্যা। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী। বাল্যে ইনি অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অপিচ উদারপ্রকৃতি ছিলেন; যৌবনের প্রারম্ভে বিদ্যাচর্চ্চা কালেই ইঁহার বৈরাগ্য প্রবল হওয়ায় সংসার ত্যাগকরিয়া নানা দেশ বিদেশ ঘুরিয়া ইনি শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশীয় মহাতেজস্বী বৈষ্ণব অবধূত প্রভুপাদ

শ্রীগোপেশ্বর গোস্বামী মহারাজ ইহাঁকে মন্ত্রদীক্ষাদি প্রদান করিয়া পুত্রাধিক স্নেহে যথাশাস্ত্র কৃষ্ণানুশীলন করান। এইরূপে তথায় কয়েক বৎসর অতীত হইলে প্রভুপাদ ইহাকে মাতাপিতার সেবাকরণার্থ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইঙ্গিত করেন।

ইহার "বিশ্বরূপ" নামের ইতিবৃত্ত এইরূপ ঃ—কলিকাতা কুমারটুলী নিবাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুপাদ **শ্রীল শুকদেব গোস্বামী** ইহার সুমধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং ইহাকে স্বভাবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাবে ভাবিত দেখিয়া "বিশ্বরূপ" নামে ডাকিতেন। পরে ইনি শ্রীবৃন্দাবন গমন করিলে ইহার শ্রীগুরু মহারাজ ইহাকে দীক্ষাদান করিয়া উক্ত "বিশ্বরূপ" নামই অক্ষুণ্ণ রাখেন। তদবধি ইনি "বিশ্বরূপ গোস্বামী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ইনি স্বনামধন্য দেশপূজ্য প্রচারক **শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী** মহাশয়ের সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচারের একজন প্রধান সঙ্গী। পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইনি গীতবাদ্য-নিপুণ এবং কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ইহার তৎকালীন কবিতা ও গানগুলি ইনি বা অপর কেহ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন নাই এজন্য এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। যাহা হউক, উদাসীনাবস্থায় একদিন ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে ভাবাবেশে মহারাস নৃত্য সম্বন্ধে একটী সুমধুর সঙ্গীত রচনা করেন, এবং উহা ভক্তানুরোধে রক্ষা করেন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব ও লীলা-বিষয়ক বহু বহু সুন্দর শব্দ সমাবেশযুক্ত, অনুপ্রাসবহুল, প্রেমভক্তিপ্রবর্দ্ধক

ও গোস্বামী-সিদ্ধান্তপূর্ণ সঙ্গীতাবলী রচনা করিয়া ভাবমধুর কণ্ঠে দেশ-বিদেশে গাহিয়া গাহিয়া আপামর সাধারণের চিত্ত দ্রবীভূত করেন। সেই সময় হইতে ইঁহার পরম বন্ধু সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ইঁহার কতকগুলি সঙ্গীত গাহিয়া প্রচার করেন, পরে সাধারণের উহাতে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার 'ভক্তি' পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে কয়েকটী প্রকাশ করেন; তাহার পর তাঁহার "কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ" পুস্তকে কতকগুলি প্রকাশ করেন। অবশেষে লীলার সহিত সঙ্গীতগুলি গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইলে সাধারণের পক্ষে সুবোধ অথচ ভক্তভাবুকের আস্বাদনের একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে এবং বঙ্গ-সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডারে ইহা একটী অমূল্য রত্ন হইবে এইরূপ ভাবিয়া প্রভুপাদ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ইঁহাকে গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহিত করেন। ইহাতে কবি উৎসাহিত হইয়া বহু বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও স্বপ্রতিভা ও স্বাভাবিক সরল প্রাঞ্জল রচনা শক্তি প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই "শ্রীশ্রীগৌর-লীলা গীতি-কাব্যে" মহাপ্রভুর আদিলীলা রচনা করিলেন। এখন সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ যদি কবির প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাহেন তবে মনোযোগের সহিত গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন। আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

গ্রন্থ রচনায় কবি শ্রীধাম ব্রজমণ্ডলের ভজনানন্দ বৈষ্ণবগণের প্রাচীন সঙ্গী, হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য মহাশয় এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রিত কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে বি-এল, মহাশয়ের সহিত ব্রজরসতত্ত্বের পর্য্যায় আলোচনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থ প্রকাশে ৺পুরীধাম নিবাসী, কবির বন্ধু শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মোহনসুন্দর দেব গোস্বামী, সাতক্ষীরার জমিদার শ্রীযুক্ত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, হাওড়া-আমতা নিবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বিশ্বাস Pleader, পুরুলিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ M.A., B.L., খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল পোড়েল, কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ মজুমদার Retired sub-Judge, কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ বসু Asst. Controller, E. B. Ry. Office, উত্তরপাড়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানসী পত্রিকা কার্য্যালয়ের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ B. L. প্রভৃতি মহোদয়গণ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। গ্রন্থের মুদ্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরীর উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনিই উহা সম্পন্ন করিয়াছেন। এজন্য গ্রন্থকার তাঁহাদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে সপার্ষদে মহাপ্রভুর যে চিত্রপটখানি দেওয়া হইল উহা ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোয়ালা নামক গ্রামের হরিসভা হইতে বিতরিত হয়। সম্প্রতি সেই চিত্র হইতে একখানি লইয়া উপযুক্ত শিল্পী শ্রীশম্ভুনাথ দাস কর্ত্তৃক ত্রিবর্ণে চিত্রিত করাইয়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল। গ্রন্থ শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশের চেষ্টা করায় কিছু কিছু ত্রুটী বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে; আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ উহা মার্জ্জনা করিবেন।

উপসংহারে নিবেদন—অনন্ত মধুর শ্রীভগবানের লীলাগুণও অনন্ত। তাই বিবিধ ভাষায় অনন্ত কবি যুগযুগান্ত ধরিয়া তাঁহার লীলাগুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। তথাপি ইহা নিত্য-নব ও নিত্যমধুর। তাই বলি সজ্জনগণ! যে যেখানে আছেন আসুন, কবির কণ্ঠে আমাদের কণ্ঠ মিলাইয়া এ নশ্বর জগতে সচ্চিদানন্দময় প্রভুর লীলাগুণ কীর্ত্তনাদি করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাই; কারণ কুন্তীদেবী যথার্থই বলিয়াছেন ঃ—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ।
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ॥
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং।
ভব প্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি তোমার লীলাদি শ্রবণ, গান, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা স্মরণ করে, অথবা উহা অন্য কর্ত্তৃক কৃত হইলে আনন্দিত হয়, তাহারা অচিরে ভব-ক্লেশ-বিনাশক তোমার শ্রীচরণ-পদ্ম দর্শন করিয়া থাকে।

বিনীত প্রকাশকস্য

আষাঢ়, সন ১৩৩৫ সাল।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীশ্রীগৌর-লীলা গীতি-কাব্য।

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা গীতি।

আলেয়া—একতালা

ওহে আমার শ্রীগুরু করুণাময়,
আমার, কি হবে কি হবে দিন যায় ভবে
বৃথা রঙ্গ-রস আমোদ উৎসবে
ভ্রমেও ভাবিনে কিহবে কেমনে
কোন্ গুণে পাব ও পদ আশ্রয়॥
আমার, হেলায় গেল দিন তবু এ রসনা
তব জয়গান না করে ঘোষণা
(শুধু) মিথ্যা প্রবঞ্চনা পাপ কুমন্ত্রণা
কুরসে মজিয়া রয়।
আমার, নাহি বুদ্ধি বল সাধন সংযম
যা আছে কেবল দম্ভ আর তম
আছে, ভ্রম পরমাদ বিষাদ বিষম
অপরাধ অপচয়॥

আমার, অশুদ্ধ এ চিতে অসৎ সন্ধান
আলস্য অশুচি সদা বলবান্
অশান্তি অনলে তাই সদা জ্বলে
প্রাণান্ত করিয়া লয় ॥
এ দাস "বিশ্বরূপের" ক্ষীণ আর্ত্তনাদ
শুনহে কাণ্ডারী ক্ষম অপরাধ
অক্ষম এ দাসে রক্ষ দীননাথ
অন্তে শমন ভয় ॥

শ্রীশ্রীসরস্বতী-বন্দনা।

কাফি (হোলির চাল)—কাওয়ালী

এ দেবি সরস্বতি মায়ি।
সুর-কিন্নর-নর-গন্ধর্ব্ব বিমোহিনী,
মায়ি দেহি পদছায়ি
কৃপাগুণ দ্বিগুণ বাঢ়াই ॥
শ্বেতসরোজে বিরাজ দয়ানি
ত্রিলোক লোক মুগধাই—
রাগ সপ্তস্বর মধুর শুনাও
বীণা সুযন্ত্র বাজাই ॥
(কৃপাগুণ দ্বিগুণ বাঢ়াই)
ঢুঁরত মায়ি সনক সনন্দ
সুরমুনি তো গুণ গাই—
কহ বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত স্বরূপিণী
বাণী সনাতনী তুই ॥
(তুয়া পদ ধেয়ান লাগাই)

এ দয়ানি মো অগেয়ানী
তোহে বিনতি শুনাই—
এ "বিশ্বরূপকে" দে ভকতি দান
দেত শ্রীকৃষ্ণ মিলাই ॥
দেত শ্রীগৌর মিলাই ॥
(কৃপাগুণ দ্বিগুণ বাঢ়াই)

মঙ্গলাচরণ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরুশ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ শুন মোর নিবেদন
আমি অতি নীচ নরাধম।
আপনাশোধন তরে চাহি কিছু বর্ণিবারে
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা অনুপম।
কলির পীড়নে অতি কলুষিত মোর মতি
ছোটমুখে কহি উচ্চ ভাষা
নহি আমি যোগ্য পাত্র, নাহি অধিকার, মাত্র
আছে প্রাণে একটী ভরসা।
ব্রজ-প্রেম সুসম্পদ তুচ্ছ যাহে ব্রহ্মপদ
বেদ যার না পায় সন্ধান
বিপ্র শূদ্র কিবা নারী ম্লেচ্ছ যবনাদি করি
হেন প্রেম যেই করে দান—

রাধারস সুধানিধি যার স্বাদ দেবতাদি
লক্ষ্মীও না পায় সাধনায়—
উজ্জ্বল রসের সীমা সেই প্রেম মধুরিমা
যেই প্রভু পতিতে বিলায়
হেন গৌর করুণায় কিবা অসম্ভব হয়
এই শুনি শাস্ত্রের বচন।
মূক লভে বাচালতা মূর্খ হয় বেদবক্তা
পঙ্গু করে পর্ব্বত লঙ্ঘন।
এসব বচন সত্য শুনিয়া মহা মহত্ত্ব
মনে হয় পরম উল্লাস।
আমি অতি মন্দ হীন তম অহঙ্কারে লীন
অযোগ্যের পূরিবে কি আশ?
এ বড় ভরসা চিতে শুনি যথা নাম ল'তে
নাহি অপরাধের বিচার
নাহি দেশ কাল পাত্র সমানে ব্রাহ্মণ শূদ্র
সবে পায় প্রেম অধিকার।
হরিতে বিশ্বের ভার কতরূপে কত বার
অবতীর্ণ হ'য়ে অবনীতে
জীব দুঃখ অভিযোগে অসুর পাষণ্ড আগে
ক্রোধে অস্ত্র ধরে সংহারিতে;

(কিন্তু) পাতকী উদ্ধার লাগি কবে হেন অনুরাগী
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন্ অবতারে
অসুর পামর দুষ্ট প্রেমদানে করি তুষ্ট
পতিতপাবন নাম ধরে ?
ধরা পাপভারাক্রান্ত করিবারে তম অন্ত
পুষ্পবন্তোদয় কলিযুগে
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি দয়াল গৌরাঙ্গহরি
প্রকট হইল একযোগে।
পাপী তাপী দীন দুখী সবারে করিল সুখী
কলিহত জীব জনে জনে
করুণায় সাধি হিত দিল চির অনর্পিত
উন্নত উজ্জ্বল প্রেমধনে।
কিশোরী ভাণ্ডার ভরি রেখেছিল যত্নকরি
যেই গূঢ় কান্তার পীরিতি
দিয়া তার সুসন্ধান করিল সর্ব্বস্বদান
পতিতের নাশিতে দুর্গতি।
সে যে পতিতের গতি তাই মনে এ আকুতি
পতিতপাবন গুণ গাই
তোমরা মহান্ত মিলি শিরে দাও পদধূলি
নিরন্তর যেন স্ফূর্ত্তি পাই।

ঝিঁঝিট—একতালা

শ্রীগুরু শ্রীপাদ বৈষ্ণবগণ
করুণাকর অকিঞ্চনে।
আমার, ঘুচাও ভ্রান্তি ত্রিতাপ অশান্তি
মাতাও গৌর কীর্ত্তনে।
আমি, সাধন সুকৃতি সঙ্গতি হীন
কলিহত জীব পাপে মলিন
আছি, কৃতকর্ম্মফল ভুঞ্জিতে কেবল
পড়িয়া এভব বন্ধনে॥
আমার, যত দিন যায় অনর্থ বাড়ায়
অশুদ্ধ এ মন অসার চিন্তায়
দিয়া গৌর-সন্ধান শুদ্ধ কর প্রাণ
ভক্তি প্রেমরস সিঞ্চনে॥
আমায়, দাও প্রেমাস্বাদ ভকতসঙ্গে
ভাসাও গৌর রস-তরঙ্গে
ভজি, হরিনাম যজ্ঞে প্রভু যজ্ঞেশ্বর
সুন্দর শচীনন্দনে॥
এ "বিশ্বরূপে" কয় শুন দয়াময়
পূরাও বাসনা দাও পদাশ্রয়
মাতি গৌর-গৌরবে গৌর-বৈভবে
গৌর-মহিমা বর্ণনে॥

ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মে গ্লানি ও শ্রীভগবানের অবতীর্ণ হইবার কারণ।

পুণ্যভূমি এ ভারতে স্মষ্টির প্রথম হ'তে
সনাতন ধর্ম্মের প্রচার
বেদধর্ম্ম লোকময় বর্ণাশ্রম চতুষ্টয়
অদ্যাবধি নিদর্শন যার।
দেবতার লীলাক্ষেত্র স্বর্গ হ'তে সুপবিত্র
এ ভারত ধর্ম্ম মহিমায়
দ্বেষ হিংসা বিবর্জ্জিত সৎকর্ম্মে সদারত
যেথা লোক ধর্ম্ম পিপাসায়।
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"
মানি করে ধর্ম্মের রক্ষণ
সদয় সরল, শুদ্ধ সদাচার বিধিবদ্ধ
হ'য়ে করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদিতে আছে স্ব স্ব
জাতিগত ধর্ম্মের প্রকাশ
বিপ্র পালে বেদকর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম্ম
বৈশ্য ব্যবসায়ী শূদ্র দাস।

ধর্ম্মময় ভগবান্ ধর্ম্মে যাঁর অধিষ্ঠান
ধার্ম্মিকেরে দেন উপদেশ
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অধর্ম্ম অনর্থময়
ধর্ম্মনীতি এইত বিশেষ।
অসুর পাষণ্ড আদি যবে হয় ধর্ম্মবাদী
অধর্ম্মের করিয়া বিস্তার
জন্মি পাপকর্ম্ম হ'তে শান্তিময় অবনীতে
করে মহাপাপ অত্যাচার।
ধরায় না ধরে আর অসহ্য সে পাপভার
যবে হয় হেন সংঘটন
চতুর্দ্দিকে পরমাদ হাহাকার আর্ত্তনাদ
সাধুজন সহে নির্য্যাতন;
হেরি মহা দুর্ঘটন ব্রহ্মা আদি দেব হ'ন
আতঙ্কিত সে ঘোর বিপদে
জীব দুঃখ বিমোচন হেতু সবে বিজ্ঞাপন
করেন সে সারাৎসার পদে।
শুনি দেব আকিঞ্চন সপার্ষদে ভগবান্
অবতীর্ণ হ'য়ে সেই কালে
ধরিত্রীর পাপক্লেশ মুক্তি হেতু পরমেশ
নাশেন অসুর দুষ্ট দলে।

সাধুজনে করি ত্রাণ ভক্তেরে অভয় দান
ধার্ম্মিকের নাশিয়া দুর্গতি
হরি অমঙ্গল পুনঃ ধর্ম্ম করি সংস্থাপন
জীবে শান্তি দেন বিশ্বপতি।
যে যুগের যেই কার্য্য যথোচিত অনিবার্য্য
প্রয়োজন মনে হয় তাঁর
অংশ কলা শক্ত্যাবেশ কি কহিব সবিশেষ
সেই মত হন অবতার।
কতরূপে কত রঙ্গ কত লীলা পরসঙ্গ
কত খেলা জীবেরে লইয়া
এ খেলার নাহি অন্ত খেলিছেন অবিশ্রান্ত
কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া!

কীর্ত্তন বিভাস—একতালা

(কিবা) ধন্য লীলা ধন্য মরি এ লীলা খেলার
কে করে অন্ত। (ধন্য)
কত বিরিঞ্চি বাসব মানে পরাভব
ধ্যান ধরে রয় যুগ যুগান্ত॥ (ধন্য)

সে যে অনাথের নাথ প্রভু জগন্নাথ
কৃপাগুণে গুণবন্ত—
তাই, রাখিতে স্মরণ করেন পালন
শরণাগত জীবে একান্ত ॥ (ধন্য)
ও সে পাষণ্ড দুর্জ্জন পীড়নে যখন
জীব হয় মতিভ্রান্ত—
তখন, হরিতে ভূভার হ'ন অবতার
নাশিতে দুষ্ট অসুর অশান্ত ॥ (ধন্য)
হ'য়ে, অনাদি কালের যাতায়াতে
দুর্ব্বাসনা শ্রমে শ্রান্ত—
এ "বিশ্বরূপের" তরিতে বাসনা
লভিতে যুগল চরণপ্রান্ত ॥ (ধন্য)

অবতার-তত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গ।

অবতার তত্ত্ব কথা অসংশয় সর্ব্বথা
মৌলিক সিদ্ধান্ত এই তার
শাস্ত্রের বচন শুনি তাই শুদ্ধ সত্য মানি
ঋষিবাক্যে নাহি ব্যভিচার।

মৎস্যাদি দশাবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ তার
মূলে একেশ্বর চিদানন্দ
অনাদি আদি কারণ অনন্তের সেব্য ধন
পরতত্ত্ব সেই শ্রীগোবিন্দ।
সত্যে শুক্ল অবতার ত্রেতায় লোহিতাকার
শুক পত্র বর্ণ দ্বাপরেতে
কলি যুগে শ্যামবর্ণ এই মত বর্ণ চিহ্ন
ধরি প্রভু আসেন জগতে।
কিন্তু যে দ্বাপরে হরি স্বয়ং কৃষ্ণ বর্ণ ধরি
অবতীর্ণ হ'ন ব্রজপুরে
তার পর কলিযুগে সাঙ্গোপাঙ্গ সহযোগে
প্রকাশেন পীতবর্ণ ধ'রে।
এ কলিতে সারাৎসার ছন্নভাব অঙ্গীকার
করিবেন জীব উদ্ধারিতে
নিজ প্রেম ভক্তি ধন করিবেন বিতরণ
এই বাক্য কহে ভাগবতে।
কৃষ্ণ বর্ণ ভগবান্ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন
শ্রীবংশীবদন নটবর
আস্বাদিতে নিজ লীলা নবভাবে নবখেলা
খেলিবেন হ'য়ে রূপান্তর !

দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজগোপ গোপী সনে
যে লীলা কৈলেন বংশীধারী
কলিতে হ'য়ে গৌরাঙ্গ তাহার বিবর্ত্ত রঙ্গ
দেখাবেন পীত বর্ণ ধরি।
আপনি আপন রসে মাতিবেন প্রেমাবেশে
নন্দের নন্দন কালাচাঁদ
আস্বাদিতে নিরবধি মিলন বিরহ আদি
ব্রজের বৈদগ্ধি পরমাদ
রাধাকান্তি অঙ্গে করি হইবেন গিরিধারী
শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত ;
তিন বাঞ্ছা করি মনে রহিবেন সংগোপনে
ভক্তভাবে লোকে হ'য়ে খ্যাত।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাবেন সার মর্ম্ম
প্রেম-ধর্ম্ম সবাকার মূল
বেদ হবে তদাকৃতি আগম নিগম স্মৃতি
শাস্ত্র হবে লীলা অনুকূল।
স্বজনে বুঝিবে তার গুপ্তভাব অঙ্গীকার
না বুঝিবে তর্কনিষ্ঠজন
কোটীকল্প সাধনায় ব্রহ্মা যাঁরে নাহি পায়
তর্কে তার বৃথা অন্বেষণ !

পুনঃ যবে কৃপা করি স্বগুণে স্বেচ্ছায় হরি
ধরা পড়িবেন প্রেমারাধ্য
ভক্তের সে ভাবময় রসিকের রসাশ্রয়
হবেন জীবের সুখ সাধ্য।
কলিতে কীর্ত্তন যজ্ঞে সুমেধা সুজন বিজ্ঞে
ভজিবে সেই পীত স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব একাধারে অভিনব
কিশোরী কিশোর অপরূপ!
ব্রহ্মা ব্রহ্মপুরনারী মহাদেব মহেশ্বরী
মুখ্য যত দেব দেবী বৃন্দ
নিজ নিজ ধাম ছাড়ি মর্ত্ত্যভূমে অবতরি
আস্বাদিবে প্রেম সেবানন্দ।
লীলার সহায় কার্য্যে মাতিবেন সে মাধুর্য্যে
আদি দেব অনন্ত শ্রীধর
দিয়া মহাপ্রেমানন্দ জীবের যে কর্ম্মবন্ধ
ঘুচাবেন আপনি ঈশ্বর।
শাস্ত্রে কয় এই মত বেদাগম আদি যত
অষ্টাদশ পুরাণ প্রবন্ধে
তাই শ্রীগৌরাঙ্গধনে ভজিতে বাসনা মনে
গাহি তাঁর চরিত সুছন্দে :—

কীর্ত্তন—একতালা

তাই, সাধ হয় মনে মহাপ্রভু-গুণে
মহাসঙ্কীর্ত্তনে মেতে যাই।
যদি, গাই প্রাণারাম শ্রীগৌরাঙ্গ নাম
বুঝি, ত্রিতাপে বিরাম তবে পাই ॥

গৌরাঙ্গ আমার সহজে করুণ
পতিতের লাগি আরো শতগুণ
দুখিতের হরে দুখ নিদারুণ
কলির পীড়ন হ'তে সদাই ;—
যে গৌরাঙ্গ নাম গায় নিরন্তর
কি করিবে তারে শমন কিঙ্কর
আমি, পেয়েছি অভয় শুনিয়া বিস্তর
সাধুশাস্ত্র গুরু সদনে তাই ॥
গৌরাঙ্গ নামের উচ্চ সিংহনাদ
শুনি পাপ কলি গণে পরমাদ
গৌর নাম মন্ত্র সর্ব্বসার তন্ত্র
এ মায়া চক্রান্ত ভেদিতে ভাই ;—
গৌরাঙ্গ জীবের অদিনে বান্ধব
পাপী তাপী দীন দুখীর বৈভব
তরিতে দুস্তর কলি-ভবার্ণব
গোরা বিনে আর গতি নাই ॥

গৌরাঙ্গ জীবের সর্ব্বসাধ্য সার
সর্ব্বতত্ত্বময় সর্ব্ব সারাৎসার
সে যে, ভক্তের আরাধ্য প্রেমিকের বাধ্য
ভাবুকের সুখদায়ী ;—
যুগল উজ্জ্বল রস রত্ন খনি
তার সার সত্ত্বা গোরা গুণমণি
গায় "বিশ্বরূপ" একাধারে মানি
রাইরূপে কানু কানু অঙ্গে রাই ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার পূর্ব্বাভাস।

নবদ্বীপ ধামে আসি যে রূপে গৌরাঙ্গ শশী
প্রেমে মত্ত করিবেন বিশ্ব
শ্রীগুরু চরণ স্মরি ক্রমশঃ বিস্তার করি
অভিনব সে সব রহস্য ।
একদিন নিধুবনে কুসুম শয়নে
বিবিধ বিলাস-রঙ্গে বিহরে দুজনে।
রাধিকায় হৃদে ধরি করিয়া যতন
বাহুপাশে বাঁধিলেন শ্রীরাধারমণ।

শ্রান্ত দেহ পুনঃ পুনঃ প্রগাঢ় পরশে
নিদ্রিত হ'লেন দোঁহে রসের আলসে।
নিয়মিত সেবা কার্য্য করি সমাধান
সখিগণ চলিলেন নিজ নিজ স্থান।
রুদ্ধ হ'ল কুঞ্জদ্বার সেবা বিধিমতে
নীরবে মঞ্জুরীগণ শুইল নিভৃতে।
নিশিতে বাড়িল ঘোর স্তব্ধতা নীরবে
দেখিতে দেখিতে গেল দ্বিপ্রহর তবে।
ক্রমে হয় অবসান সুখের শর্ব্বরী
অকস্মাৎ জাগিলেন রাধিকা সুন্দরী।
কম্পিত কাতর ধনি হেরিয়া স্বপন
"উঠ প্রাণনাথ" বলি করেন রোদন।
আতঙ্কে অস্থির ক্রমে না সরিল বাণী
মূর্চ্ছিতার প্রায় পদে পড়িলেন ধনি।
প্রিয়ার রোদন শুনি জাগিলেন হরি
রাই কোলে করিলেন দু'বাহু পসারি।
কত মতে সান্ত্বনা করেন গিরিধারী
পীতবাসে মুছাইয়া নয়নের বারি।
নাগর কহেন, "ধনি কি হেতু এমন
কি হইল অকস্মাৎ কহ বিবরণ ;

হৃদে ধরে' আছি আমি তবু অকারণে
বিষাদে বিহ্বল তুমি হইলে বা কেনে ?
কভু ত না হেরি তব হেন ভাবান্তর
বিবাদিনী ভয়ে কিগো হইলে কাতর ?
তোমার এ দশা হেরি ফাটে মোর প্রাণ
আজ্ঞা কর যথোচিত করিব বিধান।"
শ্যামের বচনে ধনি আশ্বাসিত হ'য়ে
নিবেদন করিলেন বঁধু মুখ চেয়ে :—
"স্বপ্নযোগে হেরিলাম অতি অসম্ভব
অদ্ভুত এ সংঘটন শুনহে মাধব,
অপরূপ রূপ এক সুবর্ণ বরণ
চকিতে সম্মুখে আসি দিল দরশন ;
সৃজিতে সে রূপময় অতুলন নিধি
কোটী কল্প বুঝি ধ্যান ধরে' ছিল বিধি ;
কিম্বা রস-সমুদ্রের পাইয়া উদ্দেশ
অমিয় মথিয়া কিবা গড়িল বিশেষ !
কি ছার কন্দর্প কোটী সে রূপের আগে
ঢল ঢল লাবণ্য সে ঢলে অনুরাগে !
দ্বাদশ তিলক অঙ্গে স্কন্ধে উপবীত
তুলসীর কণ্ঠি গলে বুঝিবা পণ্ডিত,

কুঞ্চিত কুন্তলে চূড়া রচিত সুন্দর
কটিতে ত্রিকচ্ছ পরা শুভ্র পটাম্বর,
গমন নটন গতি কথন সঙ্গীতে
প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া চাহনি পিরীতে,
অঙ্গে পুলকাশ্রু কম্প ভাবে উতরোল
মহামত্ত নাচে গায় বলে হরিবোল !
চতুর্ভূর্জ আদি বন দেবতার গণ
দেখিয়াছি বৃন্দাবনে মুগ্ধ নহে মন,
তুমি মোর প্রাণনাথ শুন শ্যামরায়
তোমা বিনে মোর প্রাণে অন্য নাহি চায় ;
কালো ভালবাসি আমি সেই ত উদ্দেশে
কালা কলঙ্কিনী হ'য়ে আছি বনবাসে।
জাতি কুল লজ্জা ধৈর্য্য দিয়া বিসর্জ্জন
তোমার গরবে আমি ফিরি অনুক্ষণ।
তুমি ত জানহে ভাল অন্তর আমার
সত্য বল শ্যাম বিনা কি আছে রাধার ?
কিন্তু হের বিপরীত স্বপনের ঘোরে
গৌরাঙ্গ আসিয়া মোরে ফেলিল ফাঁপরে !
ভাল মন্দ জান তুমি করহ বিধান
গৌরাঙ্গ ভাবিতে বুঝি যায় মোর প্রাণ !

কীর্ত্তন—একতালা।

অপরূপ শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপ
কি হেরিলাম আজি স্বপনে।
রূপ জাগিছে আমার প্রাণে॥
(বঁধু সেই হ'তে)

সে দারুণ রূপের এ কেমন ধারা
স্বপনে দেখিয়ে তিলেক না যায় পাসরা
যদি, নয়ন ভরে' দেখ্‌তাম তারে
তবে বাঁচিতাম কি জীবনে॥

ঘুম ঘোরে দিয়া দরশন
কি সন্ধানে পশি প্রাণে কৈল আকর্ষণ
এখন, ভয়ে মরি ভুল্‌তে নারি
বুঝালে কি প্রাণ মানে॥

কোথা হ'তে এলো সে নাগর
কোন্ দেশে রয় কি পরিচয় কোথা বা তার ঘর
বুঝি রূপের ফাঁদে নারী বধে
বিঁধিয়ে নয়ন বাণে।

অমন হরিনাম কেন সে গায়
নামের ধ্বনি শুনে রূপের পানে কে না ফিরে চায়
বুঝি এ "বিশ্বরূপে" ক'রবে পাগল
(অম্‌নি) হরিবোলে বদনে ॥"

এত কহি ধনি পুনঃ ভাসি আঁখি জলে
মূর্চ্ছিতার প্রায় হইলেন কানু কোলে ।
তবে রসময় হরি বিদগ্ধ চতুর
সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পায়েন প্রচুর ।
কহিলেন, "ধনি ধনি শুন সুবদনি,
যতেক কহিলে সব সত্য এ কাহিনী ।
স্বপ্নে তুমি যে হেরিলে সুবর্ণ বরণ
তার তরে বিপরীত ভাব অকারণ ।
শুনিলে সে গৌরাঙ্গের রহস্য চরিত
সকল সংশয় দূর হইবে নিশ্চিত ।
গৌরাঙ্গ নহেত অন্য রমণী-রমণ
তোমাতে আমাতে এক অপূর্ব্ব মিলন !
স্বরূপে অভিন্ন সে তো শুধু রূপান্তর
তব ভাব কান্তি ঢাকা মোর কলেবর ।"

কিশোরী কহেন, "বঁধু এ নহে উচিত
মন স্থির নহে মম না বুঝ বিহিত।
অসময়ে রসময় ছল অকারণ
বৃথা কহ অসম্ভব অলীক্ বচন।
নাগর কহেন মৃদু হাসি করযোড়ে,
"কহিতেছি সত্য, রাই, ক্ষমা কর মোরে।
শ্যামের বচনে ধনি রহেন নীরব
পুনঃ সম্বোধিয়া তারে কহেন মাধব,
"প্রিয়ে, কি কব অধিক আমি বুঝিনু সর্ব্বথা
তব ঠাঁই গুপ্ত নাহি রবে মনকথা ;
তবে কহি ইতিবৃত্ত সর্ব্ব বিবরণ
অসংশয় চিত্তে ধনি করহ শ্রবণ।
ব্রজবনে তোমা সনে স্বচ্ছন্দ বিহার
রাস মহারাস আদি বিবিধ প্রকার,
যে কিছু করিনু লীলা শুনগো সুন্দরী
তাহে বড় মুগ্ধ মোরে করিলে কিশোরী।
মোর স্বতন্ত্রতা শত চেষ্টা দিনে দিনে
ব্যর্থ করি সব যবে ঠেকাইলে ঋণে,
সেই হ'তে দেখি প্রেম-মাধুর্য্য কৌতুক
আমার প্রভাবে কিছু নাহি মোর সুখ!

আমার মাধুর্য্য আমি নারি বুঝিবারে
তুমি বড় মনসাধে আস্বাদ আমারে ;
প্রেমের আশ্রয় তুমি আমি তো বিষয়
আশ্রয় জাতীয় সুখ মোর প্রাপ্য নয় ;
তথাপি তোমার প্রেম লোভ করি চিতে
মোর বড় সাধ হইল মোরে আস্বাদিতে।
বিষয় হইয়া চাই আশ্রয়াধিকার
ভাবিতে হইল ক্রমে বাসনা বিস্তার।
আমার মাধুর্য্য, তব প্রেম, তার সুখ
তিন আস্বাদিতে ক্রমে বাড়িল কৌতুক।
এ তিন ইচ্ছার যদি হইল উদ্গম
ভাবিলাম কি উপায়ে সাধি মনস্কাম ?
তোমার শরণ বিনা তব প্রেমামৃত
আস্বাদন ব্যর্থ হবে বুঝিনু নিশ্চিত।
তাই তব ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার
তব প্রেমাধীন হ'ব করিনু বিচার।
তোমারে না বলি সাধ রাখিনু গোপনে
মূর্ত্তিমান্ হ'ল সাধ স্বপ্ন সন্নিধানে ;
স্বপ্নযোগে যে করিলে গৌরাঙ্গ দর্শন
গৌরাঙ্গ নহে ত উহা তোমার স্পর্শন।

গৌরাঙ্গ নহে ত অন্য মোরই সে রূপ
তিন বাঞ্ছা পূর্ত্তি হেতু মূর্ত্তি রস ভূপ!
ওই নব গোরারূপ ধরিয়া এবার
অবতীর্ণ হ'ব ধর্ম্ম করিতে প্রচার!
কলিতে কীর্ত্তনানন্দে তব প্রেম-সুধা
আস্বাদিয়া পিয়াইব মিটাইতে ক্ষুধা!
সুরধুনী তীরবর্ত্তী নদীয়া নগরে
জনমিয়া বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের ঘরে,
এ লীলার করি সাঙ্গ মিলন বিচ্ছেদ
আরম্ভিব সে লীলার আদি পরিচ্ছেদ।
মুখ্য তিন বাঞ্ছা পূর্ত্তি ঋণ শোধ আর
গৌণরূপে বহু কার্য্য বিবিধ প্রকার,
শুন ধনি কহিব সে ভবিষ্য আখ্যান
অবতীর্ণ হ'য়ে যেবা সাধিব কল্যাণ;
কলির পীড়নে হত পাষণ্ড পতিত
রত পাপ কর্ম্মে যত ত্রিতাপে তাপিত,
অদোষ দরশী হ'য়ে করিব উদ্ধার
অনুতপ্ত জনে দিব শুদ্ধ শান্তিধার!
কুমতি তার্কিক কিবা ধর্ম্মধ্বজিগণে
চিত্ত শুদ্ধি করি লব কৃপাদণ্ড দানে!

আত্মঘাতী পশুঘাতী নির্ম্মম নিগুর্ণ
কিম্বা ততোধিক হ'ক দুষ্ট নিদারুণ,
পাপ হ'তে আকর্ষণ করি করুণায়
তব প্রেমামৃতাস্বাদ দিব তা সবায় ;
নিরীশ্বরবাদী যত নাস্তিক পামর
তাদের(ও) করিব গতি শোধিয়া অন্তর।
উপধর্ম্ম মায়াবাদ করিয়া খণ্ডন
প্রেমধর্ম্ম ভক্তিবাদ করিব স্থাপন।
এই ত শুনিলে মোর ভবিষ্য চরিত
গৌরাঙ্গ ভাবিয়া পুনঃ না হও চিন্তিত।”
এত যদি কহিলেন শ্যাম গুণমণি
বিপরীত হল তাঁর সান্ত্বনার বাণী।
চিন্তায় ধনীর জ্বালা বাড়িল দ্বিগুণ
কহিলেন, “নাথ, কিবা কহ নিদারুণ!
ব্রজেন্দ্র-নন্দন তুমি ব্রজের বৈভব
তোমা ল'য়ে ব্রজে নিত্য মহা মহোৎসব।
তুমি যদি ছেড়ে যাবে কি হবে উপায় ?
তোমা বিনা শূন্য সব ঘটিবে প্রলয় ;
তোমা বিনা গোপকুলে ঘটিবে বিভ্রাট
ভেঙ্গে যাবে নন্দালয়ে আনন্দের হাট!

মাতা যশোদার তুমি অঞ্চলের ধন
তুমি সর্ব্ব রাখালের আঁখির অঞ্জন !
সতত অগ্রজ তব প্রেমে আত্মহারা
দেহে প্রাণ তুমি তাঁর নয়নের তারা !
তোমার গরবে মত্ত সদা ব্রজবাসী
সবার সর্ব্বস্ব তুমি সর্ব্ব সুখরাশি !
তা' সবে ছাড়িবে যদি বিনা অপরাধে
কেমনে বাঁচিবে তারা তোমার বিচ্ছেদে !
জল বিনা মীন বল বাঁচে কতক্ষণ
মণি হারা হ'লে ফণী ধরে কি জীবন ?
যে যার শরণে রয় সে বুঝে তাহারে
ব্রজবাসী তোমা ভিন্ন জানে বা কাহারে ?
পূর্ব্বে করিয়াছ সত্য আপন শ্রীমুখে
ব্রজবাসী নরনারী সবার সম্মুখে,
বৃন্দাবন ছাড়িয়া না যাবে স্থানান্তরে
না ফেলিবে এক পদ ব্রজের বাহিরে।
এবে কহ বিপরীত না বুঝি কারণ
সত্য ভঙ্গ করি কিবা বাঞ্ছিত পূরণ ?
সর্ব্ব সমাধান তুমি করিবে হেথায়
পূর্ব্বে কহিয়াছ নাথ আমা সবাকায়।

এবে যত অসম্ভব বুঝাও আমারে
প্রেম আস্বাদন লাগি যাবে দেশান্তরে ;
কোথা বা সে নবদ্বীপ জাহ্নবী পুলিনে
সেথায় তোমারে নাথ চিনিবে কেমনে ?
তোমার হৃদয় কথা মরম বেদন
কি বুঝিবে সেথাকার কুলবতীগণ ?
হেথায় তো সখা সঙ্গে শ্রীযমুনাতটে
অগ্রজের সঙ্গে কভু ফের গোঠে মাঠে ;
সেথায় বা কার সঙ্গে বিহরিবে শ্যাম
সুরধুনী-তীরে বসি লবে কার নাম ?
মোর প্রেমে মাতিয়া যে বেড়াইবে পথে
আমারেও ছাড়িবে কি লবে নিজ সাথে ?
কহ সবিশেষ তবে বুঝি এ জীবন
রাখিব কি যমুনায় দিব বিসর্জ্জন।”
এত বলি ধনি যদি করেন বিলাপ
তবে বুঝিলেন শ্যাম তাঁর মনস্তাপ।
কহিলেন, “রাই, হেন ত্যজ অবসাদ
না শুনিয়া শেষ আগে গণিছ প্রমাদ।
ব্রজপুর ছাড়ি যদি, ছাড়ি হে তোমায়
ব্রজ ছাড়া তব প্রেম কে বুঝে কোথায় ?

আমি যাব সঙ্গে যাবে সমগ্র এ ঠাট্
ব্রজে কে রহিবে কেবা ঘটাবে বিভ্রাট ?
গোপ গোপী সখা সখী যত দাসী দাস
আগে জন্ম লবে মোরে করিতে প্রকাশ।
পরে তোমা আমা দোঁহে ঘটিবে মিশ্রণ
অচিন্ত্য সে ভেদাভেদ অদ্ভুত মিলন !
সেই পরিণতি হ'বে গৌরাঙ্গ স্বরূপ
নবদ্বীপে যাব দোঁহে ধরি সেই রূপ ;
সেইরূপে পূরাইব মোর মনোরথ
তোমার(ও) পূরাব সাধ করিনু শপথ।
এত শুনি রাই তবে হ'লেন সুস্থির
নিজ নীলাম্বরে মুছি নয়নের নীর,
কহিলেন, "বঁধু, মোর ঘুচিল সংশয়
দূরে গেল অবসাদ শুন লীলাময় ;
কহিলে যে সব তত্ত্ব বুঝিনু এখন
সত্য সব, সত্য মোর স্বপ্নের ঘটন।
কিন্তু হেন অসম্ভব ঘটিবে কেমনে
কি উপায়ে মোর অঙ্গ-কান্তি আচ্ছাদনে—
লুকাইবে শ্যাম অঙ্গ বলহে আমায়.
ধড়া চূড়া বেত্র বংশী রাখিবে কোথায় ?

দুই তনু কেমনে বা মিশাবে একত্র
বারেক দেখাও যদি সে মিলন চিত্র,
তবে মোর প্রাণে হয় আনন্দ প্রচুর
এবে যদি সাজ সেই গৌরাঙ্গ ঠাকুর !"
এতেক শুনিতে শ্যাম কৌতুকী সুজন
সম্মুখে রাখিয়া এক কৌস্তুভ-দর্পণ,
দেখা'লেন প্রতিবিম্বে শ্রীরাধার রূপ
সেই রূপে আলিঙ্গন করি রস ভূপ,
কি এক কৌশলে মিলিলেন আচম্বিতে
মন্ত্র-মুগ্ধ প্রায় তাহা দেখিতে দেখিতে—
স্তব্ধ হইলেন ক্ষণে রাই রসবতী
দেখিতে দেখিতে হ'ল গৌরাঙ্গ মূরতি।
স্বপনের চিত চোরে নয়নে দেখিয়া
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিতে রাই যান মত্ত হইয়া ;
চকিতে গৌরাঙ্গ রূপ হ'ল অদর্শন
ভূমে পড়িলেন ধনি হ'য়ে অচেতন।
নাগর হ'লেন তবে সেবনে তৎপর
সযতনে তুলিলেন ধনিরে সত্বর।
কুঞ্জের গবাক্ষ এক উন্মুক্ত আছিল
সেথা হ'তে সখীগণ আভাস পাইল ;

সেবার সময় জানি এল সারি সারি
রাই কোলে করিলেন বিশাখা সুন্দরী ;
নাগর দিলেন কর্ণে গৌরাঙ্গের নাম
সে নাম শুনায়ে মৃদু হাসিলেন শ্যাম।
ধনির হইল সংজ্ঞা নিশি হ'ল ভোর
তবে দাঁড়ালেন পুনঃ কিশোরী কিশোর।
নিধুবনে শেষ হ'ল নব অভিনয়
প্রাণ ভরে গাও সবে গৌরাঙ্গের জয়।

কীর্ত্তন—একতালা।

(রাধামাধব যুগল উজ্জ্বল রস স্থর)

ঐ নিধুবন বিহারী শ্যাম গৌর বরণ।
মহা ভাবদ্যুতি সুবলিত কিশোরী রূপ
কিশোর গঠন, গৌর বরণ॥
ও যে, কিশোরীর চিত চোরা ওরূপ রতন
ও যে রাই কানু কানু রাই
একাঙ্গে মিশ্রণ, ঐ গৌর বরণ॥
ও যে, কিশোর কিশোরী ভাবে বিচিত্র দর্শন
ও যে, সর্ব্ব বিলাসের পরিণতি রস ঘন
ঐ গৌর বরণ॥

ও যে, রমণ রমণী-রূপে বিবর্ত্ত লক্ষণ
ও যে, মিলনে বিরহ নিত্য বিরহে মিলন
ঐ গৌর বরণ ॥
ও যে, ক্ষণে ক্ষণে নব নব আনন্দ বর্দ্ধন
নবীন গৌরাঙ্গ রূপ অনঙ্গ মোহন
ঐ গৌর বরণ ॥
আজ প্রাণ ভ'রে গাও সবে গৌর কীর্ত্তন
এ "বিশ্বরূপের" গোরা বিশ্ব-বিমোহন
ঐ গৌর বরণ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা
ও
শ্রীঅদ্বৈত হরিদাস মিলন প্রসঙ্গ ।

এই তো শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার পূর্ব্বাভাস
এবে কিছু বর্ণিব সে লীলার প্রকাশ ।
ক্রমে ক্রমে দ্বাপরের পূর্ণ হ'য়ে কাল
এল পাপ কলিযুগ বাড়িল জঞ্জাল ।

মতি ভ্রান্ত হ'ল জীব শাস্ত্র মিথ্যা মানি
প্রথম কলিতে হ'ল ধর্ম্মকর্ম্মে গ্লানি।
কলিযুগে যুগধর্ম্ম শ্রীহরি-কীর্ত্তন
সর্ব্ববাদি সম্মত এ শাস্ত্রের বচন।
জানিয়া শুনিয়া তবু না বুঝি অন্তরে
ভ্রমান্ধ হইল জীব কুতর্ক বিচারে।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগোচিত শাস্ত্রের বিধান
ধ্যান যাগ পূজা পরিচর্য্যা অনুষ্ঠান।
এসব রহিল বিধি নামেতে কেবল,
কলির পীড়নে জীব হ'ল উচ্ছৃঙ্খল।
রোগ শোক তাপে হ'ল অল্পায়ু অক্ষম
না রহিল শাস্ত্রোচিত বিধি বর্ণাশ্রম।
ক্ষত্রিয়ের রাজ্য গেল, মজিল ব্রাহ্মণ
রাজদণ্ড কেড়ে নিল বিধর্ম্মীর গণ।
ক্রমে কলি হ'ল ঘোর পাপ তমাচ্ছন্ন
শাস্ত্র বিধি শৃঙ্খল ক্রমশঃ হল ছিন্ন।
তবু যাঁরা রহিলেন স্বধর্ম্ম নিষ্ঠায়
মানব সমাজে তাঁরা অত্যল্প সংখ্যায়।
ভারতে ব্যাপিল উপধর্ম্ম অবশেষে
প্রচারিত হ'ল নানা মত দেশে দেশে।

৩

পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপ বহু পূর্ব্ব হতে
বঙ্গ মাঝে বিত্থাপীঠ বিদিত ভারতে।
সর্ব্ব সাধারণে খ্যাতি নদীয়া নগর
জাহ্নবীর কূলে স্থিতি সুরম্য সুন্দর।
সেথায় ব্রাহ্মণ কুলে কৃতবিদ্য সব
আরম্ভিল হিংসা দ্বেষ কুতর্ক বিপ্লব।
বিদ্যারসে মত্ত হয়ে বিদ্যার্থীর দল
সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া তর্কে হইল প্রবল।
শাস্ত্রযুক্ত ভক্তিধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি
কেহ করে ভক্ত-নিন্দা কেহ দেয় গালি।
অত্যাচারে অবিচারে শান্তি হ'ল দূর
ভক্তজন সহিলেন লাঞ্ছনা প্রচুর।
কেহ বলে আত্মারূপে সোঽহং ভগবান্
শঙ্করাচার্য্যের মত এই তো প্রধান।
কেহ কহে বৌদ্ধ মতে নিরীশ্বর বাদ
অহিংসক নীতি ধর ঘুচিবে বিবাদ।
কেহ বা ধনার্থে মদ্য মাংস উপচারে
আরম্ভিল যক্ষ পূজা কৌলিক আচারে।
ভক্তি শূন্য হ'ল ধরা প্রীতি শূন্য প্রাণ
শাস্ত্র পড়ি' হ'ল সবে নির্ম্মম পাষাণ।

সেথায় সুমেধা এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ
নিত্য করিতেন প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ অর্চ্চন।
বয়সে প্রবীণ তিনি সর্ব্বলোক পূজ্য
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নাম অদ্বৈত আচার্য্য।
শান্তিপুরে বাস তাঁর ভক্ত সমাগমে
কভু নবদ্বীপে কভু রহেন স্ব-ধামে।
জীব যদি হ'ল কৃষ্ণ ভজনে বিমুখ
আচার্য্যের প্রাণে তবে হ'ল মহাতুখ।
পাষণ্ডের অত্যাচারে শ্রীঅদ্বৈত ধীর
বড় সহিষ্ণুতাগুণে রহিলেন স্থির।
ক্রমে ভক্ত অপমান হেরিয়া স্বচক্ষে
শেল বেধ সম ব্যথা পাইলেন বক্ষে।
অসহ্য হইল ক্লেশ আচার্য্যের প্রাণে
মর্ম্মাহত হ'য়ে কিছু ভাবে মনে মনে।
প্রথম কলিতে হেরি ভবিষ্য আচার
হেন বুঝি ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় ছারখার।
ব্রাহ্মণের নাহি কিছু অধর্ম্মের ভয়
পণ্ডিতে ঘটায় হেন বিধি বিপর্য্যয়।
সত্য নাহি মানে কেহ অভিমান ভরে
বিদ্যা কি অবিদ্যা হ'ল কুতর্ক বিচারে ?

প্রাণিহিংসা অনাচার কুভক্ষ্য ভক্ষণ
এই কি হে ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক যাজন ?
যুগধর্ম্ম হরিনাম নহে অভিপ্রেত
মদ্য মাংসে পূজে সবে যক্ষ ভূত প্রেত।
এত ভাবি শ্রীঅদ্বৈত ব্যথিত হৃদয়ে
সাগ্রহে বৈষ্ণবগণে আনি নিজালয়ে,—
কৃষ্ণদাস অভিমানে করিয়া বড়াই
ভাবাবিষ্ট হ'য়ে কিছু কহেন গোঁসাই—
"শুন, ভক্তগণ মোর আশ্বাস বচন
ত্যজ সর্ব্ব অবসাদ সম্বর রোদন।
সাধু শাস্ত্র শ্রীবিগ্রহ সত্যের অবজ্ঞা
আর না সহিব এই আমার প্রতিজ্ঞা।
নিজ হাতে না করিব ইহার বিহিত
এ মোর অসাধ্য হবে হিতে বিপরীত।
মোর প্রভু কৃষ্ণ, যাঁহে মোর অধিকার
তাঁরে আমি করাইব পুনঃ অবতার।
বৃথা কি পাইনু জন্ম ব্রাহ্মণের ঘরে
কৃষ্ণ আর বৈষ্ণবের নিন্দা শুনিবারে ?
দেখাব ভক্তের তেজ ভক্তির প্রভাব
কৃষ্ণ আনি পূরাইব এসব অভাব।

কৃষ্ণের উদ্দেশে আমি ছাড়িয়া সংসার
একান্তে বসিয়া ধ্যান ধরিব এবার।
জানাব দুর্দ্দৈব সব কৃষ্ণের চরণে
কাঁদিব ব্যাকুল হয়ে রব অনশনে।
করিব কঠোর তপ শাস্ত্র বিধিমত
কৃষ্ণের আসন আমি টলাব নিশ্চিত।
কিন্তু ইথে যদি তাঁর না পাই উদ্দেশ
সবার সমক্ষে আমি কহিলাম শেষ—
গঙ্গাজল তুলসী লই পূজা উপচার
মূল মন্ত্র উচ্চারিয়া ছাড়িব হুঙ্কার।
তবু যদি প্রভু মোর না রাখেন পণ
অনাহারে অনিদ্রায় ত্যজিব জীবন।”
আচার্য্যের বাণী শুনি সকল বৈষ্ণব
আনন্দে করেন উচ্চে হরি হরি রব।

বিভাস—কাওয়ালী।

ভকত সঙ্গে আবেশে অদ্বৈত বিভোর
মনহুঁ সংকল্প কঠোর।
কলি-পীড়ন হত জীব দুরগতি যত
হেরইতে ঝুরত অঝোর ;

ঝুরত ভকতগণ মুখ বাহি অগণন
বহত তপত আঁখি লোর ॥
বেয়াকুল অন্তর কহতহিঁ বার বার
আনিমু আনিমু পঁহু মোর।
কহ, আনিমু আনিমু পুনঃ যশোদা জীবন ধন
আনিমু সে নন্দকিশোর ॥
পুনহি কহত দুখ বারণ-কারণ
ছোড়ি চলব নিজ ঠৌর,
ধেয়ান ধরব হাম একলি একান্তে
ঢুঁড়ব কাঁহা চিত চোর—
ঐছন বচন শুনই ভকতগণ
গায় বাজায় জয় তোড়।
জয়তি সীতাপতি শ্রীপতি কি জয়
কহ বিশ্বরূপ করযোড় ॥
অদ্বৈত বচনে সর্ব্ব দুঃখ হ'ল দূর
ভক্তের বাড়িল আশা ভরসা প্রচুর।
সে আশা হৃদয়ে ধরি ভাবে সবে মনে—
পুনঃ কি আসিবে হরি হেরিব নয়নে!
পুনঃ কি আসিবে, মোরা বিহরিব সঙ্গে
পুনঃ কি হেরিব নব-শ্যামল ত্রিভঙ্গে!

পুনঃ কি পাইব ঘরে শ্রীনন্দ-নন্দন
পুনঃ কি পরা'ব অঙ্গে সুমাল্য চন্দন !
পুনঃ কি পাইব তারে মহামহোৎসবে
নানা রত্ন অলঙ্কারে সাজাইব সবে !
পুনঃ কি শুনিব তার সুললিত বাণী
পুনঃ কি সেবিব রাঙ্গা চরণ দুখানি !
এতেক ভাবিতে সবে হইল ব্যাকুল
আচার্য্যের ভাবে ভাব হ'ল অনুকূল।
তবে সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে শ্রীঅদ্বৈত রায়
প্রিয় সম্ভাষণ করি দিলেন বিদায়।
নব ভাবে বিভাবিত হইয়া সবাই
অতঃপর চলিলেন নিজ নিজ ঠাঁই।
দিনে দিনে এল শুভদিন শুভক্ষণ
আর দিন হ'ল এক মহাসম্মিলন।
আসিলেন এক সাধু দিব্য কান্তিধর
প্রবীণ প্রশান্ত মূর্ত্তি তেজেতে ভাস্কর।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত সাধু গায় কৃষ্ণনাম
জপে মহামন্ত্র নাম নাহিক বিরাম।
আচার্য্যের আগে আসি মহাভাগবত
ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন দণ্ডবৎ।

দন্তে তৃণ গলবাসে অতি দীনভাবে
করিলেন বহু স্তুতি ভক্তির স্বভাবে।
তবে তো আচার্য্য ভাসি নয়নের জলে
সম্ভ্রমে তুলিয়া তাঁরে করিলেন কোলে।
কহিলেন কেবা তুমি থাক বা কোথায়
কি নাম তোমার কহ কিবা পরিচয় ?
অযাচিতভাবে আজি আসিয়া ভবনে
কৃতার্থ করিলে মোরে দরশন দানে !
কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত তুমি, তুমি ভক্তবীর
তব স্পর্শে শুদ্ধ মোর হইল শরীর।
অদ্বৈত বচনে সাধু যুড়ি দুই কর
কহিলেন, "গুরু তুমি আচার্য্য ঈশ্বর।
তবে যে বাড়াও মোরে জানি বিলক্ষণ
এ সব স্বভাবসিদ্ধ তব আচরণ।
হীন আমি অস্পৃশ্য অধম দুরাশয়
কি কহিব তব ঠাঁই মোর পরিচয়।
ভ্রষ্ট বিধর্ম্মীর ঘরে লভেছি জনম
হরিদাস নাম মোর শুন দ্বিজোত্তম।
নাহি মোর গৃহ বাস ফিরি পথে পথে
তোমা সবাকার পদধূলি লই মাথে।

ধিক্ এ জীবনে মোর শুনহ গোঁসাই
আমা হেন হতভাগ্য ত্রিভুবনে নাই।"
শুনি মাত্র পরিচয় শান্তিপুরেশ্বর
আনন্দে বিস্ময়ে হইলেন নিরুত্তর।
শুধু এক দৃষ্টে চাহি হরিদাস পানে
রহিলেন কতক্ষণ অতৃপ্ত-নয়নে।
পরে তাঁর করে ধরি কাছে বসাইয়া
কহিবারে লাগিলেন বদন চাহিয়া।
পূর্ব্বে যার শুনিয়াছি অদ্ভুত চরিত
পূর্ব্বে যার গুণ শুনি হয়েছি মোহিত।
যার সঙ্গ লাগি প্রাণ কান্দে অনুক্ষণ
সেই তুমি হরিদাস দিলে দরশন!
যে শুনায় হরিনাম স্থাবর জঙ্গমে
যার মুখে নাম শুনি মাতে বিহঙ্গমে।
যার উচ্চ হরিনাম জগত উদ্ধারে
সেই তুমি হরিদাস আসিয়াছ পুরে!
লোকে পরীক্ষিল যারে বারাঙ্গনা লই
মায়ার চক্রান্তে যে হইল কামজয়ী।
আদর্শ চরিত্র যার বিদিত সংসার
সেই তুমি হরিদাস ভক্ত অবতার!

যবনের রাজদণ্ডে হইয়ে দণ্ডিত
বাইশ বাজারে যে সহিল বেত্রাঘাত।
যার গুণ শুনি আমি পাষণ্ডের মুখে
সেই তুমি হরিদাস আমার সম্মুখে!
এস মোর হরিদাস এস প্রাণাধিক
তোমারে হৃদয়ে ধরি জুড়াই ক্ষণিক!
এত বলি হরিদাসে করি আলিঙ্গন
আঁখিজলে ভাসি শ্রীঅদ্বৈত কতক্ষণ—
পুনঃ তাঁরে কহিলেন করিয়া বিনয়
আসিয়াছ যদি ধন্য করহ আলয়।
তুমি ভক্ত সাধু মোর শুন নিবেদন
শ্রীমুখে শুনাও কিছু শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা তুমি কৃষ্ণের কৃপায়
তাই তব মুখে কিছু শুনি সাধ হয়।
শিরে ধরি আচার্য্যের গুরু আকিঞ্চন
আরম্ভিল হরিদাস কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
হরিদাস গুণ গায় কিবা সে মাধুর্য্য
আচার্য্য বিস্ময় মানে ভাবিয়া তাৎপর্য্য।
শ্রীকৃষ্ণের যত রূপ গুণ ও গরিমা
যত গায় তত বাড়ে রাধার মহিমা।

যদিও বিষয় কৃষ্ণ সবাকার মুখ্য
মহিমায় শ্রীরাধার বাড়ায় আধিক্য।

কীর্ত্তন বিভাস—একতালা

(কিবা) শ্যামল সুন্দর তনু মনোহর
(তাই) নটবর রূপ ধন্য ধন্য।
(তার) বামে রাসেশ্বরী রাধিকা সুন্দরী
সাজে কি কিশোর কিশোরী ভিন্ন
হেলাইয়ে অঙ্গ শ্রীরাধা অঙ্গে
যদি একবার দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গে
(যদি) ধরে দুই করে মুরলী অধরে
(তবে) মোহে অনঙ্গেরে কি কব অন্য॥
হেন কৃষ্ণ যার হেন রূপ গণি
রাধা নাম তার সুধা সঞ্জীবনী
(তাই) সাধে মনসাধে রাধে জয়ধ্বনি
(সে) বাঁশী যন্ত্রখানি তাহারই জন্য॥
গায় বিশ্বরূপ কৃষ্ণরূপ ভেবে
রাধার মহিমা তবে সে বুঝিবে
রাধা ভাবে যবে উহারে কাঁদাবে
(যবে) রাধিকার রূপে লুকাবে চিহ্ন॥

একে হরিদাস মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তন
তাহে দোঁহাকার মনোভাবের মিলন।
প্রেমানন্দে সেইক্ষণে প্রমাদ ঘটিল
কে কাহারে ধরে দোঁহে উন্মত্ত হইল।
ভূমে পড়ি' হরিদাস করেন রোদন
আচার্য্য করেন প্রেমে উদ্দণ্ড নর্ত্তন।
'আনিমু' 'আনিমু' বলি ছাড়েন হুঙ্কার
লম্ফে ঝম্পে বসুমতী কাঁপে থর থর।
কভু মালসাট কভু দিয়া কক্ষতালি
মত্ত সিংহ বিক্রমে গর্জ্জেন মহাবলী।
মহাপ্রেমাবেশে গত হ'ল বহুক্ষণ
ক্রমে ধৈর্য্য ধরিলেন দুই মহাজন।
হরিদাস গাহিলেন কৃষ্ণের চরিত
আগমন কাল পূর্ণ হইল ইঙ্গিত।
এই ত শ্রীহরিদাস অদ্বৈত মিলন
এবে নবদ্বীপ ধাম করিব বর্ণন॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ বর্ণন

গৌড় মণ্ডল মাঝে নদীয়া নগর সাজে
স্বপ্রকাশ ধাম চিন্তামণি,
ধন্য যার প্রান্ত স্থলে উছলি উছলি চলে
গরবিনী সুরতরঙ্গিনী।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ দারিদ্রের নাহি চিহ্ন
অতুল ঐশ্বর্য্য করি দান,
বহিয়া সহস্র বাধা কমলা রক্ষেন যথা
কমলাকান্তের প্রিয় স্থান।
কত যে তরণী বুকে বিপুল বিপণি মুখে
আসে লোক গঙ্গা হ'য়ে পার,
ব্যবসায়ী যে যেমন ল'য়ে আত্ম পরিজন
সুখে করে বাণিজ্য ব্যাপার।
নদীয়ার রাজপথে নিশি অবসান হ'তে
ধায় লোক পড়ে হুলাহুলি,
নিত্য জাহ্নবীর তটে লক্ষাধিক এক ঘাটে
সুখে করে স্নান জলকেলি।

পূর্ণ হয় ঘাট বাট বিপ্র করে বেদ পাঠ
পিক কণ্ঠে উঠে কুহুধ্বনি,
ভরি সুরধুনী বারি কক্ষে কুম্ভ সারি সারি
গৃহে ফিরে কুলের কামিনী।
বাজে যন্ত্র সুরসাল ঘড়ি ঘণ্টা করতাল
বাজে শঙ্খ মন্দির প্রাঙ্গণে,
অদূরে সুদূরে সবে হরিবোল-কলরবে
ধায় শুদ্ধ বাস পরিধানে।
হেথা ফল পুষ্প ভরা সুরম্য আরামে ঘেরা
বিলাসীর রঙ্গ-নিকেতন,
হোথায় পঠনে রত বিদ্যার্থী শোভিত শত
অধ্যাপক বিপ্রের ভবন।
বিদ্যার গরবে মাতি পড়ায় পাণিনি স্মৃতি
বিপ্র দিয়ে পুত্রে উপবীত,
কল্যাণী বাণীর বরে পণ্ডিতের ঘরে ঘরে
পুত্র হয় পরম পণ্ডিত।
সম্পদের নাহি শেষ ধনাঢ্য লোকের দেশ
তাহে সৎসভ্যতা প্রচার,
শৌচ বিনয়াদিগুণে শূদ্র ভদ্র সাধারণে
সবে জানে সভ্য ব্যবহার।

নগরের মধ্যস্থলে বিরাজেন বটমূলে
মহাশক্তি আগ্যাঠাকুরাণী,
নদীয়ার অধিষ্ঠাত্রী অখিল মঙ্গলদাত্রী
'পরামাতা' পুরের জননী।
প্রান্তে এক শ্রীমন্দিরে বিরাজেন শূল করে
'বৃদ্ধশিব' ভূতেশ শঙ্কর,
নিত্য পুরবাসী এসে, পূজিয়া সে আশুতোষে
অভীষ্ট পূরণ চাহে বর।
নাহি মহামারী ভয় অকালে অসংখ্য ক্ষয়
সুখে রয় নবদ্বীপবাসী,
সবার প্রফুল্ল মন দিব্য দেহ সুগঠন
নধর অধর ভরা হাসি।
নবীন পড়ুয়াগণ বিত্যারসে অনুক্ষণ
উত্তরীয় অঙ্গে জড়াইয়া,
কেহ ফিরে তর্ক করি ত্রিকচ্ছ বসন পরি'
কেহ ধায় কোঁচা দোলাইয়া।
নদীয়ার পুরাঙ্গনা জনে জনে সুশোভনা
যেন শুদ্ধ সুবর্ণ প্রতিমা,
নবীনা কি সুপ্রবীণা কৃশাঙ্গী অথবা পীনা
রূপে গুণে সবে মনোরমা।

ন'দের বালক যত খেলা-ধূলা জানে কত
নিত্য দিবা অবসান কালে,
আসি জাহ্নবীর কূলে সমবয়ঃ সখা মিলে
কত খেলা খেলে কুতূহলে।
উচ্চ নীচ জাতি ধরি বহু লোকাকীর্ণ পুরী
বহু দূর সীমা সুবিস্তৃত,
বাস করে লাখে লাখ বিপ্র বৈদ্য নবশাখ
এক এক পল্লীতে শত শত।
সকলি সম্পদ সুখ সবে একমাত্র দুখ
হিন্দুরাজ্যে পশি মুসল্‌মান,
কলিহত হীনবল পরাজি ক্ষত্রিয়দল
রাজ্য শাসে মোগল পাঠান।
পরধর্ম্মে যে আচার রীতি নীতি ব্যবহার
ভ্রষ্ট সব, তবু অবিচারে—
না রাখিয়া নিজধর্ম্ম কেহ কেহ করে কর্ম্ম
মুসল্‌মান রাজার সরকারে।
রাজ সম্মানিত যেই সমাজে পতিত সেই
স্বজাতির কঠোর শাসনে,
তবু রাজকার্য্যে দাস হ'য়ে করি ধর্ম্ম-নাশ
কেহ কেহ ছাড়ে আত্মজনে।

প্রতাপী ব্রাহ্মণগণ যুক্তিদানে বিচক্ষণ
নাহি বুঝে জাতির কল্যাণ,
বিজাতীয় ধর্ম্ম হ'তে তা' সবারে সংশোধিতে
কেহ নাহি হয় যত্নবান্।
এই তো শ্রীনদীয়ার দেশ কাল পাত্র আর
সুখ দুঃখ সংক্ষেপে বর্ণন,
হেথায় গোলক-পতি করিছেন শীঘ্র গতি
অবতীর্ণ হ'তে আয়োজন।

শ্রীশচীদেবীর দিব্য গর্ভসঞ্চার

জগন্নাথ মিশ্র নাম শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণধাম
সর্ব্ব পরিচিত মহামতি,
সুদূর শ্রীহট্ট হ'তে আসি এই নদীয়াতে
বহুদিন করিছেন স্থিতি।
বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ মিশ্র সর্ব্বজন প্রেষ্ঠ
সমাজে দশের মান্যবর,
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য বিশেষ রূপের জন্য
নদীয়ায় খ্যাত 'পুরন্দর'।

মিশ্রের সহধর্ম্মিণী নাম শচী ঠাকুরাণী
মহা সাধ্বী ভক্তি-পরায়ণা,
স্বধর্ম্মে রাখিয়া মতি প্রত্যহ করেন সতী
পতি সহ বিষ্ণু-আরাধনা।
অষ্ট কন্যা একে একে গিয়াছে পরমলোকে
ছিঁড়ি দম্পতির স্নেহজাল,
বিশ্বরূপ নামে পুত্র অবশেষ একমাত্র
রহিয়াছে বংশের দুলাল।
গত হয় বর্ষ মাস সুখে গঙ্গাতীরে বাস
করিছেন ব্রাহ্মণ-দম্পতি,
বিষ্ণু আরাধনরতা সাধ্বী শচী পতিব্রতা
পুনঃ হইলেন গর্ভবতী।
অদ্ভুত গর্ভসঞ্চার দৈবে হইল এবার
না হইল প্রাকৃত নিয়মে,
সেই হ'তে অত্যদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড যত
আরম্ভ হইল ক্রমে ক্রমে।
চিন্তায় হ'য়ে কাতর রহিলেন মিশ্রবর
দৈবে এক নিস্তব্ধ নিশিতে—
নিদ্রায় ছিলেন মগ্ন দেখিয়া অদ্ভুত স্বপ্ন
চমৎকার মানিলেন চিতে।

দেখিলেন পিণ্ডাকৃতি অত্যুজ্জ্বল এক জ্যোতিঃ
নিজ অঙ্গে করিল প্রবেশ,
পুন তাঁর অঙ্গ হ'তে বাহিরিয়া সচকিতে
শচীদেহে প্রবেশিল শেষ।
কে যেন কহিল কাণে অশেষ অভয় দানে
বৃথা চিন্তা কর মহাশয়,
শুন ওহে মিশ্রদেব পুত্ররূপে আমি তব
পত্নীগর্ভে করেছি বিজয়।
অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে, না বুঝেন রঙ্গ
যে ঘটিল স্বপনের ঘোরে,
তাহে বুঝিলেন অতি- স্থির, কোন মহামতি
পুত্ররূপে আসিবেন ঘরে।
পল্লী নিবাসিনীগণ হেরি গর্ভ সুলক্ষণ
প্রসূতির পুরাইল সাধ,
প্রসব না হ'ল হায় দশমাস গিয়া প্রায়
দ্বাদশ মাসেও যায় বাদ।
মিশ্র হ'য়ে চমৎকার ভাবেন এ কি প্রকার
এ তো অতি অদ্ভুত ঘটন,
দ্বাদশ হইল গত ত্রয়োদশ মাসাগত
তবু নাহি প্রসব লক্ষণ।

হেন দেখি মহামতি শঙ্কিত হইয়ে অতি
ভাবিলেন একি কোন রোগ,
অথবা এ গর্ভছলে বিধি প্রসূতির ভালে
লিখিল কি দারুণ দুর্ভোগ ?
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর মিশ্রের শ্বশুরবর
সাধ্বী শচী দেবীর জনক,
অতঃপর মিশ্র তাঁরে সংবাদ পাঠায়ে ঘরে
আনিলেন আগ্রহপূর্ব্বক।
তিঁহ মহা জ্যোতির্ব্বিদ তর্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত
বসতি করেন নবদ্বীপে,
শুনি সব যথাযথ গণিলেন ভবিষ্যৎ
বসি নিজ কন্যার সমীপে।
কহিলেন নীলাম্বর পুত্র হবে সুসত্বর
উচ্চলগ্নে পেয়ে শুভক্ষণ।
প্রসবে না হবে ক্লেশ অন্য হেরি সবিশেষ
যোগ যাগ মহা সুলক্ষণ,
এত শুনি জগন্নাথ শচী সহ প্রণিপাত
করিয়া বিদায় দিয়া তাঁয়—
দিব্য ষোড়শোপচারে গৃহদেব দামোদরে
পূজি কাল যাপেন নিষ্ঠায়।

দোঁহার একান্ত মনে দিন যায় পূজা ধ্যানে
রাত্রে ঘটে কত অঘটন,
কভু মিশ্র পরিশ্রান্ত হ'য়ে হন নিদ্রাক্রান্ত
মা করেন কত কি দর্শন।
এক রাত্রে শূন্য হ'তে আলোক চিত্রিত পথে
আলোকের মূর্ত্তি কতজন,
শচী গর্ভ লক্ষ্য করি নমি সব সারি সারি
আরম্ভিল মহা সংকীর্ত্তন।

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ রূপ ঘন
পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব সনাতন
শচীগর্ভ শয়নশায়ী পরমেশ।
অনাদি আদি অচিন্ত্য চিন্ত্যরূপ
চিন্তামণি সবিশেষ—
অখিল শরণ সব কারণ-কারণ
গর্ভাসীন মহাদেব দেবেশ॥
যুগে যুগে নাথ অনাথশরণ হরি
হর আসি কল্মষ ভোগ অশেষ,
ন্য প্রতাপ ত্রিতাপহরণ
তব চরণ স্মরণে রত শেষ মহেশ—

কলিযুগ পাবন-কল্পে কৃপাময়
প্রকট বিহর হৃদয়েশ,
এ "বিশ্বরূপ" অতি পাপ-বিকৃত-মতি
তার তার হরি হর দুঃখক্লেশ ॥
শচীর শঙ্কিত প্রাণ হেরি সবে অনুমান
করিলেন প্রেত কি ডাকিনী,
মুদ্রিত করিয়া আঁখি কহিলেন "কমলাঁখি
রক্ষ মোরে দেব চক্রপাণি"।
শচীর সরল চিত্ত না বুঝেন সে চরিত্র
দেবতার আনন্দ উল্লাস,
এ সব ঘটনা হ'তে শচী জগন্নাথ চিতে
ক্রমে উপজিল মহা ত্রাস।
তবে হ'ল পূর্ণ কাল ভেদিতে সংশয় জাল
শুভ ফাল্গুনের পূর্ণিমায়,
পেয়ে মহা শুভক্ষণ গর্ভ হতে ভগবান্
অবতীর্ণ হলেন ধরায়।
একে পূর্ণিমার নিশি উদয় হইল শশী
বসন্তের নির্ম্মল গগনে,
তাহে সুলক্ষণ বহু চন্দ্রমা গ্রাসিল রাহু
প্রসবের সঙ্গে সেইক্ষণে।

ভূমিষ্ঠ হইল আসি অকলঙ্ক পূর্ণশশী
অনুমান—গণিয়া বিষাদ,
লাজে ভয়ে রাহুগ্রাসে লুকাইল বুঝি বা সে
কলঙ্কিত গগনের চাঁদ।
পূর্ণিমায় পূর্ণ গ্রাস কে বর্ণিবে সে উল্লাস
মহাকোলাহল পূর্ণ ধরা,
দলে দলে কতজন করে মহা সঙ্কীর্ত্তন
হরিনামে সবে আত্মহারা।
যোগী সেই শুভক্ষণে বসি মহা যোগাসনে
করিছেন ইষ্টের সন্ধান,
গভীর সে ধ্যান-যোগে দেখিলেন যোগে যাগে
অবতীর্ণ হন ভগবান্।
স্নান করি কুতূহলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাজলে
দ্বিজ করে গায়ত্রী প্রণাম,
কে শুনাল কর্ণে তার গায়ত্রীর অধীশ্বর
আসিলেন ছাড়ি নিজ ধাম।
ভূমিষ্ঠ হইলে পুত্র মিশ্র তার জাতকৃত্য
সমাপন করি হৃষ্টমনে,
শিশুর কল্যাণতরে বিপ্রশূদ্রে অকাতরে
দান আরম্ভিলেন যতনে।

চতুর্দ্দিকে হরিবোল উঠিছে আনন্দরোল
জয়যুক্ত মহা আবাহন,
বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ নারীকণ্ঠে বহু সংখ্য
হুলুধ্বনি ভরিছে ভুবন।
আনন্দে বহিছে ধনী গরবিনী সুরধুনী
তরঙ্গ তুলিয়া থৈ থৈ,
যেন উচ্চ কলনাদে গাহিতেছে মন সাধে
এল কৃষ্ণ ওই এল ওই।
যত নগরের লোকে ধায় সবে একমুখে
ভাগ্যবান্ মিশ্রের ভবনে,
সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় কত আসে কত যায়
কি আনন্দ শচীর অঙ্গনে।
করি কর ধরাধরি দাদা বিশ্বরূপে ঘেরি
নাচে গায় বালকমণ্ডলী,
ঈশান নামেতে ভৃত্য সেও সেথা হয়ে মত্ত
নৃত্য করে হরিবোল বলি।
তস্কর লম্পট দুষ্ট কি মদ্যপ কি পাপিষ্ঠ
তারাও সে জন্মমহোৎসবে,
মিশ্রের ভবনে আসি মহানন্দ পরকাশি
হরি বলে সংযত স্বভাবে।

স্বর্গ হ'তে দেবীগণ করে পুষ্প বরিষণ
দেবগণ ধরি ছন্ন-বেশ,
লোকের সংঘট্ট ঠেলি নাচে গায় হরি বলি
মিশ্রালয়ে করিয়া প্রবেশ।
এদিকে অদ্বৈত চাঁদ করিছেন সিংহনাদ
একান্তে বসিয়া শান্তিপুরে,
সঙ্গেতে শ্রীহরিদাস কি এক পেয়ে উল্লাস
নৃত্য করে ঘিরিয়া তাঁহারে।
যে যেথায় কায়মনে রহে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে
সে সেথায় রহিল বিভোর,
সবে হ'য়ে পুলকিত কাটাইল সে মুহূর্ত্ত
হেন মতে এল চিতচোর।
শচীর বাড়িল সুখ প্রসবের যত দুখ
তাহে মাতা তিল নাহি গণি,
ভাসি আনন্দাশ্রু জলে বাহু প্রসারিয়া কোলে
তুলিলেন হৃদয়ের মণি।
তনয়ের পানে চেয়ে: কত না দেখেন মায়ে
কোটীচন্দ্র শীতল বদন,
স্বর্ণ জিনি বর্ণোজ্জ্বল কর পদ রক্তোৎপল
অতুলন অঙ্গের গঠন।

শচীর সঙ্গিনী যত　　শতমুখে কহে কত
ধন্য শচী ধন্য ভাগ্য তোর,
এ হেন পুত্রের মাতা　　করিলেন তোরে ধাতা
পুত্র তোর সর্ব্বচিত্ত-চোর।
ও তোর তনয়ে হেরি　　গৃহে যে ফিরিতে নারি
আনন্দে যে ভাসি অঁাখিজলে,
কিবা চারু চন্দ্রানন　　নেত্রে কিবা আকর্ষণ
চাঁদ কিগো নামিল ভূতলে !
ধন্য তুই পুত্রবতী　　তোর যে বাৎসল্য প্রীতি
বুঝি তাহা দেবভোগ্য মানি,
দেব কিম্বা দেবেশ্বর　　পুত্ররূপে ঘরে তোর
আসিয়াছে হেন অনুমানি।
হেন মতে কলরবে　　মাতি সবে মহোৎসবে
পোহাইল পূর্ণিমার নিশি,
প্রাতে হ'য়ে সমুৎসুক　　পুনঃ পুত্র চাঁদমুখ
জগন্নাথ হেরিলেন আসি।
দিন গত দিনে দিনে　　মিশ্র আনন্দিত মনে
করেন শ্রীবিষ্ণুর পূজন,
একবিংশ দিন গতে　　শচীদেবী অশৌচান্তে
ত্যজিলেন সূতিকা ভবন।

বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রীতি নিজ তনয়ের প্রতি
মায়ের ঐশ্বর্য্যে নাহি জ্ঞান,
ঐশ্বর্য্য দেখিলে শচী শতবার হন শুচি
নাশিতে পুত্রের অকল্যাণ।
বাম পদ ধূলি লয়ে বাম হস্ত শিরে দিয়ে
মন্ত্র পড়ি করেন আশীর্ব্বাদ,
ভাবেন জননী ইথে ডাকিনী কি প্রেত ভূতে
পুত্র সনে না সাধিবে বাদ।
যে শঙ্কা মায়ের মনে সেই মত রাত্রি দিনে
দেখেন জননী গৃহমাঝে,
শূন্যে সব আসে যায় কেহবা লুটায় পায়
শয্যাপাশে কেহবা বিরাজে।
কেহ বা তনয়ে ঘিরে স্তুতি করে করযোড়ে
দিব্যমূর্ত্তি, কে জানে দেবতা,
দেখিতে দেখিতে পুনঃ সবে হয় অদর্শন
হেরি শচী হন আতঙ্কিতা।
শচীর যে সহচরী পাড়ার যতেক নারী
প্রতীকার চিন্তে সবে এসে,
কেহবা শিশুরে ধরি নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি
রক্ষা বাঁধি দেয় তার কেশে।

হাসে প্রভু চেয়ে চেয়ে বাৎসল্যে সদয় হ'য়ে
ফিরে আজ জননীর পানে,
শচী হ'য়ে উন্মাদিনী হৃদে ধরি চিন্তামণি
চুম্ব দেন সুধাংশু-বদনে।

শ্রীনাম-করণ ও অন্নপ্রাশন।

হেন মতে কয় মাস জননী পেয়ে উল্লাস
পাইলেন প্রাণের দুলাল,
দিনে দিন হ'য়ে গত বর্দ্ধিত হইল সুত
এল নাম-করণের কাল।
শুভদিনে শুভক্ষণ দেখি মহা আয়োজন
করিলেন মিশ্র পুরন্দর,
আত্মজন যে যেথায় তা সবারে মহাশয়
আনিলেন করি-সমাদর।
এলেন ব্রাহ্মণগণ সুমেধা পণ্ডিতজন
নিমন্ত্রণ পেয়ে বহুলোক,
হেরিয়া মিশ্রের সুত সবে হ'ল চমৎকৃত
সবার মিটিল দুঃখ শোক।

কুললক্ষ্মীগণ তবে হুলুধ্বনি দিয়া সবে
বসিয়া শিশুর চারিদিকে,
সবে আশীর্ব্বাদ করি বিষ্ণুর প্রসাদ ধরি
তুলিয়া দিলেন চাঁদমুখে।
হেরি রূপগুণ ধাম শিশুর রাখিতে নাম
করে সবে বিবিধ বিচার,
কেহ বলে পৃথিবীতে এ শিশুর জন্ম হ'তে
ধর্ম্মভাবে ভরিল সংসার।
সরস হইল সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ কি অনাবৃষ্টি
দারিদ্র্যের দুঃখ মারীভয়,
জনমিতে হ'ল দূর, ধন ধান্য সুপ্রচুর
লভ্য হল সর্ব্বদেশময়।
এ শিশু পালিবে বিশ্ব মনে হয় এ অবশ্য
হবে কোন রাজ রাজেশ্বর,
এই মত শুনি শুনি পুত্র-নাম মিশ্রমণি
রাখিলেন দেব বিশ্বম্ভর।
মাতা রাখিলেন নাম নিমাই নিম্বের সম
তিক্ত হবে ডাকিনী শাকিনী—
না ছুঁইবে তিক্ত বলে' প্রেত কি পিশাচ দলে
ফেলে যাবে তিক্ত নাম শুনি।

অতঃপর যথারীতি নাম করণের বিধি
পালন করিয়া জগন্নাথ,
পুত্রের অদৃষ্ট লিপি পরীক্ষিতে পুনরপি
বসিলেন পাত্র মিত্র সাথ।
মৃত্তিকা রজত স্বর্ণ গীতা ভাগবত ধান্য
মস্যাধার লেখনী কৌতুকে,
বড় এক পাত্র পরে সাজাইয়া থরে থরে
ধরিলেন পুত্রের সম্মুখে।
কহিলেন পুরন্দর শুন বাপ বিশ্বম্ভর
যে বা ইচ্ছা করহ গ্রহণ,
পিতার বচনে সুত তুলিয়া শ্রীভাগবত
করিলেন হৃদয়ে ধারণ।
ইথে হ'য়ে চমৎকৃত কেহ বলে ইহার তো
অল্পে হবে শাস্ত্রে বহুজ্ঞান,
কেহ বলে সুপণ্ডিত হ'য়ে হবে সুনিশ্চিত
পরম বৈষ্ণব ভক্তিমান্।
হেন মতে জয় জয় গায় সবে নদীয়ায়
দেখি শুনি শিশুর চরিত্র,
না পায় শিশুর মর্ম্ম গর্ভবাস আদি জন্ম
যাহা দেখে সকলি বিচিত্র।

কদাপি ক্রন্দন-রত হ'লে, অশ্রু ঝরে এত
সিক্ত হয় ধূলি ধরণীর,
না মানে সান্ত্বনা-বাণী কিন্তু যদি হরিধ্বনি
শুনে, সেই ক্ষণে হয় স্থির।
মা যবে সোনার চাঁদে সাজাইয়া মনসাধে
কোলে করি করেন দর্শন,
সে চাঁদ দর্শন আশে মাতি লোক প্রেমাবেশে
কত আসে করিয়া কীর্ত্তন।

কীর্ত্তন—ছোট একতালা।

নয়ন ভরে' দেখবি যদি আয়
সোনার চাঁদ নেমেছে নদীয়ায়।
(ছুটে আয় আয়গো, চাঁদ দেখবি যদি)
ছিল চাঁদ শচীর উদরে—
চাঁদ উদয় হ'তে ত্রিজগতের তাপ গেল দূরে,
(শচীগর্ভসিন্ধু হ'তে চন্দ্রের প্রকাশ
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ)
এ চাঁদ নিশি দিশি সমান উদয় গো—
নাহি অমা প্রতিপদ তায়॥

এমন চাঁদ দেখিস নাইরে আর—
এ চাঁদের হাতে পায়ে চাঁদের বাসর
চাঁদের হাট বাজার—
এ চাঁদ উদয়কালে গগনের চাঁদ
রাহু গ্রাসে ছিল হায়
এ চাঁদ শচীমায়ের বুকজোড়া নিধি
মায়ের কোলে শুয়ে হাসে খেলে,
এসে অবধি—
এ চাঁদ হাসির ছলে কথা বলে গো
(ইঙ্গিতে সব বুঝাইয়ে)
আবার, কেঁদে হরিবোল বলায় ॥
(কিছু মানে না, মানে না, চাঁদ যখন কাঁদে)
(বদন ভরে' হরিবোল না বলিলে
কিছু মানে না মানে না)
এ চাঁদ যে হেরে তার হয়গো চিতচোর
তার হৃদাকাশে উদয় হয়ে নাশে তম ঘোর
এ দাস "বিশ্বরূপ" ও নিমাই চাঁদের
বালাই লয়ে মরে যায় ॥
(জনমে জনমে, শুধু এ জনমে নয়
প্রতি জনমে জনমে)

নিমায়ের শৈশব—লীলা।

এই যে সুন্দর শচী জগন্নাথ সুত
ইহার যা কিছু দেখি সকলি অদ্ভুত!
বয়সের অনুপাতে দেহের গঠন
দীর্ঘাকার, অন্য হেরি আর(ও) বিলক্ষণ—
যদি কেহ সুমধুর করে হরিধ্বনি
কোলের উপরে নৃত্য করে তাহা শুনি।
পরম চঞ্চল শিশু নাচে কুতূহলে
নারীগণ ধরিয়া রাখিতে নারে কোলে।
কোল হ'তে নেমে চলে দিয়া হামাগুড়ি
ধূলায় পড়িয়া ক্রমে দেয় গড়াগড়ি।
সবে হেরে নিমায়ের চরিত্র মধুর
না মিলে তাহার সঙ্গে অন্যান্য শিশুর।
নির্ভয়ে নিমাই ক্রমে খেলে আঙ্গিনায়
সম্মুখে যে কিছু হেরে ধরিবারে ধায়।
হেনমতে একদিন দৈবের ঘটনে
কোথা হ'তে এক সর্প আসিল অঙ্গনে।
সর্ব্ব অলক্ষিতে সেই কাল বিষধরে
হামাগুড়ি দিয়া শিশু ধরিল হু'করে।

নিমাই কত না খেলে সর্পের সহিতে
পুনঃ পুনঃ ধরি তারে চায় আলিঙ্গিতে।
তবে ত রচিয়া সর্প কুণ্ডলী শয়ন
শীর্ষ বিস্তারিয়া ছত্র করিল ধারণ।
হেন দেখি সেই সর্প-কুণ্ডলী-শয্যায়
শুইল নিমাই, তবে দেখিলেন মায়।
নারীগণ দেখি সবে করিল চীৎকার
জগন্নাথ ছুটিলেন শুনি হাহাকার।
সবারে চাহিয়া হাসে অনন্তের নাথ
হেরিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় শচী জগন্নাথ!
তবে সর্পরূপী শেষ অনন্ত শ্রীধর
প্রস্থান করিল ভেটি আপন ঈশ্বর।
ছুটিয়া জননী পুত্র করিলেন কোলে
'বড় আজ রক্ষা পাইল' নারীগণ বলে।
এত শুনি হাস্য করে বৈকুণ্ঠের রায়
আচ্ছন্ন করিয়া সব বৈষ্ণবী মায়ায়।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু চঞ্চল চতুর
আধ আধ বুলি মুখে বলে সুমধুর।
তনয়ে সাজায়ে নানা রত্ন আভরণে
নিয়ত রাখেন মাতা নয়নে নয়নে।

কি সুন্দর রূপ তার কে করিবে সীমা
লোকে কি সম্ভবে হেন রূপের উপমা !
তবুও বর্ণনে যেই পায় উদ্দীপন
বর্ণিতে সে তুচ্ছ দেখে উপমারগণ।
দেখে, মুখশোভা হরে চাঁদের গৌরব
বচনে যে সুধা জিনেঁ কোকিলের রব !
অঙ্গকান্তি হরে দেব-কান্তির মহিমা
নয়ন কটাক্ষ হরে কন্দর্প-গরিমা।
কিবা প্রাতঃসূর্য্য শোভা করে নভঃস্থল
তার গর্ব্ব হরে রাঙ্গা কর—পদতল।
এ হেন সুন্দর মুগ্ধকর রূপে গুণে
শচীর মন্দিরে শিশু বাড়ে দিনে দিনে।
তবেত তাহারে ধরি পুরনারীগণ
হাঁটি হাঁটি পা পা শিখায় চলন।
রাঙ্গা পায়ে শিশু করে অঙ্গনে বিহার
পদতলে বহে যেন রুধিরের ধার।
আচম্বিতে হেরে যেই তাহার চলন
মনে ভাবে বুঝি ক্ষত হয়েছে চরণ।
'মা মা' বলি ডাকে যবে আধ আধ স্বরে
সে বোল শুনিয়া মা'র স্তনে ক্ষীর ঝরে।

ক্রমশঃ ফুঠিল সব কথা চাঁদ মুখে
জননী শুনেন কথা পরম কৌতুকে।
নারীগণ বলে—তুমি কেবা, কার ভাই,
কোথা তব বাস কিছু কহ ত নিমাই!
শিশু কহে—আমি হই নন্দের গোপাল
ব্রজপুরে বাস মোর, জাতিতে গোয়াল।
নারীগণ শুনি সবে হাসে কুতূহলে
কেহ বা বাড়ায় কথা রহস্যের ছলে।
বলে—জাতি গেল তব, না ছুঁইও মোরে,
গোপের নন্দন যেই না ছুঁই তাহারে।
এত বলি কেহ কেহ লুকায় অদূরে
দ্রুতপদে ছুটিয়া সে ধরে তা সবারে।
কেহ বলে—তুই হলি মূর্খ গোপজাতি
না জানিস শাস্ত্রালাপ ভদ্ররীতিনীতি।
এত শুনি সেও বলে—কি জানিস তুই
আমি যে এ নদীয়ার পণ্ডিত নিমাই!
হেন মতে নারীগণ বড় মুগ্ধ হ'য়ে
কৌতুক-কোন্দল করে তাহারে লইয়ে।
কেহ বলে—ইহার ত বড় ভাবশুদ্ধি!
কেহ বলে—এ বয়সে হ'ল হেন বুদ্ধি।

কত খেলা খেলে শিশু আঙ্গিনার মাঝে
জননী সাজায়ে দেন নানা রত্ন সাজে।
খেলিতে খেলিতে গিয়া এমন লুকায়
আঙ্গিনা ছাড়িয়া ক্রমে বাহিরে পালায়!
বড় ভাই বিশ্বরূপ, কিঙ্কর ঈশান,
ব্যস্ত হ'য়ে করে দোঁহে তাহার সন্ধান।
গুপ্ত পথে পুত্র গিয়া জননীর ক্রোড়ে
লুকাইয়া বলে,—দাদা না পাইল মোরে!
এসব দেখিয়া মা'র সুখ হয় বড়
শৈশবের এ চাঞ্চল্য বড়ই মধুর!

মেশমালী উদ্ধার।

হেনমতে একদিন লুকাইয়া পথে
গৃহ ছাড়ি চলে শিশু কেহ নাহি সাথে।
পথে চলে বহুলোক, হস্তী, অশ্ব-যান
কার পুত্র, কোথা যায়, কে করে সন্ধান?
ইহা দেখি এক চোর "মেশমালী" খ্যাতি
কোলে তুলি নিল তারে বড় ছল পাতি।

অঙ্গে হেরি বহুমূল্য রত্ন অলঙ্কার
সঙ্কল্প করিল তারে করিতে সংহার।
ছলে কহে মেশমালী—চল বাপ ঘরে
শিশু বলে—যথা ইচ্ছা লয়ে চল মোরে।
ভয় পেয়ে শিশু পাছে করে বা ক্রন্দন
মিষ্টদ্রব্য দিয়া তা'র প্রবোধিল মন।
দ্রুত চলি গেল চোর হ'য়ে সাবধান
নির্দ্দিষ্ট স্থানের তবু না পেয়ে সন্ধান—
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ আসে একই স্থানে
যেথা হতে নিল শিশু আসে সেইখানে
তবে ত হেরিল চোর শিশুর বদন
কি মোহিনী জানে কিছু না বুঝে কারণ!
ক্ষণেক চাহিতে তার মুগ্ধ হ'ল চিত
বাৎসল্য প্রেমেতে অঙ্গ হ'ল পুলকিত!
কাঁদে মেশমালী চিত্তে হইয়া উদাস
শিশুরে হৃদয়ে ধরি' ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
তবেত নিমাইচাঁদে রাখিয়া ভবনে
প্রাণভয়ে মেশমালী পলায় গোপনে।
হেনমতে শিশুঘাতী হ'ল অনুরাগী
নিমা'য়ের অঙ্গস্পর্শে হইল বিরাগী!

এদিকে 'নিমাই' বলি কাঁদেন জননী
এপাড়া ওপাড়া খোঁজে যতেক রমণী।
'হা পুত্র' 'হা পুত্র' বলি কাঁদেন জনক
ঊর্দ্ধশ্বাসে খোঁজে যত নদীয়ার লোক।
হেনকালে কোথা হতে আসিল নিমাই
আচম্বিতে পিতৃকোলে উঠিল সে যাই।
মিশ্র কহিলেন—বাপ্, ছিলে বা কোথায়
আর তিল অদর্শনে বধিতে পিতায়!
শিশু কহে—একজন ল'য়ে নানাস্থানে
কত কি দেখা'য়ে ছেড়ে দিল এতক্ষণে।
মাতা ছুটে আসিলেন 'বাপ্ বাপ্' বলে'
পতি কোল হ'তে পুত্র করিলেন কোলে।
এই হ'তে জগন্নাথ বুঝিয়া বিহিত
পুত্র প্রতিপালনে হ'লেন সতর্কিত।
সাবধানে পুত্রধনে পালেন জননী
সতত সন্ধান রাখে পল্লীনিবাসিনী।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু, যদিও অস্থির
পিতারে দেখিলে হয় পরম গম্ভীর।
হেন মতে লীলা করে শিশু বিশ্বম্ভর
হাসে কান্দে নাচে খেলে হ'য়ে দিগম্বর!

অতিথি বিপ্রের অন্নভোজন রঙ্গ ও বাল-গোপাল স্বরূপ প্রদর্শন।

আর দিন করি এক অপরূপ রঙ্গ
পুরাইতে ভক্তসাধ সাজিল ত্রিভঙ্গ !
নবদ্বীপে আসি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ
মিশ্রালয়ে গিয়া উঠিলেন মহাজন।
মহাভাগবত বিপ্র বয়সে প্রবীণ
নিমগ্ন ইষ্টের পদধ্যানে নিশিদিন।
বানপ্রস্থ আশ্রমের কঠোর নিয়ম
যথারীতি পালন করেন দ্বিজোত্তম।
ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্র ইষ্ট মন্ত্র তাঁর
ইষ্ট চিন্তা বিনা বিপ্র না বুঝেন আর।
কণ্ঠে শালগ্রাম, করে শ্রীবাল গোপাল
গলে পরেছেন বিপ্র তুলসীর মাল।
'গোপাল গোবিন্দ' বলি' করিয়া কীর্ত্তন
মিশ্রালয়ে করিলেন আনন্দ বর্দ্ধন—

কীর্ত্তন—একতালা।

জয় গোপাল নন্দলাল
যশোদা-জীবন।
জয় গোবিন্দ গোকুলানন্দ
গোপ-হৃদয়-রঞ্জন॥
জয় রাখালসখা সুত্রিভঙ্গ বাঁকা
জয় দাম শ্রীদাম মধুমঙ্গল
সুবল সুখ-বর্দ্ধন॥
জয় গিরিধারী বনকুঞ্জবিহারী
জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কেশব হরি,
মাধব মনোমহন॥
জয় ব্রজসুন্দর কাল-কালিয়-হর
জয় নন্দীশ্বর-পুর-নাগর
যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন॥
জয় কালবরণ শ্যাম মুরলীবদন
এ "বিশ্বরূপ" দাস জীবন
ভক্ত-চিত-বিনোদন॥

———

অতিথি বিপ্রের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় কান্তি
হেরিতে মিশ্রের মনে হ'ল বড় শান্তি।
প্রণাম করিয়া তাঁরে গৃহী জগন্নাথ
বসিতে আসন দিয়া ধোয়ালেন পাদ।
বিনয়বচনে তবে যুড়ি দুই কর
জিজ্ঞাসেন জগন্নাথ প্রয়োজন তাঁর।
বিপ্র কহিলেন—আমি বৈরাগী উদাসী
তীর্থবাসী নানাতীর্থ দর্শন-প্রয়াসী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেথা আসিলাম আজ
পথেতে বিশ্রাম মাত্র, নাহি অন্য কাজ।
এত শুনি মিশ্র কহিলেন—মহাত্মন্,
আজি অন্ন ভিক্ষা মোর করুন গ্রহণ।
স্বীকৃত হলেন বিপ্র পেয়ে আজ্ঞা তাঁর
মিশ্র করিলেন পাকস্থান উপস্কার।
ক্রমে নিত্য নৈমিত্তিক করি সমাপন
শুদ্ধভাবে করি অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন—
ইষ্টে নিবেদন করি ধ্যানস্থ হইয়া
বসিলেন বিপ্রবর দু' আঁখি মুদিয়া।
কোথা ছিল নিমাই আসিল সেই স্থানে
উচ্ছিষ্ট করিল অন্ন তুলিয়া বদনে।

বিপ্রের হইল ধ্যান ভঙ্গ সেইক্ষণে
কি এক অনর্থ হ'ল বুঝিলেন মনে।
নয়ন মেলিয়া তবে অতিথি উদার
শিশুর এ কাণ্ডে করিলেন হাহাকার।
তবেত নিমাইচাঁদ প্রভু অন্তর্য্যামী
নিজ কার্য্য সাধি' পলাইল দ্রুতগামী।
মিশ্র হেরি নিমা'য়ের হেন আচরণ
ক্রোধে ছুটিলেন করি তর্জ্জন গর্জ্জন।
"আরে আরে মূর্খ হেরি বড় স্পর্দ্ধা তোর
উচ্ছৃঙ্খল হ'লি ক্রমে পাইয়া আদর!
যাহা ইচ্ছা করিস্ যে নাহি কিছু ভয়
বড় বাড় বেড়েছিস্ পাইয়া প্রশ্রয়!
নাহি গুরু লঘু জ্ঞান ব্রাহ্মণ কি ইষ্ট
দেব সমর্পিত ভোগ করিলি উচ্ছিষ্ট?
আজি তোরে শিক্ষা আমি দিব ভালমতে
যথেচ্ছাচারের ফল দিব হাতে হাতে।"
এত শুনি শিশু গিয়া জননীর কোলে
লুকাইল ঢাকি মুখ বসন অঞ্চলে।
অতিথি বিপ্রের বড় সদয় হৃদয়
মিশ্রে আসি নিবারণ করি মহাশয়,

কহিলেন—শিশু পুত্র উহার কি দোষ ?
জ্ঞানবান্ হ'য়ে তুমি বৃথা কর রোষ !
যে দিন যা মাপিবেন কৃষ্ণ কৃপাময়
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাহা করহ প্রত্যয়।
আজ অন্ন ভিক্ষা তব না লবেন হরি
ফল মূল যেবা হয় আন ত্বরা করি।
বিপ্রের বচনে তবে মিশ্র পুরন্দর
নিজভাগ্য স্মরি বড় হ'লেন কাতর।
ভাবিলেন—ভাগ্যে মোর নাহি সাধু সেবা
তাই বুঝি অপ্রসন্ন হইলেন দেবা।
তবু বিপ্র ঠাঁই করিলেন নিবেদন
আর একবার অন্ন করিতে রন্ধন।
অতিথি কহেন—মিশ্র বৃথা কর দুঃখ
কৃষ্ণের যে ইচ্ছা তুমি দেখিলে প্রত্যক্ষ।
তবু যদি তব মনে না হয় প্রত্যয়
কর আয়োজন দেখ এবার কি হয়।
পুনঃ মিশ্র করিলেন সেবা আয়োজন
পুনরায় বিপ্র গিয়া করেন রন্ধন।
দিবা অবসান প্রায় সন্ধ্যা হয় আসি
শীঘ্র পাক সমাপন করিয়া সন্ন্যাসী—

পুনঃ কৃষ্ণে করি অন্ন ভোগ নিবেদন
ধ্যান ধরিলেন বিপ্র মুদিয়া নয়ন।
পাড়ার যতেক শিশু কেহ ঘরে নাই
তা' সবার সঙ্গে বুঝি খেলিছে নিমাই।
নিশ্চিন্ত পিতার মন, বুঝিলেন পথে
ঈশান কি বিশ্বরূপ আছে তার সাথে।
ধ্যান ধরি বিপ্র যবে ইষ্টেরে স্মরিল
নিমাই আসিয়া তাঁর আগে দাঁড়াইল!
কোন্ পথে এল শিশু না দেখিল কেহ
পুনশ্চ বিপ্রের কিছু হইল সন্দেহ!
না হ'ল ইষ্টের ধ্যান স্মরণ মনন
সন্দিগ্ধ বিপ্রের মন মেলিয়া নয়ন—
দেখিয়া শিশুর সেই পূর্ব্ব ব্যবহার
'পণ্ড হ'ল সব' বলি করেন চীৎকার।
শুনি আর্ত্তনাদ মিশ্র গিয়া তাঁর ঠাঁই
দেখিলেন অন্ন খেয়ে পলায় নিমাই।
হেন দেখি মিশ্রবর ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে
কহেন ভৎর্সনা বাণী শিশুরে চাহিয়ে—
"আরে আরে পাষণ্ড কি জনমিলি কুলে
এ তোর কি ব্যবহার হেন শিশুকালে!

ব্রাহ্মণের পুত্র তুই এ তোর কি শিক্ষা
এই গুণে লোকে তোরে করে এত ব্যাখ্যা
এত বলি বেত্র হস্তে মিশ্র জগন্নাথ
ছুটিলেন ক্রোধভরে শিশুর পশ্চাৎ।
বিপ্রবর ছুটিলেন তাহার পশ্চাতে
'কর কি' 'কর কি' বলি ধরিলেন হাতে।
'সহজে অজ্ঞান শিশু কি বুঝে কি জানে
যা হবার হ'ল এবে কি ফল পীড়নে।
ক্ষান্ত হও মিশ্র মোর নাহি কিছু ক্ষোভ
বুঝি শালি-অন্নে মোর হইয়াছে লোভ।
তাই কৃষ্ণ বুঝি মোর জানিয়া বিভ্রম
শিশু দ্বারে আজি শিখাইছেন সংযম।'
কত মতে বিপ্রবর বুঝান মিশ্ররে
প্রবোধ না মানে তবু মিশ্রের অন্তরে।
উত্তীর্ণ হইল সন্ধ্যা সাধু উপবাসী
মিশ্রালয়ে হা হুতাশ করে প্রতিবাসী।
তা'দিকে বুঝায়ে ক'ন অতিথি ব্রাহ্মণ,
'কি লাগিয়া চিন্তা সবে কর অকারণ।
ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে আজি অন্ন ভোগ
ফল মূল আনহ করিব জলযোগ।'

হেন কালে আসিলেন বিশ্বরূপ চাঁদ
কনিষ্ঠের অপরাধে গণিয়া প্রমাদ।
বিশ্বরূপচন্দ্র বড় সরল সুশান্ত
বৈরাগ্য বিনয় আদি গুণে গুণবন্ত।
ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বড় শুদ্ধমতি
সারা নবদ্বীপময় তাঁহার সুখ্যাতি।
বয়সে নবীন রূপে ভুবনমোহন
বিশ্বরূপে হেরি মুগ্ধ হলেন ব্রাহ্মণ !
তবে বিশ্বরূপ ধরি সাধুর চরণে
নিবেদন করিলেন কাকুতি বচনে,
"নিমাই কনিষ্ঠ মোর শৈশবে দুরন্ত
নাহি বুঝে হিতাহিত অজ্ঞান অশান্ত ;
মোর মুখ চেয়ে ক্ষমা করি নারায়ণ
আর একবার অন্ন করুন রন্ধন।"
এতশুনি বিপ্র তারে হৃদয়ে তুলিয়ে
আলিঙ্গন করিলেন বড় মুগ্ধ হ'য়ে।
বিশ্বরূপে হেরি সাধু ভাবেন অন্তরে
ধন্য ভাগ্য তার, হেন পুত্র যার ঘরে !
ধন্য জগন্নাথ ! ধন্যা শচী ঠাকুরাণী !
ধন্য এ পুত্রের তাঁরা জনক জননী !

এ পুত্রের গুণে মোর মুগ্ধ হ'ল মন
অপরূপ রূপ হেরি জুড়া'ল নয়ন !
ক্ষণেক ভাবিয়া বিপ্র হলেন সম্মত
কহিলেন—আয়োজনে শীঘ্র হও রত।
রন্ধন সময়ে তুমি থাকিবে প্রহরী
ক্লেশ না হইবে তব চাঁদমুখ হেরি।
শুনি হৃষ্টমনে বিশ্বরূপ ভগবান্
অতিথি সেবনে হয়ে মহা যত্নবান্,
শীঘ্র সর্ব্ব আয়োজন করি তাঁর সঙ্গে
রহিলেন মাতি কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে।
অধিক নিশিতে করি পাক সমাপন
কৃষ্ণে নিবেদিতে বিপ্র বসিলেন পুনঃ।
এদিকে জননী অন্য গৃহে শিশু ল'য়ে
দ্বার রুদ্ধ করি দেবী রহিলেন শুয়ে।
নিশ্চিন্ত সবার মন শিশু নিদ্রা যায়
পুনঃ ধ্যান ধরিলেন বিপ্র মহাশয়।
বড় ভাগ্যবান্ বিপ্র ভক্ত অগ্রগণ্য
জন্মে জন্মে লীলাময় খায় তার অন্ন !
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী প্রভু মিশ্রের নন্দন
এ লীলায় করিতে সে বাসনা পূরণ—

ছলে ছুইবার অন্ন খেয়ে নিজহাতে
এবার উঠিল তারে স্বরূপ দেখাতে।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু যে ছিল যেথায়
নিদ্রামগ্ন করি নিজ বৈষ্ণবী মায়ায়,
আসিয়া নিমাই চাঁদ বিপ্রের সম্মুখে
পুনঃ তাঁর অন্ন তুলি দিল চাঁদমুখে।
বিপ্রের ভাঙ্গিল ধ্যান হইয়া শঙ্কিত
আঁখি মেলি দেখিলেন সেই পূর্ব্বমত।
বার বার তিন বার দেখিয়া ব্রাহ্মণ
শিশুরে চাহিয়া কিছু বলেন বচন,
"সঙ্গেতে ঠাকুর মোর রহে উপবাসী
তারে ভোগ দিলে তুমি খাও কেন আসি?
এ কেমন বাদ তুমি সাধ মোর সঙ্গে
প্রসাদ না হ'তে অন্ন খাও কোন রঙ্গে?
বহু শিশু দেখিয়াছি দেশ দেশান্তরে
ভাল শিশু তুমি ভাল ঠেকাইলে মোরে!"
তবে রসময় শিশু দাঁড়ায়ে অদূরে
কৌতুক করিয়া কিছু শুনায় বিপ্রেরে।
বলে, "তুমিও ত বড় রসিক সন্ন্যাসী
ডেকে খাওয়াইয়ে পুনঃ কর মোরে দোষী!

ভাল ভাল সাধু তুমি চতুর প্রধান
বার বার ডেকে মোরে কর অপমান !"
অতিথি কহেন, "শিশু, এ কেমন কথা
কে তোমারে বার বার খেতে ডাকে হেথা ?"
শিশু কহে, "মোর মন্ত্র জপিয়া অন্তরে
আবাহন কর তুমি খাইতে আমারে।
তাই অন্ন খাই আমি দোষ কিবা মোর
বৃথা পিতৃস্থানে মোরে ধর তুমি চোর !"
এত শুনি বিপ্র মানি পরম বিস্ময়
ভাবিলেন—এ কথা ত সাধারণ নয় !
এ শিশু হইবে কোন দেব এ স্বরূপে
মোর ইষ্ট-নিষ্ঠা পরীক্ষিছে এইরূপে।
এত ভাবি কহিলেন, "কে তুমি ঠাকুর ?
ক্ষম মোর অপরাধ আমি অতি মূঢ় !
শিশুরূপে ছল মোরে কে তুমি দয়াল
বার বার অন্ন খাও পাতি মায়া জাল !"

খাম্বাজ—একতালা

কে তুমি দয়াল পাতি মায়াজাল
বিহরিছ আসি মিশ্রের ভবনে।
ধরি অপরূপ শিশুর স্বরূপ
দিলে দরশন দীন ব্রাহ্মণে।

এসে বার বার দিলে কত সাড়া
কেমনে ধরিব নাহি দিলে ধরা
আমি যে অজ্ঞান মোহে আত্মহারা
কে তুমি তোমারে চিনিব কেমনে॥
বিহরিছ হেথা হইয়ে প্রচ্ছন্ন
গোপনে আসিয়া খেলে মোর অন্ন
কত কটু মন্দ বলিলাম সে জন্য
ক্ষম অপরাধ মিনতি চরণে॥
অতি দীন আমি কৃষ্ণের কিঙ্কর
জনমে জনমে কৃষ্ণ প্রভু মোর
দেহ ভক্তি দান, সে নন্দ কিশোর
গতি যেন হয় জীবনে মরণে॥
এ "বিশ্বরূপে" কয় শুন লীলাময়
দেখায়ে স্বরূপ দেহ পরিচয়

তবেত জীবের ঘুচিবে সংশয়
ছলনা চাতুরী কর অকারণে ॥

শিশুর প্রভাবে বিপ্র মানিয়া বিস্ময়
করযোড়ে কহিলেন—শুন মহাশয়,
যে হও সে হও মোর লও দণ্ডবৎ,
এত বলি আঁখি মুদিলেন ভাগবত।
নিজ ইষ্ট স্মরি রহিলেন ধ্যান ধরে'
তবে শিশু গিয়া হস্ত দিল তাঁর শিরে।
স্পর্শ পেয়ে পুনঃ আঁখি মেলিয়া ব্রাহ্মণ
সম্মুখে করেন নিজ ইষ্ট-দরশন।
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীবাল গোপাল
অষ্টভুজধারী কৃষ্ণ ধেনু বৎসপাল।
চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরি
আর দুই হস্তে প্রভু বাজায় বাঁশরী।
অবশেষ দুই হস্ত কিবা শোভা তায়
এক হস্তে নবনীত অন্য হস্তে খায়।
গোপ গোপী সখা সখী লয়ে চারিধারে
স্বধামে স্বেচ্ছায় হরি স্বচ্ছন্দে বিহরে।

মহা জ্যোতির্ম্ময়রূপ চিদানন্দ ঘন
দেখিতে দেখিতে বিপ্র হ'লেন অচেতন।
ক্ষণ পরে তুলি তাঁরে নিমাই সুন্দর
সুস্থ করি কহিল—শুনহ বিপ্রবর,
কলিতে প্রচ্ছন্ন মোর এই অবতার
আচরিয়া ভক্তিধর্ম্ম শিখাব এবার।
নিজ নাম সঙ্কীর্ত্তনে দিয়ে সর্ব্বশক্তি
আস্বাদিয়া পিয়াইব নিজ প্রেমভক্তি।
মোর এ প্রকাশ যাহা দেখিলে নয়নে
না করি প্রচার তাহা রাখিবে গোপনে।
শুনিয়া কাঁদেন বিপ্র পড়ি প্রভুপদে
কভু উঠি শ্রীঅঙ্গ স্পর্শেন মন সাধে।
অতঃপর গলবাসে নতজানু হয়ে
আরম্ভিলেন স্তব শ্রীমুখ চাহিয়ে—

স্তব।

জয় সর্ব্ব অবতারী অনন্তের নাথ হরি
প্রাণ মোর নিমাই সুন্দর,
জয় নবদ্বীপ চন্দ্র লীলাময় নাগরেন্দ্র
জয় সর্ব্ব দেব দেবেশ্বর।

জয়রে শ্রীশচীসুত দীন অনাথের নাথ
জয় কৃষ্ণ ভক্তের জীবন,
কলিরে করিতে ধন্য করুণায় অবতীর্ণ
মহাপ্রভু মহা উদ্ধারণ।
জয় সর্ব্ব সারাৎসার পরতত্ত্ব পরাৎপর
নিখিল বিশ্বের সর্ব্বগতি,
শ্রীবিশ্বরূপের প্রেষ্ঠ বিশ্বম্ভর সর্ব্ব ইষ্ট
জয় শিশুরূপে বিশ্বপতি।
জয় সঙ্কীর্ত্তন পিতা নিজ প্রেম ভক্তি দাতা
জয় যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক,
জয় নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অকৃষ্ণবর্ণ
নদীয়ার নবীন নর্ত্তক।
জয় নন্দকুলানন্দ এবে মিশ্র কুলচন্দ্র
জয় যশোদার নীলমণি,
জয় নট সুত্রিভঙ্গ নদীয়ার নব রঙ্গ
শচীমা'র স্নেহের বাছনি।
জয় গোবর্দ্ধন-ধারী এবে নদীয়ায় হরি
অন্তঃ কৃষ্ণ বাহিরে গৌর,
জয় সাধ্য শিরোমণি প্রেম ভক্তি রস খনি
নদীয়াবাসীর চিত্ত চোর।

জয় বংশীধারী শ্যাম ব্রজবাসী প্রাণারাম
নদীয়ার ভক্ত বিনোদন,
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ হরি কলির কলুষ-হারী
জয় জয় পতিতপাবন।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

তুহুঁ পতিত পাবন
কলি কলুষহারী
নদীয়াবিহারী।
গৌরবরনাগর
দেব বিশ্বম্ভর
শরণ তুহাঁরি॥
প্রকটি সুর নদী তটে
গুপত ব্রজমাধুরী
ভালে তুহুঁ বিহর হরি
ভকত মনোহারী—
হরিতে কলি কলুষভার
তারিতে নরনারী
বেকত গোকুল চাঁদ
গৌর রূপধারী॥

যুগ ধরম নাম
নিজ প্রেম পরচারী
শমন ভয় বার তুহে
তাপ দুঃখ হারী—
এ "বিশ্বরূপ" দাস অতি
চপলমতি দুরজন
ভবজলধি তারণ কো
ভার তুঁহারি ॥

প্রেমে মত্ত করি ভক্ত অতিথির প্রাণ
প্রবোধি নিমাই পুনঃ করিল প্রস্থান।
তবু না আসিল ধৈর্য্য বিপ্রের অন্তরে
ক্ষণে হয় পুলকাঙ্গ ক্ষণে আঁখি ঝরে।
নিমাই চাঁদের ভুক্তশেষ বিপ্র যবে
আস্বাদিতে বসিলেন মিশ্রবর তবে—
নিদ্রা হ'তে উঠি শীঘ্র দেখিলেন আসি
ইষ্টের প্রসাদ আস্বাদিছেন সন্ন্যাসী।
প্রসাদ পাইয়া বিপ্র উঠি আথে ব্যথে
মনে মনে ভক্তি করি শচী জগন্নাথে,—

অন্যভাবে কহিলেন—শুন গুণধাম,
আজি তব গৃহে পূর্ণ হ'ল মনস্কাম !
ভাগ্যবান্ তুমি মিশ্র ভুবন ভিতরে
পুত্ররূপে কে তারে চিনিবে তুমি পরে।
এত বলি মিশ্র ঠাঁই লইয়া বিদায়
গুপ্তভাবে বিপ্র রহিলেন নদীয়ায়।
এইতো তৈর্থিক বিপ্র সাধুর কাহিনী
হেন লীলা করিল নিমাই গুণমণি।
শৈশবের এ সকল শিশুর মাধুর্য্য
হেরে নদীয়ার লোক হইয়া আশ্চর্য্য।
না বুঝেন জগন্নাথ কেমনে কি হয়
শিশুর চরিত্র হেরি মানেন বিস্ময়।
নূপুর নাহিক পায় তবু গৃহ মাঝে
চলিতে শিশুর পদে রুণু ঝুনু বাজে।
কভু বা দেখেন পদচিহ্ন গৃহময়
ধ্বজ বজ্র আঁকা ভৃঙ্গ উড়ে' পড়ে তায়।
হেরি মিশ্র শচী ঠাঁই পুছেন সন্দেহে—
গোপাল কি বিরাজেন শিশুর এ দেহে ?
শচী কন—যে হন সে হন নাহি জানি
শিশুর অহিত যেন না করেন তিনি।

সতত পুত্রের স্নেহে মুগ্ধ পুরন্দর
বিশুদ্ধ বাৎসল্যে ভরা মায়ের অন্তর।
বুঝিয়াও না বুঝেন শিশুর যে তত্ত্ব
বিস্ময় মানেন দোঁহে দেখিলে মহত্ত্ব।
এই তো বাৎসল্য প্রীতি ইহার প্রভায়
না হয় ঈশ্বর বুদ্ধি, হ'লেও ভুলায়।
এই প্রেমে মুগ্ধ বড় হইয়ে অন্তরে
আপনি ঈশ্বর হীন মানে আপনারে।
তাই আজ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্
শচী আর মিশ্র ঠাঁই বালক অজ্ঞান।
প্রাকৃত শিশুর প্রায় ব্যস্ত করে মায়ে
আকাশের চন্দ্র চাহে হাত বাড়াইয়ে।
কাননে ডাকিলে পাখী বলে 'আয় আয়'
না আসিলে কাঁদিয়া মায়ের পানে চায়।
তারে চেয়ে হরিবোল বলেন জননী
তবে স্থির হয় শিশু 'হরিবোল' শুনি।

একাদশীতে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত-দত্ত বিষ্ণু-নৈবেদ্য ভোজন রঙ্গ।

হেন মতে একদিন কি লাগি নিমাই
আরম্ভিল কাঁদিবারে জননীর ঠাঁই।
কেহ না বুঝিল তার মনোগত ভাব
মাতা কহিলেন—বাপ্ কি তব অভাব ?
কেন তুমি কাঁদ আজ কি হইল মনে
কহিলে সে বুঝি, নহে বুঝিব কেমনে।
মাতার বচনে শিশু দুরন্ত দুর্ব্বোধ
না কহিল কিছু, নাহি মানিল প্রবোধ।
নারীগণ কত যে শুনা'ল হরিনাম
সে দিন সে ক্রন্দনের না হ'ল বিরাম।
না রহিল মা'র কোলে না শুনিল কথা
কেমনে বুঝিবে সবে কি হইল ব্যথা ?
কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু পরম চঞ্চল
নয়নের জলে সিক্ত করিল ভূতল।
এত শুনি শীঘ্র আসিলেন পুরন্দর
পুত্রের এ দশা দেখি হলেন কাতর।
কহিলেন, "বিশ্বম্ভর, শুন বাপ্ ধন,
কি লাগিয়া কাঁদ বাপ্ না বুঝি কারণ।

যাহা চাও দিব আনি কহত আমারে
বৃথাই কাঁদিয়া দুঃখ দিও না অন্তরে।"
পিতার বচনে শিশু বুঝিয়া সময়
জননীর পানে চেয়ে সবারে শুনায়,
"জগদীশ হিরণ্য ভাগবত দুই ভাই
শীঘ্র গিয়া কহ সবে তাঁহাদের ঠাঁই।
তাদের যে গৃহে আছে নারায়ণ সেবা
নানামত নিত্য পূজা পায় সেই দেবা।
তার লাগি দোঁহে বহু সাজায়ে নৈবেদ্য
একাদশী-আয়োজন করিতেছে অদ্য।
সে সব খাইব আমি আন শীঘ্র গিয়া
সে সব না পেলে আমি মরিব কাঁদিয়া।"
শুনি মিশ্র হইলেন দুঃখিত ইহাতে
আসিল পাড়ার লোক রহস্য দেখিতে।
কেহ হাস্য করে শুনি বাক্যের বিন্যাস
কেহ বলে—এ শিশুর এই তো অভ্যাস।
হিরণ্য ও জগদীশ পরম পণ্ডিত
আসিল দু' ভাই শুনি শিশুর চরিত।
শিশুরে চাহিয়া দোঁহে কৌতূহল মনে
এক ভাই অন্য ভা'য়ে কহিল গোপনে,

"মোদের সন্ধান শিশু কেমনে পাইল
মোরা করি বিষ্ণু পূজা কেমনে জানিল।
মোরা ত মিশ্রের হই দূর প্রতিবাসী
কেমনে জানিল শিশু আজ একাদশী!
শুনেছি এ শিশু করে অলৌকিক কাণ্ড
ইহারে বঞ্চিলে সর্ব্ব কর্ম্ম হয় পণ্ড।
ইহার দর্শনে শুভ হয় সর্ব্ব কাল
ইহার যে রূপ যেন স্বুবর্ণ গোপাল!
অতএব অনুমানে করহ প্রত্যয়
এ খাইলে বিষ্ণু-সেবা হইবে নিশ্চয়।"
এত বিচারিয়া দুই ভাই গৃহ হ'তে
নৈবেদ্য ধরিল আনি শিশুর অগ্রেতে।
বৃহৎ নৈবেদ্য পাত্র, উপরে তাহার
চিনি কলা সন্দেশাদি বহু উপচার।
সে সব দেখিয়া মনে হইল আহ্লাদ
উঠিল নিমাই দূর হইল বিষাদ।
তবে সেই পাত্র হ'তে দুই মুষ্টি ল'য়ে
খাইতে লাগিল শিশু নাচিয়ে নাচিয়ে।
যত না খাইল তত ভূমে ছড়াইল
কতক লইয়া নিজ শ্রীঅঙ্গে মাখিল।

সমবয় সঙ্গিগণ মিলে সেই সঙ্গে
নৈবেদ্য খাইয়া নৃত্য আরম্ভিল রঙ্গে।
নিমা'য়ের সঙ্গে সবে বলি 'হরি হরি'
করিল নৈবেদ্য পাত্র ল'য়ে হুড়াহুড়ি।
কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি করিতে বিস্তর
নিমা'য়ের অঙ্গ হ'ল ধূলায় ধূসর!
হেন দেখি শচীমাতা করিলেন কোলে
ধূলা ঝাড়িলেন মাতা বসন অঞ্চলে।
এই তো শিশুর লীলা-রহস্য চাতুরী
শচীর অঙ্গনে নিত্য দেখে নরনারী।
নদীয়াবাসীর ইথে পরম উল্লাস
ভাগ্যবান্ দেখে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বিলাস!
কত লীলা জানে শিশু কে করিবে অন্ত
বর্ণিয়া তাহার শেষ না পায় অনন্ত।
নৃত্য গীতে করে সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষণ
ছুটে আসে পুরবাসী দেখিতে নর্ত্তন।
কিবা সে নটনকালে নিমা'য়ের রঙ্গ
পদে পদ ছেঁদে নাচে হইয়া ত্রিভঙ্গ।
সে নটনকলা দেখি হইয়া আকৃষ্ট
শিশুর আবেশে সবে হয় প্রেমাবিষ্ট।

জননী সাজায়ে দেন রাখালিয়া সাজে
শিরে চূড়া শিখিপুচ্ছ দিয়ে তার মাঝে।
গলে দিয়ে গুঞ্জাহার বনফুল মাল
অলকা তিলক দিয়ে সাজাইয়ে ভাল,
শ্রীঅঙ্গে পরান স্বর্ণ সাজনি প্রচুর
কটিতটে পীতবাস চরণে নূপুর।
নারীগণ করে করে দেয় করতাল
জননী কহেন—বাপ্ নাচত গোপাল!
এত শুনি নৃত্য করে নিমাই সুন্দর
পূরবের ভাবে হয়ে ভাবিত অন্তর।
ছুটে আসে লোক পথে শুনিয়া সবাই
শচীর অঙ্গনে এবে নাচিছে নিমাই।
হেন মতে একদিন মায়ের অগ্রেতে
নৃত্য আরম্ভিল সবে লাগিল দেখিতে—

বেহাগ—কাওয়ালী।

পদে, রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু নূপুর বাজত
নাচত নদীয়া-বিহারী।
আজু, নটন রঙ্গ নিজ অঙ্গনে শচী মাই
নিরখত দুনয়ন ভরি॥

নন্দ গোপ স্নুত আবেশে নিমাই
রাখালিয়া নাট প্রকটে স্নুখ পাই
আজু, ভালি নটন হেরি তালি বাজাই, হরি
হরি বোলত পুরনারী ॥

পূরব ভাবে কত ভঙ্গি বাঢ়াই
নাচি নবনী চাহে জননীক ঠাঁই
আজু, স্তন ক্ষীরে দুনয়ন নীরে শচী মাই
ভাসে গোরা চাঁদ মুখ হেরি ॥

মন্দ হসনে মুখচন্দ্র ছটা
যেন, চাঁদ ফাটিয়া বহে অমিয়ঘটা
নয়নে পলক হরে সে রূপ নেহারি
হেরি, সে নটন রঙ্গ মাধুরী ॥

এ "বিশ্বরূপ" ভণে হের শচী নন্দনে
স্নেহ বাৎসল্যের প্রীতির বন্ধনে
তারা, যেমন নাচায় নাচে তেমনি আপনে
মানে হীন প্রেমাধীন হরি ॥

মুরারি গুপ্তের বাশিষ্ঠমত খণ্ডন।

হেনমতে চারি বর্ষ হ'ল বয়ঃক্রম
শিশুর চাঞ্চল্য ক্রমে বাড়িল বিষম।
এ সব চাঞ্চল্য শুধু ভক্তে ধরা দিতে
ভক্তসনে আপন সম্বন্ধ জানাইতে।
ভক্ত বিনা কে বুঝিবে ভগবৎমর্ম্ম
তাই নানা ভাবে ভক্ত ল'য়েছেন জন্ম!
তার মধ্যে এক মূর্ত্তি প্রভুর কিঙ্কর
নাম শ্রীমুরারি গুপ্ত বৈদ্য বংশধর।
তারে ধরা দিতে প্রভু যে করিল রঙ্গ
বড়ই মধুর মানি সে লীলা-প্রসঙ্গ!
মুরারির পূর্ব্ববাস চট্টগ্রামে ছিল
নদীয়ায় আসি বড় পণ্ডিত হইল।
সেই হ'তে হইল সে নবদ্বীপবাসী
মিশ্রের হইল সে নিকট প্রতিবাসী।
চিকিৎসায় গুপ্ত বড় লভিয়া কৃতিত্ব
বাশিষ্ঠ পড়িয়া নাহি মানে ভক্তিতত্ত্ব।
নবীন বয়সে গুপ্ত ফিরে সগৌরবে
পড়ুয়া তার্কিক তার সঙ্গে ফিরে সবে।

একদিন পথে চলে গুপ্ত মহাশয়
তর্কশাস্ত্রে আপনার দিয়া পরিচয়।
শুষ্ক জ্ঞানযোগ মানি আমূল অভ্রান্ত
তুচ্ছ করি চলে প্রেমভক্তির সিদ্ধান্ত।
হাত নেড়ে মাথা নেড়ে পথে যায় চলে'
কোথা হ'তে নিমাই আসিল সেইকালে!
গুপ্তের পশ্চাতে থাকি ল'য়ে সব সঙ্গী
অনুকরণ আরম্ভিল তার ভাবভঙ্গী।
যেমন নিমাই তার তেমনি বয়স্য
গুপ্তে চাহি সকলে করিল উচ্চহাস্য।
ইহাতে মুরারি গুপ্ত হইয়া বিরক্ত
পশ্চাতে চাহিয়া চক্ষু করিল আরক্ত!
ক্ষণতরে সঙ্গিগণ সবে হ'ল স্থির
গুপ্তে চাহি বিশ্বম্ভর হইল গম্ভীর।
এ সব দেখিয়া গুপ্ত কিছু না বলিল
ক্রোধ সম্বরণ করি ফিরিয়া চলিল।
পুনরায় তর্কে যবে হইল উন্মুখ
পুনশ্চ নিমাই তারে ভেংচাইল মুখ।
হাসিল বালকগণ পূর্ব্বেকার মত
তবেত মুরারি গুপ্ত হ'য়ে ক্রোধান্বিত,

বলিল "নিমাই, তোর এ সব কি কাণ্ড
দূর হ'য়ে যারে তুষ্ট অকাল কুষ্মাণ্ড।"
নিমাই কহিল, "বটে, বটে, কি কহিলে ?
যাও এবে শিক্ষা দিব ভোজনের কালে।"
এত বলি বিশ্বম্ভর করিল প্রস্থান
গৃহে ফিরি মুরারি করিল গঙ্গাস্নান।
ভোজন করিতে যবে বসিল সে গিয়া
তবেত নিমাই এল সময় বুঝিয়া।
"মুরারি" "মুরারি" বলি গম্ভীর স্বরেতে
ডাকিয়া ডাকিয়া এল ভোজন অগ্রেতে।
তাহারে দেখিয়া গুপ্ত গণিল বিপাক
শুনি তার সম্বোধন হইল নির্ব্বাক্।
মনে ভাবিল, 'তুষ্টের এ কেমন স্পর্দ্ধা
নাম ধরি ডেকে মোরে করে হতশ্রদ্ধা ?
যাক্, এ বালক সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয়
না থাকে সম্ভ্রম ইথে ঘটে বিপর্য্যয়।'
এতচিন্তা করি সে সহিল অপমান
বুঝিয়া সে সব অন্তর্য্যামী ভগবান্,
অন্তরে প্রসন্ন বহিঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে অতি
কহিল, "আরেরে গুপ্ত শোন্ ভ্রান্তমতি !

তর্কশাস্ত্র পড়ি, বড় হইলি পণ্ডিত
তাই শুদ্ধাভক্তিবাদ করিস্ খণ্ডিত।
হাত নেড়ে মাথা নেড়ে ফিরিস্ গর্জ্জিয়া
সব তত্ত্ব জেনেছিস্ দু'পাতা পড়িয়া ?
জীব আর ব্রহ্মে তুই করিস্ সমান
বাশিষ্ঠ*পড়িয়া তোর হ'য়েছে এ জ্ঞান !
ঈশ্বরের তত্ত্ব এবে শোন্ হত মূর্খ
জীবে ব্রহ্মে নিত্য সেব্য-সেবক সম্পর্ক।
অচিন্ত্য সে ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমান্
চিন্তাতীত বিষয়ের নাহি সমাধান।
জীব তার অণুমাত্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
যথা জলবুদ্বুদ্ আর অনন্ত সমুদ্র।
ভেদ হইলেও জীব স্বরূপতঃ নিত্য
অনাদি বহির্ম্মুখ সে ভুলি নিজতত্ত্ব।
ঈশ্বরের গুণময়ী মায়ার যে ধন্দ
তাহে ভুলিয়াছে জীব ঈশ্বর সম্বন্ধ।
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস শোন্‌রে মুরারি
অতএব ভজ কৃষ্ণ জ্ঞান তর্ক ছাড়ি।

---

* যোগবাশিষ্ঠ

জীব ব্রহ্ম এক তত্ত্ব হেন যেই বলে
মূত্র ত্যাগ করি তার ভোজনের থালে।"
এতেক বলি' নিমাই করিল প্রস্রাব
হতবুদ্ধি হ'ল গুপ্ত দেখিয়া স্বভাব।
হেনমতে ভোজন করিল যদি পণ্ড
উঠিল মুরারি তবে করিবারে দণ্ড।
ক্রোধাবেশে উঠিতে সে দেখে এক রঙ্গ
নিমায়ের নেত্রে ঝরে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ।
অন্তরে প্রসন্ন বড় বাহিরে এ মূর্ত্তি
এ ভাব দেখিয়া তার প্রেম হ'ল স্ফূর্ত্তি।
ভাবাবেশে বুঝিল সে নিমাই ত্রিভঙ্গ
অন্তরে শ্যামাঙ্গ ঢাকা বাহিরে গৌরাঙ্গ।
ইত্যবসরে নিমাই ছুটি প্রাণপণে
আর্ত্তনাদ করি গেল জননীর স্থানে।
বলিল, "মা, লুকাইয়া রাখ মোরে কোলে
মুরারি মারিতে আসে রক্ষহ সকলে।"
মাতা ক'ন "কেন রে কি ক'রে এলি তুই ?"
কপট ভয়েতে কেঁপে বলিল নিমাই,
"পথে গালি দিল গুপ্ত, তার শোধ নিতে
প্রস্রাব ক'রেছি তার ভোজনের পাতে।"

শুনিয়া জননী কহিলেন, "সর্ব্বনাশ!
তোর লাগি উঠিল এ নবদ্বীপে বাস।"
হেন কালে এল গুপ্ত হইয়া বিহ্বল
ভাবের আবেশে তার নেত্রে বহে জল।
আছাড়ি' পড়িল আসি মিশ্রের চরণে
ক্ষণকাল কিছুই না স্ফূরিল বদনে।
মিশ্র ক'ন—কি হইল উঠহে মুরারি
কাঁদিয়া ভাসায় গুপ্ত মিশ্র পদ ধরি।
বার বার ডাকিতে সে বলিল বচন,
'একবার পুত্র ধনে দেখাও ব্রাহ্মণ।'
মিশ্র তার করে ধরি, উঠায়ে যতনে
লইলেন যথা পুত্র শচীদেবী স্থানে।
শচীপদে পড়ি গুপ্ত বলে, 'ঠাকুরাণী,
ধন্য ধন্য তুই মাতা জগত জননী!
নহেত সামান্য মাতঃ ও তোর নিমাই
পুত্ররূপে ঘরে সেই নন্দের কানাই!'

বিভাস—একতালা।

হ্যাদে শচীমাই ও তোর নিমাই
নহেত সামান্য সাধারণ ছেলে।
যারে, বিধি পঞ্চানন করে আরাধন
ধন্য সেই ধন পেয়েছিস্ কোলে॥
শুন গো জননী না কর সংশয়
পুত্ররূপে ঘরে সেত অন্য নয়
সে যে, ব্রজের কালাচাঁদ (জীবের) গণি পরমাদ
অবতীর্ণ এই ঘোর কলিকালে॥
(কলিহত জীবের দশা মলিন দেখে,
পুত্ররূপে ঘরে এসেছে মা,
সেই নন্দহৃদি-আনন্দন
সেই বেণু বাদ্য বিনোদন
অবতীর্ণ এই ঘোর কলিকালে॥)
শুন মাগো তার পূর্ব্বলীলা কথা
সে দ্বাপরে নন্দের ব'য়েছিল বাধা
(পাদুকা মাথায় ক'রে ব'য়েছিল,
বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের বশে)
তারে যশোদা জননী খাওয়াইত ননী
ডাকিত নীলমণি বলে'—

প্রেমভুখা সেত প্রেমেরি কারণ
শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট করিত ভোজন
(নানা উপচারের বাধ্য নয় মা
সে যে বিদুরের ক্ষুদ খাওয়া ঠাকুর)
ধেনু চরাইত বেণু বাজাইত
আবার, রাজা হ'ত ব্রজ রাখালের দলে ॥

(সে যে বনমাঝে রাখালরাজা সাজ্‌ত
সখ্য প্রেমের হাট বসায়ে,
হাসি মুখে বাঁশী বাজাইত
কেলি কদম্ব হেলনে দাঁড়ায়ে
আবার, রাজা হত ব্রজ রাখালের দলে ॥)

কোটী কল্প যোগ সাধ্য সাধনায়
যোগীশ্বর যার সন্ধান না পায়
(বল্) সাধন সংযমে সে কি বাধ্য হয়
প্রেম পীরিতি না পেলে—
তুই গো জননী বাৎসল্যেতে ভোর
কে করিবে সীমা কত ভাগ্য তোর
না হ'লে কি আজ "বিশ্ব" মনচোর
বিশ্বম্ভর তোরে ডাকে মা মা ব'লে ॥

(বল্‌মা এমন ছেলে ক'জনা পায়
খুঁজে আয় ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
এমন মা মা বলে' ডেকে কার প্রাণ জুড়ায়
বিশ্বম্ভর তোরে ডাকে মা মা ব'লে ॥)

ভক্ত ভগবানে হ'ল মহা সম্মিলন
গৃহে এল গুপ্ত ভাব করি সম্বরণ।
মুরারির হ'ল নিজ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি
প্রভুর এ কৃপা দেখি করে কত আর্ত্তি !
সতত নিমাই চাঁদে চিন্তি গুপ্তবর
নিত্যসিদ্ধ স্বভাবে সে দেখে নিরন্তর—
অপূর্ব্ব নিমাই মাঝে মহা সন্নিবেশ
কভু কৃষ্ণ কভু দেখে রঘুনাথ বেশ !
রাম কৃষ্ণ অভেদ সে ভজে পরাকাষ্ঠা
তবু রামে বাড়ে তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা !
ইহার তাৎপর্য্য কিছু আছয়ে অবশ্য
পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলাজাত সে সব রহস্য।
সেই সে মুরারি গুপ্ত নৈষ্ঠিক একান্ত
ত্রেতায় যে ছিল রামদাস হনুমন্ত।

নব দূর্ব্বাদল রাম ভিন্ন নাহি জানে
সেরূপ সর্ব্বস্ব তার জীবনে মরণে !
হৃদয় চিরিয়া যে দেখা'ল রামরূপ
এ লীলায় সেই গুপ্ত দাস ভক্তভূপ।
এই তো শ্রীনদীয়ার আনন্দ সংবাদ
হেন মতে লীলা করে বিশ্বম্ভর চাঁদ !

অদ্বৈত সভায় শিশু নিমাই।

এ দিকে অদ্বৈত প্রভু তপ সাঙ্গ ক'রে
শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা ল'য়ে ফিরেছেন ঘরে।
নিমা'য়ের জন্ম হ'তে আসি নদীয়ায়
র'য়েছেন কৃষ্ণের প্রকাশ প্রতীক্ষায়।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মিলেছে আসিয়া
বড় দুঃখে ছিল তারা সঙ্গ হারাইয়া।
আচার্য্য এলেন এক ল'য়ে সুসংবাদ
অচিরে সবার পূর্ণ হবে মনোসাধ !
এসেছে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার মাঝে
অবতীর্ণ হ'য়ে বিহরিছে ছন্নসাজে !

শীঘ্র গিয়া খোঁজ সবে লহ সমাচার
কোথা লুকাইয়া চোর রহিল এবার !
এসব শুনিয়া শ্রীবাসাদি ভক্তগণ
সতত রাখেন তত্ত্ব করি অন্বেষণ।
আচার্য্য করিয়া এক সভা নিজালয়
ভক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিলেন তথায়।
অদ্বৈত-সভায় বক্তা বিশ্বরূপ চাঁদ
সংসার ধর্ম্মেতে আর নাহি তাঁর সাধ।
বিশ্বরূপ মত্ত এবে নব অনুরাগে
সন্ন্যাস সঙ্কল্প তাঁর মনে সদা জাগে।
সময়ে না হয় তাঁর নিত্য স্নানাহার
সতত ঐহিক সুখ মানেন অসার !
কেবল অদ্বৈত সঙ্গে প্রসঙ্গ লইয়া
কৃষ্ণ-প্রেম রসরঙ্গে রহেন মাতিয়া।
একদিন দ্বিপ্রহর অবধি আচার্য্য
ভক্ত সঙ্গে নাচিছেন হইয়া অধৈর্য্য।
এ হেন সময় 'দাদা' 'দাদা' ব'লে ডাকি
আসিল নিমাই চাঁদ উলঙ্গ একাকী।
তারে দেখি শ্রীঅদ্বৈত নৃত্য সম্বরিয়ে
অদ্ভুত বালক পানে রহিলেন চেয়ে !

অপূর্ব্ব বালক শোভা দেখে ভক্তগণ
বালকের রূপে মুগ্ধ করে ত্রিভুবন !
শিরে সুকুঞ্চিত কেশ শ্রবণে কুণ্ডল
অলকা চর্চ্চিত চারু বদনমণ্ডল ;
গলে রত্নহার করে সুবর্ণ বলয়া
কটিতে সুবর্ণ পেটি র'য়েছে আঁটিয়া ;
চরণে নূপুর রুনুঝুনু বাজে মন্দ
নয়ন কমল হ'তে ঝরে মকরন্দ।
তারে হেরি আচার্য্য ফেলেন আঁখিজল
তবে ত নিমাই ধরি জ্যেষ্ঠের অঞ্চল,
হাসিয়া কহে, "গো দাদা চলহ ত্বরায়
তোমারে ডাকিছে মাতা কি কর হেথায় ?
খাবে এস বেলা হ'ল, তোমারে চাহিয়া
ভাত বেড়ে মা যে ঘরে র'য়েছে বসিয়া।"
এত বলি বিশ্বরূপে ল'য়ে নিজ সঙ্গে
চলে প্রভু দরশন দিয়া কত রঙ্গে !
মাঝে মাঝে ছন্নভাব পুষ্ট করিবারে
যদিও দর্শন দিয়া জানায় কিঙ্করে,
তবু ভুলাইয়া প্রভু আপন প্রভাবে
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় করি রাখে তাহা সবে।

প্রাকৃত বালকপ্রায় কভু করি খেলা
ইচ্ছামত রাখে ছন্নভাবের শৃঙ্খলা।
পুত্রের চাপল্যে মিশ্র বুঝিলেন এবে
হাতে খড়ি দিলেই সে সংযত হইবে।
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে না করি বিলম্ব
হাতে খড়ি দিয়া করা'লেন বিদ্যারম্ভ।
পাঠ পড়াইতে মিশ্র দেখেন লক্ষণ
নিরবধি নিমা'য়ের পাঠেতেই মন।
পড়ে অ আ ক খ গ ঘ বফলা রফলা
নিবিষ্ট হইয়া লিখে কৃষ্ণ নাম মালা।
হেন দেখি মিশ্রমন হইল প্রফুল্ল
ভাবিলেন যাবে এবে পুত্রের চাপল্য।

নিমায়ের পৌগণ্ড লীলা।

দিনে দিনে পাঠ্য শেষ হ'ল কয়খণ্ড
বাল্য গিয়া নিমা'য়ের আসিল পৌগণ্ড।
পৌগণ্ড কালের কিবা স্থচারু বদন
হাসিতে অমিয় ঝরে ভাসে ত্রিভুবন!

নয়নে না ধরে রূপ পৌগণ্ডের ছলে
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন বিহরে ভূতলে !
কিবা সে গৌর অঙ্গে ঢল ঢল কান্তি
কুসুম কোমল তার স্পর্শে কত শান্তি !
নবীন বয়সে সমবয়সীর মেলে
উদ্ধত নিমাই এবে পড়ে পাঠশালে।
পথে যেতে লোকে তার পানে চেয়ে রয়
কেহ বা সাদরে ডেকে কাছেতে বসায়।
নিমা'য়ের পানে চেয়ে ভাবে সবে মনে,
নরদেহে এতরূপ হইল কেমনে !
কবির বর্ণন শুনি কল্পনা প্রসূত
এরূপ দর্শনে মানি নহে অসঙ্গত।
নিমাই সুন্দর এবে পিতার সেবক
পিতৃসেবা করে পুত্র যতন পূর্ব্বক।
জগন্নাথ মিশ্র হন গৃহস্থ সজ্জন
স্বধর্ম্মে করেন নিজ সংসার পালন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি নবদ্বীপ পুরে
কভু আমন্ত্রণ পেয়ে যান বহু দূরে।
স্বগৃহে ফিরিতে যদি হয় পথকষ্ট
প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে যদি হন ক্লিষ্ট,

গৃহে আসি ডাকেন, "কৈ বাপ বিশ্বম্ভর,
আমার কাষ্ঠ পাদুকা আনত সত্বর।"
অমনি স্নেহের পাত্র গোলোকের পতি
পিতৃসেবা করিবারে আসে শীঘ্রগতি।
এক হাতে খড়ম্ ধরি শিরের উপরে
বারিপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অন্য করে,
পিতার সম্মুখে আসি দাঁড়ায় সম্ভ্রমে
হেরিতে মিশ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয় প্রেমে!
পুত্রের এ সেবা দেখি মিশ্র মহাজন
দু'নয়নে শতধারা করেন বর্ষণ।
ভাবেন—এ হেন পুত্র কার ঘরে আছে
বিনা বেতনের ভৃত্য কে হেন পেয়েছে!
পুত্রের সে চাঁদমুখ দেখিয়া যে শান্তি
তাতেই মিশ্রের দূর হয় পথশ্রান্তি।
পুত্রও বাড়া'য়ে পিতৃমর্য্যাদা মহত্ত্ব
পিতার সম্মুখে আর না করে ঔদ্ধত্য।
বাহিরে নিমাই চঞ্চলের শিরোমণি
পিতৃ স্থানে পরম গম্ভীর মহাগুণী।
হেনমতে নিত্য করে বিবিধ বিলাস
অষ্টম বর্ষেতে হ'ল অধিক উল্লাস।

সঙ্গিগণ সঙ্গে করি রঙ্গে দুই বেলা
আরম্ভিল পূর্ব্বের আবেশে কত খেলা।
নিমায়ের সঙ্গিগণ সকলেই ধন্য
নিমাই বিহনে তারা নাহি বুঝে অন্য।
খেতে শু'তে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদাই
কেবল তাদের মুখে 'নিমাই,' 'নিমাই'।
নিমায়ের সঙ্গে তারা সতত বিহ্বল
নিমাই তাদের বুদ্ধি ভরসা সম্বল।
সমবয় সঙ্গিগণ আর সহপাঠী
কভু দলবদ্ধ হ'য়ে আসে প্রাতে উঠি'।
তা' সবারে দেখি পূর্ব্বআবেশে নিমাই
শয্যা হ'তে উঠি কহে জননীর ঠাঁই,
"দে মা সাজাইয়ে যাব সুরধুনী তীরে
গোবৎস চরা'ব আজ না রহিব ঘরে।
গোষ্ঠেতে খেলিব কাল ব'লেছিনু তাই
আসিয়াছে সঙ্গিগণ সাজিয়া সবাই।"
এত বলি জননীর অঞ্চল ধরিয়া
কহে, 'ননী দে মা লই বসনে বাঁধিয়া';
শুনি শচী ক'ন, 'আমি নহি আহীরিণী,
প্রভাতে উঠিয়া কোথা পাইব নবনী ?

ঘরে আছে মিষ্টান্ন সন্দেশ খই কলা
সে সব লইয়া যাও, খেল গোষ্ঠ খেলা।'
নিমাই কহে—গো মাতা উহা না লইব,
নবনী না হ'লে গোষ্ঠে কেমনে যাইব ?
কেনই বা ননী ছানা নাই তোর ঘরে
তুই না দিলে কি তবে খাব চুরি ক'রে ?
এদিকে বালকগণ করে মহাগোল
কারও মুখে হৈ হৈ আবা আবা বোল।
এত শুনি এসে যত পাড়ার রমণী
কেহ দেয় ছানা ক্ষীর কেহ বা নবনী।
ননী ছানা পেয়ে সবে আনন্দিত মন
নিমাই চাঁদেরে ঘিরে নাচে সঙ্গিগণ।

কীর্ত্তন মিশ্র ছায়ানট—একতালা

আয় তোরে সাজায়ে গোপাল আমরা রাখাল সাজ্‌ব ভাই
ওরে হারে রে নিমাই।
তোরে সাজিয়ে কানু গোরাতনু দে'খব কেমন সাজে ভাই
ওরে হারে রে নিমাই॥

তুই হবি ব্রজের মাখন চোর—
আমরা যত রাখাল সন্ধ্যা সকাল সঙ্গে ফিরব তোর
নদীয়ার বাড়ী বাড়ী—মাখন চুরি—ক'রব ভাই
ওরে হারে রে নিমাই ॥
তুই হবি রাখালের রাজা—
আমরা কেউ বা মন্ত্রী সাজ্‌ব রে তোর কেউ হ'ব প্রজা
তুই যে মোদের রাজার রাজা হৃদয় রাজা প্রাণের ভাই
ওরে হারে রে নিমাই ॥
তুই ব'সে বাজাবি বেণু—
ও ভাই আমরা ছুটে গোঠে মাঠে চরাব ধেনু
বেণু শুনি সুরধুনী বইবে উজান দেখ্‌ব তাই
ওরে হারে রে নিমাই।
তুই কেলিকদম্বের মূলে—
সুত্রিভঙ্গ ঠামে ঈষৎ বামে দাঁড়াবি হেলে
মোরা তুলি ঘোররোল বাজায়ে বগল হৈ হৈ রবে নাচ্‌ব ভাই
ওরে হারে রে নিমাই ॥
এ কাঙ্গাল "বিশ্বরূপে" তাই—
এ সব রঙ্গ দেখে বলছে হেঁকে শোন্‌রে নিমাই ভাই
নেচে আয় ব্রজের ভাবে তুই যে মোদের ভাই কানাই
ওরে হারে রে নিমাই ॥

আবিষ্ট বালকগণ কা'রো হাতে লাঠি
নদীয়ার পথে যায় ক'রে ছুটাছুটি।
মাঝেতে নিমাই চলে হ'য়ে দলপতি
পথে লোক না বুঝে তাদের ভাবগতি।
কেহ বলে—কি খেলা খেলিছে পুত্রগণ
এদেশে ত এ খেলার না ছিল চলন ?
সর্ব্বথা নূতন মানি এ খেলার রং
কেহ বলে—নিমা'য়ের স্বতন্ত্র এ ঢং।
পূর্ব্বে যে খেলিল ব্রজে রাখালের পতি
তার সঙ্গে মিলে সব এ খেলার রীতি।
হেন মতে কহে সব নদীয়ার লোক
নিমাই-ইঙ্গিতে ফিরে সকল বালক।
কভুবা নিমাইচাঁদ ত্রিভঙ্গ হইয়া
কদম্বের বৃক্ষ দেখি দাঁড়ায় হেলিয়া।
বালকমণ্ডলী তার নাচে চারিদিকে
পথে যেতে দাঁড়াইয়া দেখে লোক সুখে।
স্নানের সময় গিয়া জাহ্নবীর জলে
তীর হ'তে ঝম্প দিয়া পড়ে কুতূহলে।
স্নান করে বহু লোক সে দিকে না চায়
দু'পায়ে ছিটায়ে জল দেয় সর্ব্বগায়।

ক্ষণেকে ঘাটের জল হয় কর্দ্দমাক্ত
তেড়ে আসে লোক সব হইয়া বিরক্ত।
কুল্‌কুচা করি তা' সবার গায়ে দিয়া
হাসিয়া পলায় প্রভু তটেতে উঠিয়া।
কখনও বা স্ত্রী-বসন পুরুষ বসনে
বদল করিয়া রাখি পলায় গোপনে।
স্নানান্তে পরিতে বাস কেহ পায় লাজ
হাসে লোক দেখি সব নিমা'য়ের কাজ।
এদিকে নিমাইচাঁদ গিয়া অন্য ঘাটে
উপদ্রব করে বিপ্রগণের নিকটে।
ধ্যান করে কেহ, তার অঙ্গে দিয়া ঠেলা
বলে—ধ্যান করিছ কি নৈবেদ্যের থালা ?
খোল আঁখি মোর পানে কর দৃষ্টিপাত
আমি যে সাক্ষাৎ সেই ব্রহ্মাণ্ডের নাথ !
এতেক বলিয়া তার ধ্যান করি ভঙ্গ
ছুটিয়া পলায় দ্রুত লোকে দেখে রঙ্গ।
কা'রো বা পূজার দ্রব্য ফল ফুল মিষ্ট
গঙ্গায় নিক্ষেপ করি করে তার অনিষ্ট।
'ধর্ ধর্' বলি কেহ পাছে পাছে ধায়
নিমাই পলায় কেহ ধরিতে না পায়।

স্নান করি বৃদ্ধ কেহ বৈদিক ব্রাহ্মণ
জলে দাঁড়াইয়া করে সন্ধ্যাদি বন্দন ;
অলক্ষিতে আসি প্রভু গঙ্গায় ডুবিয়া
জোরে টেনে লয় তার চরণ ধরিয়া।
বৃদ্ধ বলে—খেল' বুঝি হাঙ্গর কুমীরে
প্রাণ যায় কে কোথায় রক্ষহ আমারে !
আসিয়া সজ্জন সব শুনি আর্ত্তনাদ
'কি হ'ল' 'কি হ'ল' বলি ধরে তার হাত।
মুহূর্ত্তে নিমাই চাঁদ ছাড়িয়া চরণ
জলের মধ্যেতে ডুবি করে পলায়ন।
অদূরে উঠিয়া বড় হয় সে গম্ভীর
কার সাধ্য বলে তারে দুরন্ত অস্থির !
তাহারে ধরিতে লোক করে কাণাকাণি
কেহ বলে, "কি হে চঞ্চলের শিরোমণি !
কোন্ ঘাট জ্বালাইয়া এসেছ হেথায়
তোমারে ল'য়ে যে ক্রমশঃই হ'ল দায় !
কাল মোর শিবলিঙ্গ করেছিলে চুরি
অদ্য যাহা ঘটিতেছে একাজও তোমারি।
বৃদ্ধেরে টানিয়া লহ ধরিয়া চরণ
কারে না করিতে দাও আহ্নিক তর্পণ।

এ বয়সে যে তুমি দেখাও ব্যবহার
সেতো নয় তব এক জন্মের সংস্কার।
তুমি ভাব তোমারে ধরিতে নারে কেহ
প্রশংসার কথা ইথে নাহিক সন্দেহ।
কিন্তু হেথা পুনঃ যদি দেখাও বিক্রম
নিশ্চয় পাইবে কিছু উত্তম মধ্যম।”
এত শুনি, হয় কিছু না বলে তাহারে
না হয়ত ডেঙ্গায় উঠিয়া ধীরে ধীরে—
কর্দ্দম তুলিয়া তার মারিয়া নয়নে
মুহূর্ত্তেকে পলায়ন করে প্রাণপণে।
বিপ্রগণ যায় সব মিশ্রের নিকটে
নিমাই লুকায় গিয়া স্ত্রীলোকের ঘাটে।
সেথায় কুমারীগণ করে শিব পূজা
তাহাদের সঙ্গে গিয়া লাগায় সে মজা।
কাহাকেও বলে, ‘পূজা শিখিলে কোথায়
নাক টিপে ও ধ্যান ত বেশী ভাল নয়!’
এত বলি কারো লয় পূজার পরীক্ষা
নৈবেদ্য খাইয়া কারো পূজা দেয় শিক্ষা।
হায় হায় করে সব বিপ্রকন্যাগণ
বলে, ‘হে নিমাই তব একি আচরণ?

মহেশ পূজন তুমি করিলে যে পণ্ড
জাননা এ পাপে কি ভীষণ হয় দণ্ড ?'
একথা শুনিয়া রসিকেন্দ্র চূড়ামণি
মৃদু হাসি কহে, 'সবে শুন মোর বাণী।
মহেশ কিঙ্কর মোর, আমি সর্ব্বইষ্ট
আমি খাইলেই সবে হয় পরিতুষ্ট।'
কন্যাগণ দন্তে জিহ্বা করিয়া কর্ত্তন
কেহ বলে, 'কর কি মরণ আয়োজন ?
দেবের দেবতা শিব তারে কহ দাস
বুঝিলাম সাধিছ এ নিজ সর্ব্বনাশ !
রুষিলে সে আশুতোষ বুঝিবে সকল
এসব কহিলে তার কিবা হয় ফল।'
হাসিয়া নিমাই কহে, 'কি দেখাস্ ভয়
ও ভয়ে না মরি আমি তোদের কথায়।
তোরা যে মহেশ পূজি দেখাস্ ভকতি
সে ত শুধু লভিতে মনের মত পতি ?
আমি এলে আমারে না করিস্ প্রসন্ন
মহেশ কি দিবে বর এ ক্রটীর জন্য ?
আমারে বঞ্চিয়া যেই মহেশ পূজয়
পূজিলেও সে পূজা মহেশ নাহি লয়।

মহেশ আমার প্রিয় আমিও তাহারি'
এত শুনি বলে তারে আর এক কুমারী,
'হে নিমাই, আর তুমি নহত অজ্ঞান
এমত কহিলে তব হবে অকল্যাণ।
শিবে অমর্য্যাদা করি কি দেখাও দর্প
কি সাহসে পা দিয়া ঠেলিতে চাও সর্প ?'
বাধা দিয়া অন্য এক কন্যা তারে কয়,
'কি ফল হইবে তোর ও সব কথায় ?
যতই উহারে তুই বুঝাস্ ভগিনী
চোরা না শুনিবে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।
চল্ মোরা যাই সবে শচীদেবী স্থানে
নিবেদন করি সব তাঁহার চরণে।'
এত বলি কন্যাগণ দলবদ্ধ হ'য়ে
শচীরে জানায় তার মন্দিরেতে গিয়ে ;
বলে, 'হ্যাদে ঠাকুরাণী, তোমার নিমাই
যে করে নিন্দার কার্য্য জাহ্নবীতে যাই,
কি কব সে সব দেবি কর অবধান
নির্ব্বিঘ্নে না পাই মোরা করিবারে স্নান।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার
যথেচ্ছা করিবে তার নাহি প্রতীকার ?

শিব পূজা করি মোরা, মুহূর্ত্তে আসিয়া
মোদের পূজার দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া।
নৈবেদ্য খাইয়া করে বিপরীত কাণ্ড
আছাড়িয়া ফেলে কুম্ভ ভাঙ্গে দধিভাণ্ড।
তার কার্য্যে যদি মোরা কেহ দেই বাধা
তবে না রাখে গো দেবী শিবের মর্য্যাদা।
বলে—তোরা পান কর্ মোর পাদোদক
তবে ত মহেশ পূজা হইবে সার্থক।'
কোনও কুমারী বলে, 'শুন ঠাকুরাণি,
তোমার নিমাই মোরে যে কহিল বাণী।'
আমি করি শিবপূজা হইয়ে তৎপর
কাণে কাণে কহে আসি—আমি তোর বর ;
সত্বর আমারে তুই করিস্ বিবাহ
সুখেতে সংসার তোর হইবে নির্ব্বাহ।
কেহ বলে—মোর অঙ্গে ফেলিয়া কর্দ্দম
দশের মধ্যেতে নাশে আমার সম্ভ্রম।
কেহ বলে—আমার বসন করে চুরি
তোমার পুত্রের বল এ কোন্ চাতুরী!
খাইতে পরিতে বুঝি নাহি দাও ঘরে
পূজার নৈবেদ্য দেখি তাই লোভ করে ?

পুত্রের চরিত্র শুনি হাসেন জননী
হাসে নারীগণ যত শচীর সঙ্গিনী।
অনেক সান্ত্বনা বাণী বলি মিষ্ট মিষ্ট
তবে কন্যাগণে শচী করেন সন্তুষ্ট।
বলেন—পুনশ্চ সবে যাওত পূজিতে
নিমাই আসিলে শিক্ষা দিব ভাল মতে।
এত শুনি শচী পদে করিয়া প্রণতি
পুনঃ গঙ্গাতীরে সবে যায় শীঘ্রগতি।
এদিকে শুনিয়া বিপ্রগণের বচন
পুত্রের এ ব্যবহারে হ'য়ে ক্রুদ্ধমন,
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া মিশ্র আসি গঙ্গাতটে
দুরন্ত পুত্রের তত্ত্ব ল'ন ঘাটে ঘাটে।
দুষ্ট বালকেরা যেথা যেথা স্নান করে
মিশ্র গিয়া তা'দিগে পুছেন ক্রোধভরে—
কই বিশ্বম্ভর, কোথা গেল সে দুরন্ত ?
তারা বলে—স্নানে আসে নাই এ পর্য্যন্ত।
অনেক খুঁজিয়া তার সন্ধান না পেয়ে
বিরক্ত হইয়া মিশ্র ফিরেন আলয়ে।
ইতিমধ্যে নিমাই বা গিয়া কোন্ পথে
সুদর্শন পণ্ডিতের পাঠশালা হ'তে,

কেমনে বা শুষ্ক বস্ত্র পরিধান ক'রে
পাঠ্য পুস্তকাদি ল'য়ে ফিরে আসে ঘরে।
কিছু মাত্র স্নান চিহ্ন না দেখেন মা'য়
হাতে মস্যাধার মসীবিন্দু তার গায়।
তাহারে দেখিয়া মিশ্র ভাবেন অন্তরে—
মিথ্যা কি কহিল সব ব্রাহ্মণ আমারে ?
পাঠশালা হ'তে এল বিশ্বম্ভর এবে
এককালে দুই কার্য্য কেমনে সম্ভবে !
হেন দেখি পুরন্দর করেন বিচার—
মায়ারূপে কৃষ্ণ কি আসিল পুনর্ব্বার ?
এসব ভাবিতে কভু দেখেন বৈভব
বাৎসল্য প্রেমেতে পুনঃ ভুলেন সে সব।
এই তো পৌগণ্ড-লীলা অতি অনুপম
অতঃপর হ'ল নব রসের উদ্গম !

নিমায়ের কিশোর লীলা।

আসিল কিশোর কাল বয়সের সঙ্গে
মাতিল নিমাই চাঁদ সরস তরঙ্গে।
কিশোর কালের কিবা রূপ ধন্য ধন্য
মদন মূর্চ্ছিত তার হেরিয়া লাবণ্য !
একে বিশ্বম্ভররূপ মাধুর্য্যের খনি
নবীন কৈশোরে আরো বাড়িল লাবণি ;
কিবা শোণ-পুষ্প, কিবা নব গোরোচনা
ধিক্ চম্পকের বর্ণ কি দিব তুলনা !
ধিক্ সৌদামিনীদ্যুতি, গলিত কাঞ্চনে
শত ধিক্ চন্দ্রকান্তমণির কিরণে !
বিশ্বম্ভর অঙ্গে যেই লাবণ্যের ঘটা
তার আগে তুচ্ছ সব ইহাদের ছটা।
দেবের দুর্লভ রূপ ভক্তের জীবন
কিশোর নিমাই সর্ব্বচিত্ত বিমোহন !

মেঘ—কাওয়ালী।

জয় বিশ্বম্ভর গৌরহরি।
জয় নটস্থন্দর নৃত্যত অনুদিন
এ নব কিশোরে
নবভাব বিভোরি॥
তপ্ত হেম কিয়ে
চন্দ্রকিরণমণি
থির দামিনী দ্যুতি
কিয়ে ঘনোয়ারি—
মুগ্ধ মদন পড়ি
চরণে লুটাওয়ত
অনুপরূপ
রসভূপ নেহারি॥
শীর্ষে সুকুঞ্চিত
কুন্তল, ঝলকত
অঙ্গে মহোজ্জ্বল
গৌর আভা

হসিত বদন হেরি
ভুলে নরনারী
ওরূপ মাধুরী
সুরমুনি মনলোভা—
বক্ষে বিলম্বিত
কুসুম মাল কিয়ে
ভালে তিলক
ঝলকত উজিয়ারি
কটিতে ত্রিকচ্ছ বসন
পদে নূপুর
রূপে হরল
ত্রিভুবন আঁধিয়ারি ॥
ঘন হরিবোল
বোল মুখে বোলত
নাচত ফিরত
কত রঙ্গে
ভাবে রহত মাতি
দিনহুঁ দিন
সব কিশোর
সখাগণ সঙ্গে—

মিশ্র ভবনে পহুঁ
বিহরই গুপতে
সে পূরবভাব রস
প্রেম উঘাড়ি
জয় বিশ্বম্ভর
কিশোর রূপ কি
এ "বিশ্বরূপ"
যাওয়ত বলিহারি ॥

কিশোর নিমাই যবে যায় নৃত্য করি
নদীয়ার পথে চেয়ে দেখে নর নারী।
আনন্দে অধীর কেহ উন্মত্তের প্রায়
সে নাট দেখিয়া কেহ আপনা হারায়।
আনন্দের ধাম হ'ল মিশ্রের ভবন
সুখে মাতা পিতা কাল করেন যাপন।
হেন মতে নানা ভাবরসেতে নিমাই
পূর্ব্বের আবেশে মত্ত রহে সর্ব্বদাই।
একদিন বিশ্বরূপ নিমা'য়ের সাথে
হাসিতে খেলিতে তার ধরি দুই হাতে,

কোলে করি কহিলেন, 'শোন্‌রে নিমাই,
উদ্ধত হইয়া আর না ফিরিস্‌ ভাই।
তোর খেলা-ধূলা লোক না করে পছন্দ
তুঃখ হয় যদি কেহ বলে তোরে মন্দ।'
ইহাতে নিমাই কিছু হইয়ে সংযত
ঔদ্ধত্য করিতে নাহি যায় অবিরত।
তাহারে না দেখি লোক স্নানের সময়
সবে তার আসা'পথ পানে চেয়ে রয়।
কেহ বলে—কি হইল নিমা'য়ের মনে
স্নানের সময় আর না দেখি বা কেনে ?
পর পর কয় দিন দেখিয়া এ রীতি
মিশ্রে জানাইল সবে করিয়া কাকুতি।
কহিল, 'হে মিশ্রদেব, শুনহ গোঁসাই,
নিমাইচাঁদেরে কেন দেখিতে না পাই ?
সময়ে না করে স্নান জাহ্নবীর ঘাটে
বড় আর না যায় সে মোদের নিকটে।
বুঝিবা করিলে তুমি পুত্রেরে শাসন
সেই হেতু গঙ্গাস্নানে না যায় এখন ?
না হেরি সে চাপল্যরসের চাঁদমুখ
স্নানের সময়ে আর নাহি পাই সুখ!

কি মোহিনী জানে তব বিশ্বম্ভর কহ
রূপে কি মাধুরী তার নয়নে কি মোহ !
দেখিলেই সুখ তারে না দেখিলে মরি
কেমনে সে সর্ব্বচিত্ত লইয়াছে হরি !
সামান্য নহেত তার এ সব ঔদ্ধত্য
এ খেলার মূলে কিছু আছে গূঢ় তত্ত্ব !
পূর্ব্বমত যেন তারে দেখিবারে পাই'
এত বলি বিদায় লইল মিশ্র ঠাঁই।
জগন্নাথ আস্বাদেন বাৎসল্যের রস
বড় সুখ পান শুনি পুত্রের এ যশ।
যেমন নিমাই তাঁর প্রাণাধিক প্রাণ
তেমতি সে বিশ্বরূপ বাড়াইল মান।

শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস।

পুত্র হ'তে মিশ্রের বাড়িল যশোভাগ্য
ক্রমে বিশ্বরূপ হ'ল্ বিবাহের যোগ্য।
পুত্রের বয়স দেখি মিশ্রের আনন্দ
শীঘ্র তার যথারীতি করিয়া সম্বন্ধ—

গৃহীর কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পালন
করিলেন বিবাহের সর্ব্ব আয়োজন।
পূর্ব্ব হ'তে বিশ্বরূপ ছিল উদাসীন
ভোগে অনাসক্ত হ'য়ে গোঙাইত দিন।
আভাসে বুঝিয়া এবে পিতৃ-মনসাধ
পিতার এ কার্য্যে কিবা করে প্রতিবাদ ?
অন্তরে জাগিছে যেই কৃষ্ণের প্রেরণা
কেমনে বা বুঝাইবে তার উন্মাদনা ?
তাই ছিন্ন করি মাতৃপিতৃ স্নেহপাশ
গৃহ ছাড়ি চলিল সে করিতে সন্ন্যাস।
বিশ্বরূপ গেল যদি নদীয়া ছাড়িয়া
নদীয়া-বাসীর গেল অন্তর ফাটিয়া।
কাঁদেন জনক বড় পেয়ে মনস্তাপ
জননী কাঁদেন, "ওরে কোথা গেলি বাপ্!
ওরে বিশ্বরূপ, তোর কি হইল মনে
কোথা চলে গেলি বাপ্ ফেলি আত্মজনে ?
অন্ধের নয়ন তুই অঞ্চলের নিধি
তুই যে এ দুঃখিনীর সুখের বারিধি।
তোরে লয়ে সংসারে পাইব কত সুখ
বড় সাধ হেরিব যে পুত্রবধূমুখ।

সন্ন্যাসী হইতে কেন গেলি বনবাসে
সাধে বাদ সাধিলি কেনরে অবশেষে ?
বিশ্বরূপ ! বিশ্বরূপ ! ওরে নিদারুণ
হরিষে বিষাদ করে গেলিরে দ্বিগুণ !
বিশ্বরূপ ! বিশ্বরূপ ! ওরে যাদুমণি,
তুই যে এ দুঃখিনীর দুখের বাছনি !
সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা পাত্র ল'য়ে হাতে
ভিক্ষা মেগে কেমনে বেড়া'বি পথে পথে !
তোরে ফেলে কেমনে খাইব অন্নজল
কেমনে দেখাব মুখ কি করিব বল ?"
কাঁদেন জননী বক্ষে করি করাঘাত
বিশ্বম্ভরে কোলে করি কাঁদেন জগন্নাথ।
জ্যেষ্ঠের বিরহে বড় হয়ে বিচলিত
পিতৃ-কোলে কেঁদে হ'ল নিমাই মূর্চ্ছিত।
বিশ্বরূপ ন্যাসী হ'ল শুনি সর্ব্বলোক
মিশ্রের দুয়ারে আসি করে কত শোক।
অদ্বৈত-সভায় যত কাঁদে ভক্তবৃন্দ
কাঁদে হরিদাস, বাসু, শ্রীবাস, মুকুন্দ।
অদ্বৈত বুঝায়ে ক'ন, "সবে হও স্থির
কৃষ্ণের যতেক ইচ্ছা সকলি গম্ভীর।

সে ইচ্ছা কেমনে মোরা বুঝিব অজ্ঞান
কি অনর্থ হ'তে কোন সাধিবে কল্যাণ।
স্থির হও ভক্তগণ দুঃখ পরিহরি
নিরন্তর গাও 'কৃষ্ণ' বল 'হরি হরি'।
সত্য কহিতেছি আমি তোমা সবা' স্থানে
জীব উদ্ধারিতে কৃষ্ণ এসেছে আপনে।
বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী তাহারি ইচ্ছায়
তোমরাও ফিরিতেছ তারি প্রেরণায়।
বিশ্বরূপ ছাড়ি গেল যার অন্বেষণে
অচিরাৎ তারে সবে দেখিবে নয়নে।
অতএব স্থির হও না হও অধৈর্য্য
শুনহ বচন সবে কর এক কার্য্য।
যোগ্য পুত্র গৃহত্যাগী হ'তে অকস্মাৎ
বড় মর্ম্মাহত হয়েছেন জগন্নাথ।
বড় দুঃখে কাঁদিছেন শচী ঠাকুরাণী
'হা পুত্র' 'হা পুত্র' বলে হ'য়ে উন্মাদিনী।
অতি শীঘ্র যাও সবে তাঁদের ভবনে
তাঁদিগে' করহ সুস্থ সান্ত্বনা বচনে।"
তবে ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈত আজ্ঞা পেয়ে
উপনীত হ'ল সবে মিশ্রের আলয়ে।

কহিল, "হে মিশ্রদেব, তুমি ভাগ্যবান্,
ত্রিজগতে পুণ্যাত্মা কে তোমার সমান ?
পুত্র তব গিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণে
তার তরে এত দুঃখ কর কি কারণে ?
মায়ামোহ ত্যাগ করি যে হয় মহান্ত
যে হয় কৌপীনবন্ত সেই ভাগ্যবন্ত।
ন্যাসী হ'য়ে যে হয় শ্রীকৃষ্ণের বাতুল
নিশ্চয় উদ্ধারে সেই চতুর্দ্দশ কুল।
মায়ামুক্ত হ'য়ে সে'ত ত্যজি ইহলোক
গোষ্ঠির সহিত করে বৈকুণ্ঠাদি ভোগ।
সাধু পুত্র জন্মিয়াছে তোমার ঔরসে
পবিত্র হয়েছে বংশ তাহার প্রকাশে।
ধন্য তব বিশ্বরূপ, তুমি ওহে ধন্য,
তোমারে কি ক'ব তুমি গুরু সম মান্য !
শান্ত হয়ে আমা সবে কর উপদেশ
সতত ভজনে কিসে রহিবে আবেশ।"
জ্ঞানবান্ মিশ্র তবে ধরিলেন ধৈর্য্য
বুঝিলেন বিধিলিপি ইহা অনিবার্য্য।
বিশ্বরূপ তরে কত কাঁদিলেন শচী
নিমা'য়ের পানে চেয়ে রহিলেন বাঁচি।

তবে শচী, জগন্নাথ সহি এ যাতনা
করিলেন কৃষ্ণপদে কাতরে প্রার্থনা ঃ—
হে কৃষ্ণ, হে কৃপাময়, অখিলের নাথ,
অজ্ঞান বালক মোর বিশ্বরূপ চাঁদ।
নবীন বয়সে গেল ছাড়িয়া সংসার
কি হইবে ভবিষ্যৎ না করি' বিচার।
নব অনুরাগে মেতে হইল উন্মাদ
সন্ন্যাসী হইয়া গেল পূরাইতে সাধ।
এই কৃপা কর তারে নারায়ণ হরি
নিরন্তর থাকে যেন তব পদ স্মরি।
সন্ন্যাসীর প্রতি যেই শাস্ত্রের শাসন
প্রাণান্তেও তাহা যেন না করে লঙ্ঘন।
ভ্রমেও না করে যেন গৃহীর যে কর্ম্ম
সন্ন্যাসী হইয়া যেন না ছাড়ে স্বধর্ম্ম।
শতগুণ দাও তার স্বধর্ম্মেতে নিষ্ঠা
তুচ্ছ হোক্ ভোগ সুখ ঐহিক প্রতিষ্ঠা।
আর এক নিবেদন করি করযোড়ে
ধর্ম্মত্যাগ করি যেন না ফিরে সে ঘরে!
এতেক প্রার্থনা করি বিশ্বরূপ ধনে
সঁপিলেন মাতা পিতা কৃষ্ণের চরণে।

ক্রমশঃ মিটিল যত মনের অশান্তি
বিষ্ণুর স্মরণে সব কাটিল উদ্‌ভ্রান্তি।

নিমায়ের উপনয়ন।

তবে শচী, জগন্নাথ বুঝিয়া বিহিত
নিমাই চাঁদেরে দিতে যজ্ঞ উপবীত,
করিলেন আয়োজন মনের হরিষে
নদীয়ার লোক পুনঃ মাতিল উল্লাসে।
শুভদিন দেখি করিলেন শুভারম্ভ
গৃহদ্বারে বসা'লেন দুই পূর্ণকুম্ভ।
কাঞ্চির সহিত কলা আমের পল্লব
রাখিলেন তদুপরে নাশিতে অশুভ।
রোপিলেন কদলীর বৃক্ষ দুইধারে
আম্রশাখা সহ সূত্র বেঁধে তার শিরে।
শাস্ত্রীয় বিধান মতে মাঙ্গলিক যত
সমাপিয়া শুভকার্য্যে হইলেন রত।
সর্ব্ব নবদ্বীপময় পড়ে গেল সাড়া
পথেতে ছুটিল লোক হয়ে আত্মহারা।

বিপ্র বলে—কোথা যাও, দাঁড়াও ব্রাহ্মণী,
বড় যে ছুটিছ আজ ব্যাপার কি শুনি ?
গগনে বাড়িল বেলা নাহিক বিচার
আজি কি অদৃষ্টে মোর নাহি স্নানাহার ?
পত্নী কহে—কি আশ্চর্য্য ! হলে কি বিস্মৃত,
মনে নাই অদ্য নিমা'য়ের উপবীত ?
অদ্য যে মিশ্রের ঘরে তব নিমন্ত্রণ
ভাল জ্বালাইলে তুমি আমারে ব্রাহ্মণ !
এত বলি বিপ্রপত্নী ছুটিল প্রবীণা
ছুটিল তাহার সাথে কত সুবদনা ।

মিশ্রের ভবনে আজ সাজিবেন দ্বিজরাজ
অখিলের নাথ বিশ্বম্ভর,
এ রঙ্গ দেখিতে সবে আসিল প্রচ্ছন্ন ভাবে
কত দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর !
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কেহ দিব্য বেশ দিব্য দেহ
মিশ্র হেরি তাদের উল্লাস,
বিদেশী ভাবিয়া মনে আমন্ত্রিয়া সযতনে
জিজ্ঞাসেন কোথায় নিবাস ।

গায়ক নর্ত্তক বেশে গন্ধর্ব্ব কিন্নর এসে
নানা যন্ত্র মিলাইয়া সুরে,
নাচিতে লাগিল কেহ তাল যন্ত্রালাপ সহ
কেহ তান তুলিল অম্বরে।
বাজাইতে এল কত নদীয়ার সুবিখ্যাত
যন্ত্রী আর বাদ্যকারগণ,
মৃদঙ্গ সানাই ঢক্কা যে যাহা করেছে শিক্ষা
আরম্ভিল তার আলাপন।
দ্বিজে বেদধ্বনি করি ধ্বনিত করিল পুরী
আত্মজন মনের আহ্লাদে,
ঘন বলি 'হরিবোল' তুলিল আনন্দরোল
গগন ভেদিল শঙ্খনাদে।
তবে লীলাময় হরি শ্রীবামনরূপ ধরি
মুণ্ডন করিয়া কৃষ্ণ কেশে,
পরিয়া গৈরিক বাস স্বয়ং গায়ত্রী-দাস—
সেজে এল ব্রহ্মচারী বেশে।
অদ্ভুত ব্রহ্মণ্য জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া বিশ্বপতি
বিমুগ্ধ করিয়া বিশ্বজনে,
জীবে দিতে ধর্ম্মশিক্ষা লইল গায়ত্রী দীক্ষা
নতি করি গুরুর চরণে।

গলদেশে সুপবিত্র মন্ত্রপূত যজ্ঞসূত্র
ধারণ করিল মনসাধে।
করে এক দণ্ড ধরি বামন ভিখারী হরি
লইল ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে।
কহিল মায়েরে চাহি' 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি'
পুত্র মুখে শুনিয়া সে কথা,
বিশ্বরূপ চাঁদে স্মরি' শুভ দিনে আঁখিবারি
সম্বরিতে নারিলেন মাতা।
ছদ্মবেশী দেবগণ মিশ্রপদে নিবেদন
জানাইল—শুন মহাশয়,
হেরিয়া উপনয়ন বামনের লীলাগুণ
গাহি মোরা হেন সাধ হয়।
শুনেছি পুরাণ গানে উপনয়নের স্থানে
শ্রীবামন হন আবির্ভূত।
হেথায় আসিয়া সবে মানিলাম এ উৎসবে
বামন সাক্ষাৎ তব সুত।
এত করি নিবেদন আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন
ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী,
মিশ্রের অঙ্গন হ'তে উঠিল অম্বর পথে
সুধাময় সে সঙ্গীত ধ্বনি!

কীর্ত্তন—একতালা

(কেশব কুরু করুণা দীনে —সুর)

জয় যজ্ঞেশ নারায়ণ
ক্ষীরোদ সিন্ধু শায়ী
বামন বলিরাজ ছলন
জয়তি জয় নিমাই
(জয়হে জয়হে জয়হে জয়হে) ॥
কোটী শশধর কিরণ নিকর
শোভে মনোহর অঙ্গে
অরুণ বাস অধরে হাস
মুগ্ধ করে অনঙ্গে
নবলীলারস রঙ্গে
নব ভাব তরঙ্গে
বিহরে হরি হের কি মাধুরী
নয়ন সুখদায়ী—
আজ মিশ্রভবনে পরমানন্দ
নাচ হরিগুণ গাহি
জয় দ্বিজবর বিশ্বম্ভর
জয়তি জয় নিমাই
(জয়হে জয়হে জয়হে জয়হে) ॥

করেতে দণ্ড মুণ্ডিত কেশ
গণ্ডে অরুণ ভাতি
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র শোভিত
নব কিশোর মূরতি
হের দুনয়ন ভরি
বামন ভিখারী
আজ স্বয়ং শ্রীব্রহ্মণ্যদেব
সেজেছে ব্রহ্মচারী—
এ "বিশ্বরূপ" কহে জয় জয়
গাও সবে গাও ভাই
জয় জয় হরি নদীয়া বিহারী
জয়তি জয় নিমাই
(জয়হে জয়হে জয়হে জয়হে)॥

উপবীতে মহানন্দ করি ছন্ন দেববৃন্দ
চলিলেন নিজ নিজ ধাম,
মিশ্রের আত্মীয়-জনে উপনয়নের দিনে
পুনশ্চ রাখিল কত নাম।

হেরি তার গৌর-অঙ্গ কেহ রাখে 'শ্রীগৌরাঙ্গ'
কেহ বা রাখিল 'গৌরহরি',
কেহ বলে 'গোরারায়' বলে' ওরে ডাকি আয়
এ নামের মরি কি মাধুরী !
হেন মতে শুভকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আর্য্য
জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর,
শিক্ষা দিতে ব্যাকরণ নাহি করি অপেক্ষণ
পুত্রধনে করিল তৎপর।
মহাজ্ঞান তত্ত্ববিৎ ব্যাকরণে সুপণ্ডিত
"গঙ্গাদাস" সবে জানে তারে ;
মিশ্রদেব তার টোলে একাদশ বর্ষকালে
পাঠালেন নিমাই চাঁদেরে।
হরষিত গঙ্গাদাস বিশ্বম্ভরে লয়ে পাশ
আপনারে মানে ভাগ্যবান্ ;
নিমায়ের মত ছাত্র হ'ল তার শিক্ষাপাত্র
সুখ কিবা ইহার সমান !
নিত্য আসি গৌরহরি গুরুরে প্রণতি করি
পাঠ লয় নিয়মিত ভাবে ;
নিত্য গুরু পায় সুখ দেখিয়া শিষ্যের মুখ
শিক্ষা দেয় বাৎসল্য স্বভাবে।

গঙ্গাদাস বিচক্ষণ পড়াইতে ব্যাকরণ
পাণিনি কলাপ আদি যত ;
ছাত্রগণ দলে দলে প্রবেশিয়া তার টোলে
পড়ে যার যেটী ইচ্ছামত।
বুদ্ধে বৃহস্পতি যারা প্রথম বিদ্যার্থী তারা
আজ গঙ্গাদাস চৌপাঠীতে,
পড়ে পাঠ কৃষ্ণানন্দ যৌবনে কমলাকান্ত
যুবক মুরারি প্রভৃতিতে।
ইহাদের পেয়ে সঙ্গ নিরবধি শ্রীগৌরাঙ্গ
মত্ত হ'য়ে রয় বিদ্যারসে ;
যদিও পড়ে সামান্য গুরুর রাখিয়া মান্য
শতগুণ পাণ্ডিত্য প্রকাশে।
গুরু লয় যে পরীক্ষা দিয়া উপযুক্ত শিক্ষা
জিজ্ঞাসে কঠিন ফাঁকি যত ;
গুরুর ব্যাখ্যান কাটি সুসিদ্ধান্ত পরিপাটী
শুনায় আপন যুক্তিমত।
গুরু কহে ধন্য ধন্য নিমাই সে অগ্রগণ্য
রূপে গুণে বিদ্যাতে বুদ্ধিতে ;
শুনি অন্য শিষ্য যত সবে হয় চমকিত
কেহ তারে না পারে চিনিতে।

বয়স্থ পড়ুয়াগণ বহু করে অধ্যয়ন
ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ;
তাহারাও হয় ভীত পাছে হয় পরাজিত
নিমা'য়ের কাণ্ড চমৎকার।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্রগণ তর্ক যুদ্ধে সুনিপুণ
নিরন্তর নিমায়ের সাথে,
চালায়ে ফাঁকির যুদ্ধ তর্কে করে অবরুদ্ধ
তবু তারে না পারে আঁটিতে।
কেহ যদি করে হিংসা শুনি তার এ প্রশংসা
ছাত্রে ছাত্রে হয় দলাদলি ;
নিমাই সুমিষ্ট ভাষে বসি তা' সবার পাশে
মুগ্ধ করে প্রেম প্রীতি ঢালি।
নিত্যকার অধ্যয়ন যবে হয় সমাপন
গণ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গরায়,
গিয়া জাহ্নবীর জলে স্নান করে কুতূহলে
সন্তরণ দিয়া কভু যায়।
স্নানান্তে উঠিয়া তীরে সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ ক'রে
পট্টবাস করি পরিধান,
কুসুম চন্দন আর ল'য়ে নানা উপচার
গঙ্গাপূজে জগতের প্রাণ।

বেদাগম তারস্বরে ঘোষে যারে চরাচরে
গঙ্গা যাঁর চরণের নীর,
সেই আজ করে দান গঙ্গার মর্য্যাদা মান
এ রহস্য পরম গম্ভীর।
হেন মতে বর্ষ দুই বিদ্যারসে মত্ত হই
কত লীলা করিল শ্রীহরি ;
নিজ পাত্র মিত্র সাথ দেখিলেন জগন্নাথ
নিমায়ের সে লীলা মাধুরী।
অতঃপর মিশ্রমণি নিজকাল পূর্ণ জানি
পুত্র ধনে রাখিয়া সম্মুখে,
ভবলীলা করি সাঙ্গ মুখে বলি 'শ্রীগৌরাঙ্গ'
যাত্রা করিলেন পরলোকে।
মিশ্রের বিয়োগ হ'তে শোক সন্তাপিত চিতে
মায়ে পুত্রে কাঁদিলেন কত ;
পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিধিমতে সমাপিয়া
নিমাই রহিল পূর্ব্বমত।
শচী এবে মর্ম্মাহতা অনাথ পুত্রের মাতা
সংসারে নাহিক অন্য জন ;
পরম বিশ্বাস পাত্র কিঙ্কর ঈশান মাত্র
মায়ে পুত্রে সেবে অনুক্ষণ।

নিমাই নিবিষ্ট মনে পড়ি পাঠ কিছু দিনে
করিল সে ব্যাকরণ শেষ;
ক্রমশঃ হইল যোগ্য তরুণ বয়সে বিজ্ঞ
ঘুচিল মায়ের যত ক্লেশ।
পঞ্চদশ বর্ষকালে বাসুদেব বিপ্র টোলে
পড়িতে লাগিল নব্য-ন্যায়;
ন্যায়ে অদ্বিতীয় ছাত্র রঘুনাথে চমকিত
করিল আপন প্রতিভায়।
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভারতের সর্ব্বোত্তম
নৈয়ায়িক বঙ্গের ভূষণ
মিথিলায় ন্যায় পড়ি' সমগ্র কণ্ঠস্থ করি'
বাঙ্গলায় আনিল যে জন,
তাঁর প্রিয় রঘুনাথে কে জিনিবে তর্কযুদ্ধে
কোথা রঘু, কোথায় গৌরাঙ্গ ?
অচিরাৎ এ সন্দেহ মিটিল সবার, হ'ল
রঘু সহ নিমা'য়ের সঙ্গ।
একদিন রঘুনাথ ধরি নিমা'য়ের হাত
পাঠিগণ সঙ্গে কুতূহলে,
নৌকায় জাহ্নবী পারে চলিল বিদ্যানগরে
বাসুদেব সার্ব্বভৌম টোলে।

রঘুনাথ পূর্ব্ব হ'তে জানিত নিমাই চাঁদে
একান্তে হইত যদি দেখা,
নিমা'য়ের কিবা শিক্ষা ল'য়ে তার সে পরীক্ষা
স্তম্ভিত হইত কভু একা !
অন্য সব ছাত্র সাক্ষে নৌকায় জাহ্নবীবক্ষে
তুলিল ন্যায়ের ফাঁকি যত,
একে একে বিশ্বম্ভর দিয়া তার সদুত্তর
পুনঃ তারে করিল স্তম্ভিত !
মনে এক মুখে অন্য রঘু কহে 'ধন্য ধন্য'
হেন ভাব দেখিয়া নিমাই,
বুঝি তার মনোকষ্ট কহিল, "তুমিই শ্রেষ্ঠ
দুঃখ কিছু না ভাবিও ভাই।
তুমি পাঠিগণোত্তম তাই গুরু সার্ব্বভৌম
তোমারে সুযোগ্য পাত্র মানি,
দিয়াছেন যোগ্যভার জানি তব অধিকার
লিখিবারে ন্যায়ের টিপ্পনী।"
রঘু কহে, "হে নিমাই, কি মোরে বুঝাও ভাই
মুখে মোর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারি,
উত্তম হইয়া তুমি বাড়াও আমারে, আমি
বুঝি সব তোমার চাতুরী !

আমিও শুনেছি সব ছাত্রমুখে জনরব
মোর স্থানে কি রাখিবে গুপ্ত,
তুমিও যে একখানি ন্যায়শাস্ত্র সুবোধিনী
কিছুদিন করেছ সমাপ্ত !
আমার সমাপ্তি আগে দেখাইতে অধ্যাপকে
অদ্য তাহা আনিয়াছ সঙ্গে,
হে নিমাই, কেন ভাই মোরে তা দেখাও নাই
কি লিখিলে টিপ্পনী প্রসঙ্গে ?"
গৌর কহে, "রঘুনাথ, তার তরে কি বিষাদ
তুমি বিচক্ষণ শুদ্ধমতি,
বৃথাই লিখেছি গ্রন্থ নাহি জানি সুসিদ্ধান্ত
নাহি জানি লিখন পদ্ধতি।"
এত বলি' বিশ্বম্ভর গ্রন্থ ল'য়ে অতঃপর
দিল রঘুনাথেরে পড়িতে,
রঘুনাথ ল'য়ে গ্রন্থ পড়ি তার আদ্যোপান্ত
বড় দুঃখে লাগিল কাঁদিতে।
নিমাই কহিল তারে ধরি' তার দুই করে,
"কেন ভাই কেন রঘুনাথ;
আমার এ গ্রন্থ পড়ি ফেল তুমি আঁখিবারি
কি পাইলে মর্ম্মেতে আঘাত ?"

রঘুনাথ কহে কাঁদি',   "তুমি একা মোর বাদী
দিনে দিনে বুঝিলাম চিতে,
মোর যেই মনসাধ   তাহাতে সাধিতে বাদ
জন্মিয়াছ তুমি পৃথিবীতে।
মোর সাধ বাল্য হ'তে   একদিন এ ভারতে
আমি হব শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক,
আমার দিধীতি সার   দেশে হবে পরচার
মোর যশে পূর্ণ হবে দিক্।
এবে দেখি ব্যর্থ সব   তব কার্য্য অসম্ভব
হতবুদ্ধি করিল আমায়,
মোর যাহা দুই পত্রে   তুমি তাহা একছত্রে
বুঝায়েছ সরল ভাষায়।
তোমার এ গ্রন্থরত্ন   সবেই করিবে যত্ন
একবার হ'লে প্রচারিত,
পড়ি' তব এ সিদ্ধান্ত   কে পড়িবে মোর গ্রন্থ
বৃথা আমি হব প্রতারিত।"
এত যদি রঘু সব   নিজ মনোগত ভাব
প্রকাশিয়া কহিল কৌশলে,
তবে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি   আপনার গ্রন্থ ছিঁড়ি
ভাসাইল জাহ্নবী সলিলে।

রঘুনাথে হৃদে ধরি মুছাইয়া আঁখিবারি
অতঃপর কহিল দয়াল,
"এ বুদ্ধি করিয়া মোরে বৃথাই ঠেলিছ দূরে
আমি শুদ্ধ প্রীতির কাঙ্গাল!
শুন ভাই রঘুনাথ স্বেচ্ছায় পুরাও সাধ
আমা হ'তে না ভাবিও ক্লেশ,
তব প্রত্যয়ের জন্য অদ্য হ'তে এ সামান্য
অধ্যয়ন করিলাম শেষ।"
রঘু হ'য়ে চমৎকৃত মনে ভাবে—এ চরিত
স্বার্থশূন্য দ্বেষ হিংসা হীন,
মোর যে পাণ্ডিত্য কীর্ত্তি হইলেও একছত্রী
এ খ্যাতি রহিবে চিরদিন।
প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ করিল পঠন সাঙ্গ
আজ রঘুনাথের বচনে,
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি তার বাঞ্ছা পূর্ণ করি
ফিরে এল আপন ভবনে।

নিমায়ের টোল স্থাপন এবং অধ্যাপনা।

হেন মতে বিশ্বম্ভর ফিরিয়া আপন ঘর
মনে এক করিয়া বিচার,
মুকুন্দ সঞ্জয় নামে ধনী এক দ্বিজোত্তমে
জানাইল সঙ্কল্প তাহার।
কহিল গৌরাঙ্গ চাঁদ, "এবে মনে হয় সাধ
টোল এক করি নবদ্বীপে,
শুন শুন হে সঞ্জয় যোগ্য স্থান যদি হয়
হোক্ তব চণ্ডীর মণ্ডপে।"
প্রভুর অমৃত বাণী মুকুন্দ সঞ্জয় শুনি,
আনন্দিত হইয়া অন্তরে,
বিস্তৃত চণ্ডীর ঘরে শুভদিনে বিশ্বম্ভরে
আহ্বান করিল সমাদরে।
তবে অধ্যাপক বেশে মাতাইতে বিদ্যারসে
আসিল শ্রীনিমাই পণ্ডিত,
একে একে বহুছাত্র মিলিত হইয়ে তত্র
পাঠ ল'য়ে হ'ল হরষিত!

কি অপূর্ব্ব দরশন নিত্য হয় সম্মিলন
নব ছাত্র নব অধ্যাপকে,
কভু সবে গঙ্গাস্নানে কভু যায় পর্য্যটনে
অধ্যাপকে ঘিরিয়া চৌদিকে !

নিমায়ের লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত পরিণয়।

হেন মতে কিছুদিনে উঠিল শচীর স্থানে
নিমা'য়ের বিবাহ প্রস্তাব,
আপনি জননী গিয়া কন্যারত্ন নিরখিয়া
মানিলেন লক্ষ্মীর প্রভাব।
বল্লভ আচার্য্য কন্যা পরম রূপসী ধন্যা
লক্ষ্মীপ্রিয়া লক্ষ্মী স্বরূপিণী,
তার সঙ্গে গৌরাঙ্গের শুভ-পরিণয় স্থির
করিলেন শচী ঠাকুরাণী।

আনন্দে হইয়া মগ্ন বিবাহের শুভলগ্ন
দেখিলেন কুলপুরোহিত,
বিচার করিয়া কার্য্য করিলেন দিন ধার্য্য
ঘটকাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
শুভ বিবাহের দিনে আমন্ত্রিত আত্মজনে
আসি দেখিলেন কত ঘটা,
নানা বাদ্যকর, সং কেহ বা দেখায় ঢং
নারীবেশে টানিয়া ঘোমটা—
কেহ বা নর্ত্তকরঙ্গী করে কত মুখভঙ্গী
উদ্ভট প্রণয় ব্যক্ত করি,
কেহ বা বাজায় শিঙ্গা মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা
কা'রো করে আনন্দলহরী।
সারাদিন হাস্য রসে মাতি সবে মহোল্লাসে
নিমা'য়ের আত্মবন্ধুগণ,
সন্ধ্যাকালে মহানন্দে করিল কতেক ছন্দে
শুভ বরযাত্রা আয়োজন।
নারীগণ মাতি রঙ্গে বরের কোমল অঙ্গে
পরাইল নানা রত্ন মণি,
ফুলের কাচনি বালা গুঞ্জাহার পুষ্পমালা
আর কত সুবর্ণ সাজনি।

একে বিশ্বম্ভর চাঁদ সহজেই রূপফাঁদ
তাহে আজ বিবাহের বর,
মায়েরে প্রণতি ক'রে উঠিল চৌদোলা'পরে
সাক্ষাৎ মন্মথ মনোহর!
নগরের রাজপথে চলিল বরের সাথে
বহু বরযাত্রী হৃষ্টমনে,
সবে বর যাত্রা ল'য়ে বল্লভ আচার্য্যালয়ে
উপজিল গোধূলি লগনে।
বল্লভ আচার্য্যমণি নিজ কন্যারত্ন আনি
বসাইয়া গৌরাঙ্গের বামে,
করিলেন ভাগ্যবান্ শুভলগ্নে কন্যাদান
যাথারীতি শাস্ত্রীয় নিয়মে।
হইল অপূর্ব্ব শোভা সুরমুনি মনোলোভা
গৌরাঙ্গের বামে লক্ষ্মীপ্রিয়া,
নবীন যুগল পানে সর্ব্ব নর-নারী-গণে
অনিমেষে রহিল চাহিয়া!
যে হেরিল একবার সে মানিল চমৎকার
আনন্দে ভরিল তার প্রাণ,
শূন্যে দেব দেবীগণ করি সবে দরশন
আরম্ভিল জয় যশোগান!

কীর্ত্তন—ছোট একতালা।

(শ্যাম, চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো—সুর)

চেয়ে দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্রে দোঁহার মিলন মাধুরী।
আজ গৌর-বামে লক্ষ্মীপ্রিয়া নবীনা কিশোরী॥
গোরারূপে মুগ্ধ করে এ তিন ভুবন
প্রিয়ার রূপে মুগ্ধ নাগর অনঙ্গ মোহন
দোঁহার মিলন মাধুরী॥
গোরা রস পণ্ডিত রসের মূরতি
প্রিয়া ধনী সতী লক্ষ্মী সাধ্বী রসবতী
দোঁহার মিলন মাধুরী॥
গোরা অঙ্গে নব পট্টবাস বহুমণি
প্রিয়া অঙ্গে পট্ট সাড়ী বিচিত্র ওড়নি
দোঁহার মিলন মাধুরী॥
গোরা অনুপম প্রিয়া সুবর্ণ প্রতিমা
রূপে গুণে বসনে ভূষণে অনুপমা
দোঁহার মিলন মাধুরী॥
প্রিয়ার গুণে মুগ্ধ নাগর যেমন আত্মহারা
গোরা প্রেমে তেমনি প্রিয়া আজন্ম অধীরা
দোঁহার মিলন মাধুরী॥

এ "বিশ্বরূপে" কয়গো দু'য়ের কেউ নহেক উনি
যেমন গৌর তেমনি লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী
দোঁহার মিলন মাধুরী ॥

বিবাহ করিয়া প্রভু নব বধূ লয়ে'
মহা সমারোহে ফিরে আসিল আলয়ে।
আসিল যৌতুক দান সামগ্রী প্রচুর
আসিল বেত্রের ঝালি নবীনা বধূর।
তবে লক্ষ্মীপ্রিয়া সঙ্গে গৌরগুণধাম
মায়ে প্রদক্ষিণ করি' করিল প্রণাম।
'চিরজীবী হও' বলি' করি' আশীর্ব্বাদ
বধূকোলে ল'য়ে শচী পুরা'লেন সাধ।
হুলুধ্বনি দিয়া সর্ব্ব নারী গুণবতী
বরণের ডালা হস্তে করিল আরতি।
সবে বলে—কি অপূর্ব্ব যুগল মিলন
গৌর লক্ষ্মীপ্রিয়া যেন লক্ষ্মী নারায়ণ !
বধূ কোলে ল'য়ে সর্ব্ব রমণী মণ্ডলে
জনে জনে নাচিল কতেক কুতূহলে।

শঙ্খ ধ্বনি হুলুধ্বনি করিয়া সঘনে,
নারীগণ অভিনব যুগল রতনে,
'জয় জয়' দিয়া সবে আনন্দ অন্তরে
লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরাঙ্গে তুলিল তবে ঘরে।
সাধ্যমত অন্নবস্ত্র দান করি দীনে
প্রীতিভোজ ধার্য্য করি পাকস্পর্শ দিনে,
করিলেন শচীদেবী ভোজের আয়োজন
আমন্ত্রিয়া আনিলেন কুটুম্ব স্বজন।
নিমা'য়ের ছাত্রগণ পাড়া প্রতিবাসী
সর্ব্ব সমাধান সবে করিলেন আসি।
হেন মতে শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া
নিমাই আপন কার্য্যে রহিল মাতিয়া
নিত্য পাঠ পড়াইয়া যায় গঙ্গাস্নানে
ছাত্রগণ সঙ্গে নানা কথোপকথনে।
সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রভু আর একবার
যায় জাহ্নবীর তীরে করিতে বিহার।
বহু ছাত্র বহু অধ্যাপক সমাগমে
উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা রাত্রি হয় ক্রমে।
কত তর্ক কত যুক্তি স্থাপন খণ্ডন
কত বিদ্যা যুদ্ধ হয় কে করে বর্ণন!

ছাত্রে ছাত্রে লাগে তর্ক যুদ্ধ কোলাহল
নিমা'য়ের ছাত্রগণ সবেই প্রবল !

নিমাই পণ্ডিতের দিগ্বিজয়ী পরাভব।

হেন শাস্ত্রচর্চ্চা যবে পুরের বৈভব
একদিন নগরে উঠিল জনরব—
ফিরিছে পণ্ডিত এক দিগ্বিজয় করি'
কাশ্মীর দেশীয়, নাম 'কেশব কাশ্মীরী'।
সদা সরস্বতী তার কণ্ঠে করে বাস
নবদ্বীপ জয়ে তার বড় অভিলাষ !
যার যেই তর্কযুক্তি খণ্ডে সমুদায়
সরস্বতী-বরে তার নাহি পরাজয়।
অচিরাৎ আসিবে সে নদীয়া নগরে
দেখা যাবে কে তারে জিনিতে শক্তি ধরে !
বলিতে শুনিতে একদিন রাজপথে
দিগ্বিজয়ীর ডঙ্কা বাজিল প্রভাতে।
এল ! এল ! চতুর্দ্দিকে পড়ে গেল সাড়া
ছুটিলেন ন্যায়রত্ন তর্কচুঞ্চু যাঁরা।

আহ্বান করিয়া তারে দিয়া বাসস্থান
একে একে করিলেন বিদ্যাযুদ্ধ দান।
অদ্ভুত পণ্ডিত সেই কে জিনিবে তায়
সর্ব্ববিদ্যা কণ্ঠে তার বাণীর কৃপায়!
ক্রমশঃ হইল সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা
একে একে যে যার দেখায়ে গুণপনা,
নানা তর্ক বিতর্ক চালায়ে রাত্রদিন
হারিল পণ্ডিত কত প্রসিদ্ধ প্রবীণ।
দিগ্বিজয়ী জয়পত্রে করিয়া স্বাক্ষর
একে একে উঠিল যতেক ধুরন্ধর।
শেষে জয়ডঙ্কা পথে বাজাইয়া পুনঃ
চলিল সে দিগ্বিজয়ী মাতিয়া দ্বিগুণ।
পথে যে বিচার যুদ্ধে হ'ল অগ্রসর
পরাজিত হ'য়ে সেও করিল স্বাক্ষর।
বিগত হইয়া দিন সন্ধ্যা সমাগত
গঙ্গাতীরে দিগ্বিজয়ী হ'ল উপনীত।
এ দিকে জাহ্নবীতীরে শ্রীশচীনন্দন
বসিয়া করিছে সান্ধ্যশোভাদরশন।
প্রভুর সেবায় আজ প্রকৃতি সুন্দরী
ধরেছে অপূর্ব্ব শোভা বেশ ভূষা করি।

পূর্ণিমার চন্দ্র আজ হয়েছে উদিত
দশ দিক্ কিরণে করিছে উদ্ভাসিত।
সুশীতল সমীরণ বহি মৃদুমন্দ
আনিছে ভাসায়ে নানা কুসুমসুগন্ধ।
বহিতেছে সুরধুনী কলকল্লোলিনী
ভাসায়ে তরঙ্গবক্ষে অসংখ্য তরণী।
হাসিছে প্রকৃতি আজি জাহ্নবীর ধারে
প্রভুর নয়ন মন তৃপ্ত করিবারে।
হেন কালে দিগ্বিজয়ী আসিল সেথায়
দেখিল সশিষ্যে বসি' আছে গোরারায়।
সগর্ব্বে কহিল, "তুমি নিমাই পণ্ডিত ?
শুনেছি তোমার নাম, তোমার চরিত।
এবে শুন মতিমান্ মোর পরিচয়
দিগ্বিজয়ী খ্যাতি মোর শুনেছ নিশ্চয়।
বয়সে বালক তুমি কি কব তোমারে
স্বাক্ষর করিয়া দেহ, যাই স্থানান্তরে।"
মৃদু হাসি কহে প্রভু—কিসের স্বাক্ষর ?
দিগ্বিজয়ী কহে, "জয়পত্র দেখ মোর।
হারিয়াছে নদীয়ার পণ্ডিত সমাজ
উদ্ধত বালক তুমি নাহি মান লাজ !

তুমি কি জিনিতে শক্তি ধরহ আমারে ?
কর তর্ক ! কাজ নাই সে সব বিচারে।"
প্রভু কহে—ভাল, যদি ভেটিলে আমায়
বসিয়া ক্ষণিক সুস্থ হও মহাশয়।
কোথা তুমি ভারতের বিজয়ী পণ্ডিত
আমি শিশু তব স্থানে অজ্ঞান নিশ্চিত !
কুতর্ক বিচারে অগ্রে কিবা প্রয়োজন
জাহ্নবী মহিমা কিছু করাও শ্রবণ।
এই সুরধুনী হের বিষ্ণুপাদোদ্ভবা
পূর্ণিমা-নিশিতে আজ ধ'রেছে কি শোভা !
গাও গুণ দু'নয়নে দেখিয়া সাক্ষাৎ
অবশ্য বিচার কিছু হইবে পশ্চাৎ।
এত শুনি দিগ্বিজয়ী আরম্ভিল শ্লোক
নিস্তব্ধ হইল সর্ব্ব সমবেত লোক।
তখনি রচিয়া শ্লোক শুনা'ল বিস্তর
প্রভুর অগ্রেতে যেন বহাইল ঝড়।
শ্লোক প্রশংসিয়া প্রভু দিয়া সাধুবাদ
বাধা দিয়া বিজয়ীর ঘটা'ল প্রমাদ।
কহিল, "পাণ্ডিত্য তব দুর্ল্লভ জগতে,
তব সমকক্ষ আমি নহি কোন মতে।

শুনিলাম বহু শ্লোক ঝঞ্ঝাবাত প্রায়
কার সাধ্য এত শ্লোক রচিয়া শুনায় ?
এবে কিছু শুদ্ধাশুদ্ধ হউক বিচার
কোন্ শ্লোকে কিবা দোষ, কিবা প্রশংসার।
দিগ্বিজয়ী কহিল—হে পাণ্ডিত্যের খনি,
কোন্ শ্লোকে দোষ তুমি ধরিলে হে শুনি ?
"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" শ্লোক ধরি কহে প্রভু—
শেষের চরণ শুদ্ধ না বলিব কভু।

শ্লোক।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

"ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি"···বলিলে
রহে কি শুদ্ধতা বাক্যে দ্বিরুক্তি ঘটিলে ?
এই শ্লোকে ঘটিয়াছে অলঙ্কার দোষ
জ্ঞানবান্ তুমি কিছু না করিহ রোষ।

সত্যই হয়েছে দোষ, দিগ্বিজয়ী ভাবে,
তবে কি বালক হস্তে যশ মান যাবে ?
কুতর্কে উড়া'ব যবে বাক্যের ছটায়
চমক লাগিবে তবে, চিনিবে আমায় !
পুনঃ ভাবে দিগ্বিজয়ী, এ বড় অদ্ভুত
ঝঞ্ঝাবাত সম শ্লোক পড়িলাম দ্রুত।
মধ্য হ'তে এক শ্লোক ধরিল কেমনে
তাতেই যে দোষ তা জানিল কি সন্ধানে ?
ভাবিয়া প্রবৃত্ত পুনঃ হইল বিচারে
বুঝিয়া অন্তর প্রভু কহিল তাহারে ঃ—
"বাণীবরে তুমি দিক্ বিজয়ে তৎপর
আমারও আছয়ে বর হ'ব শ্রুতিধর।
কোন বরে কে যে শ্রেষ্ঠ বিচিত্র সে সব
দেবতার বরে কিছু নহে অসম্ভব !"
দিগ্বিজয়ী কহে—যে পণ্ডিত ব্যাকরণে
অলঙ্কারে কি দোষ সে বুঝিল কেমনে ?
প্রভু কহে—পূর্ব্বেই ত করিনু গোচর
দেবতার আশীর্ব্বাদে আমি শ্রুতিধর।
পড়ি বা না পড়ি মোর রহে সব মনে
বারেক যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনি এ শ্রবণে।

হেন কথান্তর করি শ্রীশচীনন্দন
করুণায় করি তার শক্তি আকর্ষণ,
কহিল—পুনশ্চ তুমি করহ বিচার
অন্য শাস্ত্র সিদ্ধান্ত কি, যে ইচ্ছা তোমার ;
চতুর্দ্দিকে হৈ চৈ বিদ্রূপ রহস্য
কক্ষতালি করতালি মহা উচ্চ হাস্য।
এ সব উঠিল যদি কিসের সিদ্ধান্ত
ক্রমশঃই দিগ্বিজয়ী হইল বিভ্রান্ত।
কি বলিতে কি বলিল লেগে গেল ধন্দ
সূত্র হারাইয়া মূলে হইল ভ্রমান্ধ।
প্রভু কহে, "হে পণ্ডিত, যাও বাসস্থানে
আর যে ক'দিন থাক আসিও এখানে।
এই নবদ্বীপ, ইহা বিদ্বজ্জন ভূমি
শিশুর ধৃষ্টতা হেথা না লইবে তুমি।
তব অগ্রে তুচ্ছ মোর শাস্ত্র অভিজ্ঞতা
এত জানি ক্ষমিবে এ মোর চপলতা।
তুমি বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞ অতএব ধীর
এ মোর ভরসা আমি বালক অস্থির।
যে রহ ছদিন পুনঃ হইলে মিলিত
তব সঙ্গে বুদ্ধি মোর হইবে মার্জ্জিত।"

এত বলি তার সঙ্গে রাখি ব্যবহার
নিরস্ত হইল প্রভু করি নমস্কার।
ফিরে এল দিগ্বিজয়ী হ'য়ে মর্ম্মাহত
স্বপনেও কখন ত হয়নি এমত !
কি হ'তে কি হ'ল ভাবে কে হরিল জ্ঞান
কণ্ঠ হ'তে বাণী কি হ'লেন অন্তর্ধান !
রাত্রে বসি দেবীরে করিল উপাসনা—
নিদ্রাযোগে দেবী আসি করিল ভৎর্সনা—
কহিল, "রে মূর্খ, তোর নাহি বুদ্ধিলেশ,
অতি দর্পে তুই জ্ঞান হারাইলি শেষ ।
না বুঝিয়া নিজ হিত রে মূর্খ অধম
কার সঙ্গে গিয়াছিলি দেখাতে বিক্রম ?
ত্রিলোকের পতি যিনি মোর প্রাণেশ্বর
অনাদির আদি যিনি সর্ব্বশক্তিধর,
ইঙ্গিতে যাঁহার হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়
অনন্ত অনন্ত মুখে ঘোষে যাঁর জয়,
সেই কৃষ্ণ তিনি যাঁরে দেখিলি দাম্ভিক
তার আগে আমি যে হারাই দিগ্বিদিক।
তাই তোর কণ্ঠে আমি হ'লাম চঞ্চলা
বিফল হইল মোর সকল শৃঙ্খলা।

নিমাই পণ্ডিত কি রে সামান্য মানব !
তারে তুই কি গুণে করিবি পরাভব ?
একমাত্র প্রেমে হার মানেন শ্রীহরি
সেও তাঁর ভক্তস্থানে স্বেচ্ছায় বিহরি।
তুই যে জিনিবি তোর কোথায় সে ভাগ্য
কোথা তোর এত প্রেম বিবেক বৈরাগ্য ?
অহঙ্কারে মত্ত তোরে দেখি পরিপূর্ণ
তাই দর্পহারী দর্প করিলেন চূর্ণ।
এবে তাঁর পদে পড়ি' শোন্ রে অজ্ঞান,
শরণ যদ্যপি নিস্ হইবে কল্যাণ।"
স্বপ্ন দেখি দিগ্বিজয়ী উঠি ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রভাত না হ'তে গেল প্রভুর আবাসে।
প্রভুর দুয়ারে যদি রহিল পড়িয়া
উঠিয়া আসিল প্রভু সময় বুঝিয়া।
প্রভু কহে, "হে কেশব, কিবা সমাচার,
অদ্য কি প্রত্যূষ হ'তে চালা'বে বিচার ?"
দিগ্বিজয়ী কহে, "হরি না ছলিহ আর
অজ্ঞানে ভুলায়ে কিবা পৌরুষ তোমার !
কৃপা করি শিরে মোর দেহ শ্রীচরণ
চিনেছি তোমারে নাথ তুমি নিত্যধন !

সকলি ত জান প্রভু তবু এ কৌতুক
কর যাহা ইচ্ছা তব যাতে পাও সুখ।"
সহজে চঞ্চল প্রভু রঙ্গরসাবেশে
কেশবে তুলিয়া তবে বাঁধি বাহু পাশে,
করিল করুণাপূর্ণ গাঢ় আলিঙ্গন
প্রেমে মত্ত হ'ল তবে কেশবের মন।
কভু উঠে, কভু পড়ে, কভু করে দৈন্য,
কাঁদে আর বাহু তুলে বলে ধন্য ! ধন্য !
প্রভু কহে, "হে কেশব শুন সাবধানে
মোর এ প্রচ্ছন্ন লীলা হেরিও গোপনে।
যাও এবে স্থানান্তরে বৈরাগী হইয়া
রাখিও এ ভাবভক্তি হৃদয় ভরিয়া।"
প্রভাত হইতে তবে কেশব কাশ্মীরী
ছাড়িল নগর আত্ম সংগোপন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গের নবীন যৌবন ও গদাধরের সহিত মিলন।

মধুর গৌরাঙ্গলীলা প্রেম প্রবর্দ্ধন
অখিল জনের হৃদি কর্ণ রসায়ন।
গৌর চরিত্র কোটী সমুদ্র গম্ভীর
গৌরাঙ্গ মহিমা বুঝে ভাগ্যবান ধীর।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা গুণ শ্রবণে মঙ্গল
যে শুনে তাহার লভ্য হয় ভক্তি ফল।
হেনমতে বিশ্বম্ভর নদীয়া নগরে
অধ্যাপক বেশ ধরি আনন্দে বিহরে।
ষোড়শ বৎসরে কিবা প্রথম যৌবন
ললিত লাবণ্য ভরা শ্রীঅঙ্গ গঠন।
চলিতে না চলে পদ পড়ে বা ঢলিয়া
রসে ঢল ঢল, চলে অঙ্গ হেলাইয়া।
কেহ বা যৌবনভার তুলে লয় বক্ষে
কেহবা ঠেকনা হ'য়ে ঠেকে রয় কক্ষে।
রস ভরে গতি মত্ত কুঞ্জর জিনিয়া
যারে পায় ধরে বাহু-শুণ্ড দোলাইয়া।

বরিষে অমিয় ধারা রস আলাপনে
জুড়ায় শ্রবণ মন প্রীতি সম্ভাষণে।
ব্যাজোক্তিতে হরে কারো ধৈর্য্য কি সরম
কটাক্ষ হানিয়া কারো বুঝায় মরম।
গদাধর নামে এক বিপ্রের কুমার
একদিন কি মরম বুঝিয়া তাহার,
'ঐ যায়' 'ঐ যায়' বলিয়া নিমাই
কহিল, "উহারে সবে ফিরাও ত ভাই।"
পূর্ব্বে একদিন প্রভু দাঁড়াইয়া পথে
করেছিল তর্কযুদ্ধ গদা'য়ের সাথে।
সেদিন আছিল তার পলাইতে মন
সেই হেতু না হইল রস আলাপন।
অদ্য তারে দেখি হ'ল প্রভুর আনন্দ
তারে ফিরাইতে ছুটে' গেল ছাত্রবৃন্দ।
গদাধর ছিল কিছু দূরে দাঁড়াইয়া
গোরামুখ পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া।
সহজে গদাই চাঁদ লজ্জাশীল অতি
গৌরাঙ্গ দর্শনে নিত্য করে গতাগতি।
স্বভাবে গৌরাঙ্গ তার লাগিয়াছে ভাল
জানে নাই গৌরাঙ্গের ভিতরে যে কাল।

গৌরাঙ্গ-প্রণয় তার লাগিয়াছে মনে
দূরে দূরে থাকে, প্রীতি রাখিয়া গোপনে।
প্রভুর ইঙ্গিতে এবে পলাইতে চায়
ছুটিয়া প্রভুরগণ ধরিল তাহায়।
অতঃপর গদাধরে ল'য়ে প্রভু ঠাঁই
মহানন্দে করাইল মিলন সবাই।
তবে প্রভু গদা'য়ের দুই কর ধরি
কহিতে লাগিল মৃদুমন্দ হাস্য করি,
"ন্যায়শাস্ত্র পড় শুনি, থাক এই পুরে
আস যাও কিন্তু কেন ফের দূরে দূরে ?
মোর মুখ চেয়ে তুমি কিবা সুখ পাও
আমি যদি চাই মুখ কেনবা ফিরাও ?
নিকটে ডাকিতে মোর মনে হয় ভয়
পাছে বা তোমার কোন সম্ভ্রম না রয়।
মোর অঙ্গ সঙ্গে, মোর পবন পরশে
পাছে হয় ক্লেশ তব এ নব বয়সে,
সহজে নীরস মোর উদ্ধত চরিত
না জানি পাছে বা ঘটে হিতে বিপরীত।"
নতশিরে গদাধর রহিয়া নীরব
ভাবে তার মনোবৃত্তি বুঝাইল সব।

গদাধর শ্রীগৌরাঙ্গে হইল মিলন
পরস্পর প্রেমানন্দে রহিল মগন।

মিশ্র বারোঁয়া—কাওয়ালী।

আজু, মিলল গদাধর গৌরবামে
চাঁদ মিলল জন্থ চকোর সঙ্গ
কিয়ে, চকোর মিলল হিমধামে ॥
দুহুঁ মুখ নিরখি নিরখি দুহেঁ অনিমিখে
পূরব প্রেমসুখে ভৈ গেল ভোর
গদাধর অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলায়ে
সুত্রিভঙ্গ হোয়ল গোরানওলকিশোর—
কোই নেহি বুঝত দুহুঁক ভাব
অব, কাহে দুহুঁ মাতি রহত কোন কামে
কাহে গোরাচাঁদ নিরখি গদাধরমুখ
বিহরই ললিত ত্রিভঙ্গ সুঠামে ॥
দুহুঁক পরশে ভেল দুহুঁ অতি উতরোল
লাজ মান ধরম করম গেওভাগি
খেনে খেনে কম্পত গুপত ভাবস্মরি
দুহুঁক পিরীতি রসে দুহুঁ অনুরাগী—

ব্রজবনে যৈছন ভেট করল, শুনি
রাই চন্দ্রাননী নটবর শ্যামে
"বিশ্বরূপ কহ তৈছে কেল তুহুঁ
প্রকট করল শ্রীনবদ্বীপ ধামে ॥

অপূর্ব্ব অখণ্ডপ্রীতি লাগিল দোঁহার
তিলার্দ্ধেক কেহ কারে ছাড়েনা'ক আর।
গৌর বিনা গদাধর রহিতে না পারে
গৌরও পাইলে আর না ছাড়ে তাহারে।

শ্রীমুকুন্দের সহিত রঙ্গ।

হেনমতে দিনে দিনে রঙ্গ রসে মাতি
নিজ ভক্ত দেখি প্রভু করে ব্যাজস্তুতি।
চিনিতে না পারে কেহ উদ্ধত প্রভুরে
পথেতে দেখিলে কেহ ফেরে দূরে দূরে।
নিজ ভক্ত দেখি প্রভু রহস্য করিয়া
যায় আর ফিরে চায় ডাকিয়া ডাকিয়া।

একদিন শ্রীমুকুন্দ দত্ত দূর হ'তে
প্রভুরে আসিতে দেখি লুকাইল পথে।
মুকুন্দ পরম ভক্ত অদ্বৈতের গণ
অদ্বৈত সভায় নিত্য করে সঙ্কীর্ত্তন।
মুকুন্দের গীতে বহে অমৃতের ধার
গন্ধর্ব্ব কিন্নর জিনি সুকণ্ঠ তাহার।
চট্টগ্রামে ছিল তার পূর্ব্বের নিবাস
এবে নবদ্বীপ ধামে থাকে বার মাস।
ভক্তি শাস্ত্র পড়ে দত্ত কুতর্ক ছাড়িয়া
সদা সৎসঙ্গে রহে সংযত হইয়া।
মুকুন্দেরে দেখি প্রভু কহে ছাত্রগণে,
"এ বেটা আমারে দেখি লুকাইল কেনে ?
ধরত, উহার সবে হও সন্নিকট
কোথায় যাইবে বেটা মারিয়া চম্পট !"
ছুটে গেল ছাত্রগণ দেখিতে আমোদ
চকিতে করিল তার পথে গতিরোধ।
সবাই কহিল, "শুন দত্ত মহাশয়,
মোদের পণ্ডিত কেন ডাকেন তোমায় ?
ফিরিল মুকুন্দ দত্ত প্রভুর আহ্বানে
প্রভু তারে ধরি কহে সহাস্য বদনে,

"দূর হ'তে দেখি মোরে এড়াইতে চাও
পথেতে চোরের মত চম্পট লাগাও।
ভাল তুমি ভক্তি শাস্ত্র পড়িলে পণ্ডিত
চোরে ভজি চোর সম গঠিলে চরিত ?"
দত্ত কহে, "শীঘ্র আমি যাব এক কাজে
পথ ছাড় কার্য্য পণ্ড হবে কালব্যাজে।"
প্রভু কহে, "যত কার্য্য সব আমি জানি,
মোরে ভাণ্ডাইতে কেন কহ মিথ্যা বাণী ?"
দত্ত কহে, "যাব আমি আচার্য্য ভবনে,
পথে গালি দিয়া রঙ্গ কর কি কারণে ?
কেন গায়ে পড়ে' তুমি বাধাও কোন্দল
বয়স বাড়িল তবু রহিলে চঞ্চল !
পণ্ডিত হয়েছ, কোথা হইবে গম্ভীর
তাত নয় দিনে দিনে হইছ অস্থির !
ইথে কিগো যশঃমান বাড়িবে তোমার
কি কহিবে লোক হেন দেখি ব্যবহার ?"
প্রভু কহে, "উপদেশ মানিলাম সব
অচিরে হইব আমি পরম বৈষ্ণব—
বৈষ্ণব সাজিয়া আমি মুড়াইব কেশ
দেখি কোন্ বেটা মোরে দেয় উপদেশ।"

হাসিয়া মুকুন্দ কহে, "ছাড় চাতুরালি,
রাজপথে দাঁড়ায়ে না দাও মোরে গালি।
প্রভু কহে, "আগে আমি যাব পূর্ব্বদেশে
তব জন্মভূমি, মোর পৈতৃক নিবাসে।
সেথা হ'তে ভক্তিধর্ম্ম করিব বিস্তার
গুরু হ'য়ে অদ্বৈতের লুটিব পসার।
ক্রমে মোর পদে পড়ি' লুটাইবে সব
অজ ভব আসিয়া করিবে মোরে স্তব
দত্ত কহে, "ভাল তুমি রাখহ রহস্য
চমৎকার শুনাইলে ভক্তির এ ভাষ্য!
ভক্তির স্বভাবে জীবে উপজয়ে দৈন্য
তুমি কোথা পেতে চাও দেবতার মান্য!
ও ভক্তি না বিকাইবে কৃষ্ণের চরণে
ও সব বুঝাও তুমি অর্ব্বাচীন জনে।
প্রভু কহে, "বাক্যে মোর না হ'ল প্রত্যয়?
দেখিও দুদিন পরে কি হ'তে কি হয়!
যাও এবে কর গিয়া শ্রীহরি কীর্ত্তন
সময়ে বুঝিবে মোর কার্য্য বিবরণ।"
চলিল মুকুন্দ দত্ত অদ্বৈত ভবনে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া মনে মনে।

শ্রীঅদ্বৈত সভায় গৌর-প্রসঙ্গ

অদ্বৈত ভবন যেন ভক্তি নিকেতন
সন্ধ্যাকালে হ'ল বহু ভক্ত সম্মিলন।
বসিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আসনে
ভক্তগণ বসিলেন যথাযোগ্য স্থানে।
শ্রীবাসে চাহিয়া ক'ন অদ্বৈত গোঁসাই,
'কৃষ্ণের উদ্দেশ তুমি কি পাইলে ভাই ?
কহ সমাচার শুনে জুড়াই এ প্রাণ
তোমার রোদনে জীব পাবে পরিত্রাণ।'
শ্রীবাস কহেন, 'দেব কর অবধান,
তব আজ্ঞামত রাখি সতত সন্ধান ;
স্বতন্ত্র ইচ্ছায় কৃষ্ণ বিধি অগোচর
আমি তার কি সন্ধান পাব ক্ষুদ্র নর !'
আচার্য্য কহেন, 'তুমি জান না শ্রীবাস,
তব অশ্রুপাতে পাপ-শক্তি পায় ত্রাস।
তব অশ্রুপাতে হয় পাষাণ বিদীর্ণ
তোমা' লাগি কৃষ্ণ যে হয়েছে অবতীর্ণ !

তোমার আগ্রহে পুনঃ হইবে প্রকাশ
তাহারই সে কৃষ্ণধন একান্ত যে দাস।'
শ্রীবাস কহেন, 'দেব স্থির নহে মতি
কাঁদি অনুক্ষণ হেরি জীবের দুর্গতি।
মোর মনোবৃত্তি সব জানে হরিদাস
তার সঙ্গে সদা পাই হৃদয়ে আশ্বাস।'
তবে হরিদাসে ডেকে কহেন গোঁসাই,
'কহ কিছু হরিদাস শ্রবণ জুড়াই।'
হরিদাস কহে, "দেব কি কহিব আমি,
কে যেন অন্তরে মোর কহে অন্তর্য্যামী—
ওরে হরিদাস, আমি এসেছি আবার,
অদ্বৈত আনিল মোরে ছাড়িয়া হুঙ্কার।
শ্রীবাস কান্দিয়া মোরে করিল অস্থির
তাই আসিলাম জীব তারিতে কলির।
কি কহিব তোরা মোর জন্ম জন্ম দাস
অচিরাৎ মোর সবে দেখিবি প্রকাশ।
আবার ত্রিভঙ্গ হয়ে বাজা'ব বাঁশরী
আবার নাচিব সর্ব্ব ভক্ত কোলে করি!"
এত শুনি শ্রীঅদ্বৈত ছাড়িল হুঙ্কার
শ্রীবাসের নয়নে বহিল অশ্রুধার।

এহেন সময়ে আসি মিলিল মুকুন্দ
সবার উল্লাসে তার বাড়িল আনন্দ।
প্রণিপাত করিয়া সে প্রকাশ্য সভায়
কি যেন শুনা'বে বলি রহিল চেষ্টায়।
যোগ্য অবসর বুঝি বলিতে উঠিল
অন্তরের বৃত্তি তার কে যেন রোধিল!
কি বলিতে কি বলিল দত্ত মহাশয়
সে প্রসঙ্গে হল কিছু রস বিপর্য্যয়।
দত্ত কহে, "অবধান কর ভক্তগণ,
নিমাই পণ্ডিত কহে আশ্চর্য্যবচন।
সত্য কি রহস্য করি শুনাইল বৃথা
বুঝিতে নারিনু তার এ কেমন কথা!
কহিল—অচিরে আমি হইব বৈষ্ণব
অজ, ভব আসিয়া বন্দিবে মোরে সব।
এ কেমন কথা তার বাতুলের প্রায়
বৈষ্ণব কি মত্ত হয় পূজা প্রতিষ্ঠায়?
পড়িল শুনিল তবু না হইল বোধ
বৈষ্ণব দেখিয়া পথে ঘটায় বিরোধ।"
এত শুনি, রুষি কহে শ্রীবাস পণ্ডিত
'বালকের বাক্যে কেন বুঝ বিপরীত?

বালকের মত তার উদ্ধত স্বভাব
ক্রমশঃ বুঝিবে সব বৈষ্ণবের ভাব !
পূর্ব্বেত দেখেছ তার জ্যেষ্ঠের চরিত্র
সে বৈষ্ণব হবে ইহা বেশী কি বিচিত্র !
পুরুষানুক্রমে তার বিষ্ণু উপাসনা
বৈষ্ণব সাজিতে তার কিবা আছে মানা ?
নিমাই যদ্যপি করে ভক্তির প্রচার
নিশ্চয়ই করিবে ভক্ত গোষ্ঠির বিস্তার।'
এমতে শ্রীবাস শেষ করিল প্রসঙ্গ
মহা আন্দোলনে তবে সভা হ'ল ভঙ্গ।
ভক্তগণ গৃহে যেতে করিল বিচার,
পথে নিমা'য়ের কথা উঠিল আবার।
কেহ বা কহিল, 'শুনি নিমাই নাস্তিক
দেবতা ব্রাহ্মণ নাহি মানে, তারে ধিক্।'
কেহ ব'লে, 'শৈশবে সে ছিল অতি দুষ্ট
দেবের নৈবেদ্য সব করিত উচ্ছিষ্ট।
এখনও করে কত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ
বলে—আমি বিধি, বিষ্ণু আমিই মহেশ।'
কেহ কহে—মানে বুঝি জ্ঞানে সোঽহংবাদ
তাই ভক্তসনে চাহে করিতে বিবাদ।

কেহ বা কহিল—কিন্তু সামান্য সে নয়
যে কার্য্যে যখন লাগে তারি হয় জয়।
দিগ্বিজয়ী কেশবে সে করি পরাভব
বঙ্গ মাঝে নদীয়ার রাখিল গৌরব।
হেন বাদ প্রতিবাদ গৌরাঙ্গ বিষয়ে
আরম্ভ হইল নিত্য অদ্বৈত আলয়ে।

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বদেশে গমন ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার লীলা সম্বরণ।

এদিকে প্রচ্ছন্ন প্রভু গৌর ভগবান্
পূর্ব্বাঞ্চলে বিজয় করিল মহাপ্রাণ।
প্রভুর গমনে পূর্ব্বদেশ হ'ল ধন্য
দেখিতে আসিল লোক বহু মান্য গণ্য।
সর্ব্বাগ্রে সেথায় প্রভু দিয়া কৃষ্ণ নাম
জানাইল আপন মাধুর্য্য গুণগ্রাম।
তার্কিক তান্ত্রিক আদি সৌর, গাণপত্য
সবাকারে উপদেশ করি কৃষ্ণ-তত্ত্ব,

পৈতৃক-বসতি স্থানে থাকি কিছুকাল
পুনঃ নবদ্বীপে এল শচীর দুলাল।
নদীয়ায় আসি শুনে অশুভ ঘটন
লক্ষ্মীপ্রিয়া করিয়াছে লীলা সম্বরণ।
সবে শুনাইল, সর্পে দংশিল কি ক্ষণে
বহু প্রতিকারেও সে না বাঁচিল প্রাণে।
বুঝিল গৌরাঙ্গ কিবা কারণ ইহার
অকালে কেন যে সতী ছাড়িল সংসার।
অসহ্য বিরহবিষ জারিল তাহারে
না সহিল সে বিরহ লক্ষ্মীর অন্তরে।
সর্পের দংশন মাত্র উপলক্ষ করি
উঠিল স্বধামে তাই বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরী।
দুখিনী শচীর একে ভাঙ্গিয়াছে বুক
দুখের উপরে কত সহে আর দুখ ?
লক্ষ্মীর বিরহে শচী কাঁদিছেন কত
শূন্য গৃহে অন্ধকার দেখিয়া সতত !
প্রভু আসি শুনাইল সান্ত্বনা বচন
বলিল, 'মা, শান্ত হও, সম্বর রোদন।
যা হবার হ'ল সব দৈবের ঘটনা,
গত বিষয়ের পুনঃ না কর শোচনা।'

ধৈর্য্য ধরিলেন শচী চাপিলেন দুখ
আশ্বস্ত হ'লেন ক্রমে হেরি পুত্র মুখ।
ক্রমশঃ সে বর্ষ গত হ'ল দিনে দিনে,
শচীর আর কেহ নাই নিমাই বিহনে।
নিমাই স্থন্দর তার বার্দ্ধক্যের বল,
নিমাই ভরসা, আশা, অদিনে সম্বল।
নিমাই সে জননীর অঞ্চলের সোনা
শোকে তাপে জননীর নিমাই সান্ত্বনা।
জননীর মনঃকষ্ট যখনি যা হোক
নিমাই দর্শনে তার মিটে দুঃখ শোক।
না জানি কি জানে মন্ত্র মোহিনী কি মায়া
নিমাই তাঁহারে দেয় সব ভুলাইয়া !
মায়েরে তুষিতে কভু সাজে অপরূপ,
অখণ্ড বাৎসল্যে ভরা স্নেহের স্বরূপ।
পরি পট্টবাস অঙ্গে মণি আভরণ
যবে আসি পুত্র, মা'র বন্দে শ্রীচরণ,
অথবা শিশুর মত মাতৃ-অনুরাগে
আসে, যায়, নাচে কভু জননীর আগে,
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ মাতা পুত্র মুখ চেয়ে
চিত্রপুত্তলিকা প্রায় রহেন দাঁড়ায়ে।

মায়ে দণ্ডবৎ করি যায় অধ্যাপনে,
কভু বা সশিষ্যে যায় নগর ভ্রমণে।
দোকানী পসারী সবে প্রভুরে সাজায়,
বহুমূল্য দ্রব্য দিয়া মূল্য নাহি চায়।
তাম্বুলিয়া যোগায় সুবাসিত তাম্বুল,
মালী মালা গেঁথে হয় পরা'তে ব্যাকুল।
তন্তুবায় দেয় পট্টবসন ওড়নী,
গন্ধ বণিকেরা দেয় গন্ধ দ্রব্য আনি।
ব্যবসায়ী ব্যবসা না করে প্রভুসনে
সবে পুলকিত হয় প্রভুর দর্শনে।
এ সব দেখিয়া প্রভু মৃদু মন্দ হাসি
কোন্দল বাধায় কভু রহস্য প্রকাশি।

শ্রীধরের সহিত কৌতুক-কোন্দল

শ্রীধর নামেতে এক সুমতি উদার
নদে'র বাজারে নিত্য লাগায় পসার।
বড় শুদ্ধ সরল সে দরিদ্র নগণ্য
দীনভাবে থাকি আপনারে মানে ধন্য।

খোলা মোচা বেচিয়া সে করে দিনপাত,
প্রভু গিয়া তার সঙ্গে করিল সাক্ষাৎ।
পূর্ব্ব হ'তে অল্পমূল্যে দিয়া নানা দ্রব্য
সাধু বিপ্র সেবন সে বুঝিত কর্ত্তব্য।
প্রভুরে দেখিবামাত্র করিত প্রণাম
প্রভু দিয়াছিল তারে "খোলাবেচা" নাম।
খোলা মোচা থোড় সে যা' বাজারে বেচিত
প্রভু কিনিলেও তারে ভেট কিছু দিত।
দিনে দিনে প্রভু যদি পাইল প্রশ্রয়
প্রভুরে দেখিয়া তবে হ'ল তার ভয়!
অন্য যদি প্রভু এল তাহার পসারে
নমস্কার করি সে কহিল করযোড়ে,
'কেমনে বা নিত্য নিত্য যোগাই তোমায়,
অর্দ্ধ মূল্যে দ্রব্য দিয়া কে কত যোগায়?
সামান্য ব্যবসা মোর চলে কোন মতে
অর্দ্ধমূল্যে বিনামূল্যে দিব কোথা হ'তে?
নির্ধন অভাগ্য আমি থাকি দীনবেশে,
থোড় মোচা বেচে খাই বাঁচি কায়ক্লেশে।'
প্রভু কহে, 'সত্যই ত নাহি তব ধন,
দরিদ্রের কিবা ফল সাজিয়া কৃপণ?

তাই ভক্তলোক তুমি শুন মোর যুক্তি,
দেবতা ব্রাহ্মণে আর না ছাড়িও ভক্তি।
বিশেষ আমার প্রতি রাখিও সদ্ভাব,
জানত সংসারে মোর বড় অর্থাভাব।
তুমি দুঃখী আমিও হে দরিদ্র পণ্ডিত
দরিদ্রে দরিদ্রে তাই রহুক এ প্রীত।’
শ্রীধর কহিল, ‘তুমি পরম চতুর
মিষ্ট বাক্যে চাহ মোরে করিতে ফতুর।’
প্রভু কহে, ‘বুঝ বা না বুঝহ বিহিত
মোর প্রাপ্য না ছাড়িব কহিনু নিশ্চিত।
প্রত্যহ যে দ্রব্য তুমি দাও যে প্রকার
সে মত না দিলে আমি লুটিব পসার।’
হাসিয়া শ্রীধর কহে, ‘রাখহ কৌতুক
বুঝিয়া না বুঝ তুমি এই বড় দুখ।
কলহ করিয়া বাক্য বাড়াও দ্বিগুণ
ছলে ভুলাইতে মত্ত হও চতুর্গুণ।
পসার লুটিতে চাও এ কোন্ কর্ত্তব্য,
উচিত যে মূল্য হয় দিয়া লহ দ্রব্য।
বার বার কহিতেছি আমি হে দরিদ্র
এত শুনি তবু তুমি না হ’লে দয়ার্দ্র।’

প্রভু কহে, 'বটে, তব যত অর্থ কষ্ট
জানি সব, বৃথা কেন শুনাও যথেষ্ট ?
তাই এক বস্ত্রে তুমি থাক সারাদিন
সেও শতগ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ ও মলিন।
খোলা মোচা বেচি তাই করহ প্রমাণ
ভাব বুঝি কেহ আর না জানে সন্ধান ?
তবে কি হাটের মধ্যে করিব প্রকাশ
যে কারণে দীনভাবে কর তুমি বাস ?
বহু রত্ন ধন তুমি রেখেছ পুতিয়া
গৃহ অভ্যন্তরে স্বর্ণ কলসী ভরিয়া।
বাহিরে ধরেছ তুমি দীন হীন বেশ
দস্যু কি তস্কর তাই না পায় উদ্দেশ।
বাহিরের কার্য্যে তব কে বুঝে চরিত,
ভিতরের কথা জানে নিমাই পণ্ডিত।'
তবে ত শ্রীধর কহে, 'দোহাই ঠাকুর,
এত ছল নহি আমি, এ হেন চতুর।
যে কহ সে কহ কিছু না কহিব আমি
অন্তরের কথা মোর জানে অন্তর্য্যামী।
বিনামূল্যে দ্রব্য আমি না দিলাম তাই
অন্যায় করিয়া কেন শুনাও গোঁসাই ?

কাঙ্গালের দ্রব্যে তব এত যদি লোভ
লহ দ্রব্য ইথে আর নাহি কোন ক্ষোভ।
যাক্, মোর ক্ষুদ্র এ ব্যবসা যদি যায়,
দুঃখ নাই তবু যাক্ তোমার সেবায়।
নিত্য খোলা মোচা তব রহিল বন্ধানী,
যেমন করিয়া হোক যোগাইব আনি।
তবু তো তোমার নিত্য পাব দরশন
ধর অদ্যকার দ্রব্য করহ গ্রহণ।'
এত বলি শ্রীধর তুলিয়া উপচার
থোড় মোচা কলা খোলা বিবিধ প্রকার,
প্রভুর যে প্রাপ্য তাহা চুকাইয়া দিল
প্রভুও গ্রহণ করি হাসিয়া কহিল :—
"এই তো তোমার সঙ্গে মিটিল কলহ,
এই চুক্তিমত মোরে যোগা'বে প্রত্যহ।
জান ত কে আমি মোর কিবা নিজ তত্ত্ব,
মোর মহিমায় তুচ্ছ দেবের দেবত্ব।
গঙ্গা মোর পদজল শুনহ শ্রীধর
আমিই ব্রহ্মার বন্দ্য দেব দেবেশ্বর।"
এতেক শুনা'য়ে প্রভু উচ্চ হাস্য করি
গণ-সঙ্গে আপন ভবনে এল ফিরি।

গৃহে আসি জননীর বন্দিল চরণ
সর্ব্ব দ্রব্য মাতৃ আগে করিল অর্পণ।

শ্রীবাসের সহিত রঙ্গ।

অন্য একদিন প্রভু পথে যেতে একা
দৈবযোগে শ্রীবাসের সঙ্গে হ'ল দেখা।
শ্রীবাস পণ্ডিত তার পিতার বয়সী,
নদীয়ার মাঝে এক পল্লীর পড়শী।
শ্রীবাসে দেখিয়া প্রভু করিল প্রণাম,
শ্রীবাস কহিল হাসি, 'কিহে রসধাম,
কোথায় চলেছ উদ্ধতের শিরোমণি,
রহ, রহ, ক্ষণকাল দাঁড়াও ত শুনি।'
সম্বোধনে শুনি প্রভু স্নেহমাখা ব্যঙ্গ
অন্তরে চাপিতে গেল হাসির তরঙ্গ।
সহজেই হাস্যে তার নাহিক সংযম,
এবে গুরুগণ্য আগে লাগিল বিষম।

ছুটিল কাপট্যপূর্ণ গাম্ভীর্য্য আভাস
রসের সমুদ্রে যেন উঠিল বাতাস।
হাসিতে লাগিল চাঁদ ফিরায়ে বদন,
শ্রীবাস কহিল, "শুন, প্রাণাধিক ধন ;
অধ্যয়ন অধ্যাপন করিতেছ এত,
মহত্ত্বে পাণ্ডিত্যে তুমি দশের বিখ্যাত।
অধিক মাধুর্য্য তব উদ্ধত চরিতে,
তোমার চাঞ্চল্য দেখি সুখ হয় চিতে।
এত যদি বিধি তব দিল রূপ রস,
কুল মান একাধারে বিদ্যা বুদ্ধি যশ,
পার্থিব বিষয় যদি পাইলে হে সব
কৃষ্ণের ভজনে কেন রহিলে নীরব ?
কৃষ্ণ ভজিবার তরে মনুষ্য জনম,
কৃষ্ণ প্রাপ্তিই ত সর্ব্ব প্রাপ্তির চরম।
প্রপঞ্চ এ ভোগ সুখে বাড়ায় জঞ্জাল,
কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ সব তুচ্ছ সর্ব্বকাল।
তবু হের কলিকালে কি আছে বিহিত,
শত বর্ষ পরমায়ু, সেও অনিশ্চিত।
তবু কৃষ্ণ ভুলি জীব ভ্রমে অনর্থক,
হেলায় দুর্ল্লভ জন্ম না করে সার্থক।

জীবের দুর্দ্দশা তাই নিবেদি তোমারে
আপনি ভজিয়া কৃষ্ণ ভজাও সবারে।
কৌমারে করহ বাপ্ কৃষ্ণের সন্ধান,
কৃষ্ণ-ভক্তি দিয়া জীবে'কর পরিত্রাণ।"
প্রভু কহে, 'অবধান কর মহাশয়,
যে কহিলে তুমি সব সত্য সুনিশ্চয়।
কিন্তু আমি শিশু, মোর নাহি ভাব শুদ্ধি
তাই মনে মনে এক আঁটিয়াছি বুদ্ধি।
পাঠ পড়াইয়া আগে উদ্ধারিব মূঢ়,
তবে ত কৃষ্ণের রস বুঝাব নিগূঢ়!
মূর্খ কি বুঝিবে কৃষ্ণ-রস চমৎকার
না পড়িল ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার?
পড়িয়া পড়াই আগে শাস্ত্রের রহস্য
নহে লোক শিশু-বুদ্ধি করিবে অবশ্য।
ক্রমে আমি হেন এক হব মহাজন
অজ ভব আসি মোর বন্দিবে চরণ।'
এত শুনি শ্রীবাস পণ্ডিত হাসি কয়,
'এমত না কহ বাপ্, ইথে দোষ হয়।
যে কহিলে শিশু তুমি বুঝাইলে সেহ
শিশু হ'তে শিশু তুমি নাহিক সন্দেহ।

দেব ব্রাহ্মণেও কিরে নাহি তোর ভয়
সাধে কি বাতুল তোরে সর্ব্ব লোকে কয় !
অজ ভবেশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বসারাৎসার
কৃষ্ণ বিনা এ বোল বলিতে শক্তি কার ?'
এত যদি কহিল সে পণ্ডিত গোঁসাই
"মুই সেই, মুই সেই" বলিল নিমাই !
নিরস্ত হইল তবে পণ্ডিত উদার
হাসিয়া চলিল প্রভু করি নমস্কার।

———

বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পরিণয়

———

হেনমতে ভক্ত স্থানে প্রভু রসময়
ইঙ্গিতে বুঝায় তত্ত্ব না হরে সংশয়।
দিনে দিনে বিশ্বম্ভর জগতের প্রাণ
মায়ের সেবনে হ'ল মহাযত্নবান্।
পুনঃ যবে মা'র ইচ্ছা হইল অন্তরে
অন্য দার-পরিগ্রহ করাইতে তারে,

কাশীনাথ ঘটকের আনীত প্রস্তাবে
জানা'ল সম্মতি প্রভু হাসি মৌনভাবে।
তবে কাশীমিশ্র গিয়া কহিল শচীরে,
'পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করহ অচিরে।
চঞ্চল নিমাই চাঁদ বালকের প্রায়
ক্ষণে বুঝে ক্ষণে সব হাসিয়া উড়ায়।
এবে তার মতি বুদ্ধি আছে তব পদে
সত্বর করিলে কার্য্য, হয় নিরাপদে।
শীঘ্র গিয়া কন্যারত্ন করি পরীক্ষণ
মিলাইয়া লহ তার সর্ব্বসুলক্ষণ।'
শচী ক'ন, 'কন্যা আমি দেখেছি স্বচক্ষে
গঙ্গাস্নান কালে নিত্য আসিত সমক্ষে।
কন্যা দেখিবার পুনঃ নাহি প্রয়োজন
যাও তুমি আজ্ঞা মোর করহ জ্ঞাপন।
সনাতন মিশ্র একে সর্ব্বগুণে গুণী
তাহে রাজপণ্ডিত পরম ধনী মানী।
সে কি কন্যা দিয়া পিতৃহীন এ বালকে
রাখিবে সম্মান মোর কহিও তাহাকে।'
চলিল ঘটকবর শচী আজ্ঞা ল'য়ে
উপনীত হ'য়ে সনাতন মিশ্রালয়ে—

কহিল, 'হে সনাতন, শুনহ সংবাদ,
শচীমা'র হ'ল ইথে পরম আহ্লাদ।
তব কথামত আমি করেছি প্রস্তাব,
নিমা'য়েরও আভাসে বুঝেছি মনোভাব।
এ কার্য্যে কাহারও কোন নাহিক অযত্ন,
ভাল অবসর তব লভিতে এ রত্ন।
সত্বর সম্বন্ধ করি করহ সমাধা,
জান ত এ শুভকার্য্যে বহু বিঘ্ন বাধা।'
হর্ষে সনাতন মিশ্র কহিলেন তারে,
'বল কবে যাব দিন ধার্য্য করিবারে?'
মনে ভাবে—সনাতন হইলাম ধন্য,
বুঝি এতদিনে বিধি হইল প্রসন্ন।
নিমাই করিলে মোর কন্যা অঙ্গীকার
বড় মনসাধ বিধি পূরায় এবার!
ভাবিতে ভাবিতে সনাতন মিশ্রমণি
কাশীমিশ্রে কহিলেন, 'যাব কি এখনি?'
কাশী কহে, 'প্রয়োজন নাহিক চিন্তার,
প্রস্তুত থাকিও আমি আসিব আবার।'
এত বলি কাশীমিশ্র করিলে গমন
গৃহ মধ্যে বার্ত্তা শুনা'লেন সনাতন।

পত্নীরে ডাকিয়া কহিলেন মিশ্রপাদ,
'শুন সাধ্বি, কহি এক আনন্দ সংবাদ !
জগন্নাথ-পুত্র মোর হইল জামাতা
কি কহিব ভাগ্যে বুঝি মিলাইল ধাতা !
নিমাই সুন্দর সম কে আছে সুপাত্র,
জন্মকাল হ'তে তার অদ্ভুত চরিত্র।
জান ত তোমরা, সব দেখিয়াছ চক্ষে
নাচিল, খেলিল কাল সবার সমক্ষে।
আশৈশব কা'র হেন বিচিত্র স্বভাব,
এ বয়সে কা'র হয় এ হেন প্রভাব ?
তা'র আগে দিগ্বিজয়ী গণিয়া প্রমাদ
কোথা পলাইল তা'র নাহিক সংবাদ।
যেমন পাণ্ডিত্য তা'র তেমনি প্রতাপ
রূপে হরে রতিপতি কন্দর্পের দাপ।
তা'র রূপে গুণে আলোকিত নবদ্বীপ
ধন্য সে নিমাই মিশ্র-বংশের প্রদীপ।'
এত যদি শুনা'লেন মিশ্র সনাতন
আনন্দে ভরিল তবে মিশ্র-পত্নী মন।
ঘরে ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া মিশ্রের কুমারী
বার্ত্তা শুনি আনন্দে সে উঠিল শিহরি।

পূর্ব্ব হ'তে বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গভাবিনী
গৌরাঙ্গ-চরণে প্রাণ সঁপিয়াছে ধনী।
শয়নে স্বপনে তার সদাই এ চিন্তা
কত দিনে হ'ব আমি গৌরাঙ্গের কান্তা!
এ বার্ত্তা শ্রবণে আশা বাড়া'য়ে দ্বিগুণ
আঁখি মুদি গোরা-পদ স্মরিল সে পুনঃ।
এদিকে শ্রীসনাতন পরম উল্লাসে
কাশীমিশ্র সঙ্গে গেল শচীর আবাসে।
সনাতন করিলেন শচীরে প্রণতি
কাশীমিশ্র শুভকার্য্যে চাহিল সম্মতি।
শচীর আহ্বানে আসি প্রতিবাসী যত
সবে দিন ধার্য্য করিলেন যুক্তিমত।
দশের সমক্ষে শচী বাড়া'য়ে সম্মান
সনাতন মিশ্রে করিলেন বাক্য দান।
উঠিল মঙ্গল কার্য্যে আনন্দের রোল
পথে ঘাটে সর্ব্বত্র সবার এক বোল।
কেহ বলে, 'এ কার্য্যের যোগাযোগ ভাল
বর কন্যা উভয়েরই রূপে হবে আলো!
যেমন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ বিনোদিয়া
তেমতি সে বিনোদিনী হবে বিষ্ণুপ্রিয়া।'

হেনমতে 'বিবাহের ক'দিন আর বাকী'
জিজ্ঞাসে পথের লোক এ উহারে ডাকি।
সংবাদ লইতে কেহ কভু আসে যায়
গৃহে জননীর স্থানে নিত্যই শুধায়।
শ্রীবাস-ঘরণী শচীদেবীর মিতানী
কন্যাসহ আসি জিজ্ঞাসিল ঠাকুরাণী,
'হ্যাদে সই, শুনি তোর নিমা'য়ের বিয়ে
বার্ত্তা শুনে ছুটে আসিলাম মায়ে ঝিয়ে।'
পাড়ার প্রবীণা গিন্নী এল একে একে
দূর হ'তে বৃদ্ধা কেহ এল ডেকে হেঁকে।
বৃদ্ধা বলে, 'শচী তোর বেটার যে বিয়ে
আসিলাম তাই যাব নিমন্ত্রণ নিয়ে।'
রহস্য শুনিয়া তবে রহস্য প্রকাশি
বৃদ্ধারে ঘেরিয়া সবে করে হাসাহাসি।
শচী ক'ন, 'বুড়ি, তোর এ কেমন কথা
তোর ত নিত্যই আছে নিমন্ত্রণ হেথা।
নূতন করিয়া যদি চাস্ নিমন্ত্রণ
কেমনে বুঝিব তুই পর কি আপন!'
এহেন রহস্য-হাস্য-রস-সম্ভাষণে
বাড়িতে লাগিল রঙ্গ শচীর অঙ্গনে।

ক্রমে বিবাহের দিন হইল নিকট
গৃহদ্বারে শচী বসা'লেন পূর্ণঘট।
প্রভুর হইল গাত্রে হরিদ্রা লেপন
তৈল আমলকীতে পুনঃ উত্তম মার্জ্জন।
এয়োগণ করাইল মাঙ্গলিক স্নান
গাত্র-হরিদ্রার যত আছয়ে বিধান।
দেশাচার মতে মাঙ্গলিক কার্য্য যত
পূর্ণ করা'লেন শচী অনুষ্ঠান শত।
এবার বিবাহে হ'ল মহা আয়োজন
নদীয়ার ঘরে ঘরে হ'ল নিমন্ত্রণ।
বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে শ্রেষ্ঠ জমিদার
সাগ্রহে লইল বিবাহের ব্যয়-ভার।
মুকুন্দ সঞ্জয় আদি ধনাঢ্য সুজন
বিবিধ কার্য্যের ভার করিল গ্রহণ।
এল নানাবাদ্য, এল নাট্য অভিনয়
নৃত্য গীতাদিতে হ'ল ধ্বনিত আলয়।
আসিলেন আত্মীয়স্বজন গণ্যমান্য
শচীর মন্দির হ'ল লোকে লোকারণ্য।
বিবাহের শুভদিনে শোভা হ'ল ভারী
সন্ধ্যায় জ্বলিল দীপাবলী সারি সারি।

উঠিল সহস্র কণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি
সাজিল বরের সাজে গোরা দ্বিজমণি।
যে ঘটায় হ'য়েছিল পূর্ব্বের বিবাহ
তাহা হ'তে শতগুণ হ'ল সমারোহ।
তবে প্রভু আঙ্গিনায় আসি জননীরে
প্রণতি করিয়া দাঁড়াইল নত শিরে।
বামহস্ত শিরে দিয়ে শচী জগন্মাতা
আশীর্ব্বাদ করি হইলেন পুলকিতা।
অতঃপর দোলায় উঠিল বিশ্বম্ভর
চতুর্দ্দিকে ঘড়ি ঘণ্টা বাজিল কাঁসর।
মাঙ্গলিক শঙ্খনাদে ভেদিল গগন
হুলুধ্বনি দিয়া দাঁড়াইল নারীগণ।
বাদ্যকারগণ নানা বাদ্য যন্ত্র ল'য়ে
আগে পাছে দাঁড়াইল মণ্ডলী করিয়ে।
অগ্রবর্ত্তী দলে শিঙ্গা, পটহ, পিণাক,
তুরী, ভেরী সহিতে বাজিল জয়ঢাক।
মধ্যেতে বাজিল উচ্চে সানাই টিকারা
তা'পর ঢোলক সহ রবাব মন্দিরা।
তাহার পশ্চাতে ল'য়ে সেতার সারঙ্গ
চলিল গুণীর দল গাহি চতুরঙ্গ।

তবে পরবর্ত্তী দল বরের সম্মুখে
নানা যন্ত্র মিলাইয়া বাজাইল সুখে।
উঠিল মৃদঙ্গধ্বনি তাক্রন্ ধিকৎ
বেণু বীণা সঙ্গে তা'র চলিল সঙ্গত।
শুভক্ষণে বরযাত্রা করিয়া সজ্জিত
নগরের রাজপথ করি আলোকিত,
চলিল সহস্র লোক বেশভূষা পরি'
ছুটিল বা কতজন হেরিতে মাধুরী।
অট্টালিকা উপরে বা কত নাগরিয়া
কেহ বা রহিল গৃহে গবাক্ষ খুলিয়া।
প্রভুর বিজয় সবে করিয়া দর্শন
করিতে লাগিল নানা কুসুম বর্ষণ।
ক্রমে বরযাত্রীগণ নানা পথ ঘুরে
পৌঁছিল শ্রীসনাতন মিশ্রের মন্দিরে।
ভাগ্যবন্ত সনাতন গোষ্ঠির সহিতে
জামাতা বরণ করিলেন হৃষ্টচিতে।
সনাতন পত্নীসহ পুরনারীগণ
হুলুধ্বনি দিয়া সবে করিল বরণ।
তবে মিশ্রপাদ শুভ বিবাহের স্থানে
কন্যারত্ন আনিলেন সাজা'য়ে যতনে।

দাঁড়াইল গোরাচাঁদ প্রভু রসময়
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া তবে করিল বিজয়।
সনাতন গণসহ কন্যারত্ন তাঁর
বরে প্রদক্ষিণ করা'লেন্ সপ্তবার।
কাষ্ঠাসন'পরে বসিয়াছে বিষ্ণুপ্রিয়া
বাহক আত্মীয় সবে প্রিয়ারে তুলিয়া,
ধরিলেন গৌরাঙ্গের নয়নের আগে
প্রিয়ার মাতিল প্রাণ পতিঅনুরাগে।
প্রভুরে করিল প্রিয়া বরমাল্য দান
প্রভুও প্রসাদী মাল্য দিল প্রতিদান।
ক্রমে পুষ্প ফেলাফেলি হ'ল কয়বার
দোঁহার মিলনে সুখ হ'ল সবাকার।
তবে শুভদৃষ্টি লাগি বস্ত্র আবরণে
রাখিলেন সবে নব যুগল রতনে।
আবরণ মধ্যে দোঁহে তুলিয়া বদন
পরস্পর মিলাইল নয়নে নয়ন।
অনন্তর বিবাহের যত অনুষ্ঠান
মন্ত্রপাঠ বেদপাঠ আদান প্রদান,
বিধিশাস্ত্রমত সব হ'ল সম্পাদিত
সনাতন মিশ্র হইলেন আনন্দিত।

হইল অপূর্ব্ব শোভা বিবাহের শেষে
শোভিল যুগল চাঁদ অভিনব বেশে।
গৌরাঙ্গের বামেতে বসিল বিষ্ণুপ্রিয়া
পুরনারীগণ এল হুলুধ্বনি দিয়া।
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শঙ্খের নিনাদ
হৈ হৈ কলরোলে ছুটিল সংবাদ।
গৃহে গৃহকর্ম্মে মাতি যে যেথায় ছিল
সে রোল শুনিয়া কেহ রহিতে নারিল।
ছুটিল অসংখ্য লোক যুগল দর্শনে
কেহ কাহাকেও এল ডাকিয়া ভবনে।
পথে যার সঙ্গে যার হইল সাক্ষাৎ
সংবাদ শুনিয়া সেও এল তার সাথ।
কেহবা ডাকিল, 'ওরে আয় নদে'বাসী
অপূর্ব্ব যুগল সবে দেখে যারে আসি।
মিলেছে গৌরাঙ্গ বামে ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া
বারেক দেখিয়া যারে নয়ন ভরিয়া।'

বাউল সুর—গড়খেম্‌টা।

তোরা, আয় ছুটে আয় অপরূপ দেখ্‌সে নদীয়ায়
আজ, বিহরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে গোরা রায়
প্রিয়া সঙ্গে গোরা রায়॥
(অপরূপ দেখ্‌সে নদীয়ায়)
প্রিয়া ধনী চাঁদবদনী গোরা চাঁদ চাঁদের মণি
চাঁদে চাঁদে মিল্‌ল ভাল হায়—
চাঁদ শোভে চাঁদের বামে চাঁদ পদে লুটায়
গগন চাঁদ পদে লুটায়॥
(অপরূপ দেখ্‌সে নদীয়ায়)
নানা বসনে ভূষণে সাজায়ে যুগল রতনে
যত্নে যুগল হেরিছে সবে হায়—
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ বসনে কি তায়
তড়িৎকান্তি ঢাকা যায়?
সোনার কান্তি ঢাকা যায়?
(অপরূপ দেখ্‌সে নদীয়ায়)
বলিহারি যুগল মিলন সনাতন মিশ্রভবন
আলো করে শ্রীঅঙ্গ ছটায়—

ছুটে' আয় দেখ্‌বি যদি সময় ব'য়ে যায়
দরশন সময় ব'য়ে যায়
(অপরূপ দেখ্‌সে নদীয়ায়)
ছ্যাদেগো নদীয়াবাসী তোদেরি এ যুগল শশী
ভালবাসি' ধর্‌নারে হিয়ায়—
ছুটে আয় এ 'বিশ্বরূপ' আজ ডাক্‌ছে উভরায়
নয়ন সফল হবে আয়॥
জীবন সফল হবে আয়॥
(অপরূপ দেখ্‌সে নদীয়ায়)

বিবাহের পরদিন মহাসমারোহে
বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে প্রভু আসিল স্বগৃহে।
সস্ত্রীক মায়েরে আসি করিল প্রণতি
আশীর্ব্বাদ করিলেন শচী ভাগ্যবতী।
নারীগণ সমাপিল স্ত্রী-আচার কৃত্য
বধূ কোলে লয়ে শচী করিলেন নৃত্য।
কত না আসিল ঘরে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব
পাকস্পর্শ দিনে হ'ল ভোজন উৎসব।

কয়দিন চলিল উৎসব নাচ গান
সৎসেবা দুঃখীজনে অন্ন বস্ত্র দান।
হেন মতে শুভকার্য্য হইল সম্পন্ন
সর্ব্বত্র উঠিল জয় জয়, ধন্য ধন্য।

গয়া গমন এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালাভ।

কতেক দিবস পরে শ্রীশচীনন্দন
গয়াতীর্থ গমনের করিল মনন।
পিতৃপিণ্ডদান এই পুত্রের উচিত
এ কর্ত্তব্য বুঝাইতে বাড়াইয়া প্রীত,
আপনি আচরি' শিক্ষা দিতে জগজ্জনে
গয়াধামে ভগবান্ চলিল আপনে!
সঙ্গে ল'য়ে নিজ প্রিয় শিষ্য পাঁচসাত
প্রত্যূষে চলিল মায়ে করি প্রণিপাত।
পথে শাস্ত্র ব্যাখ্যা কত হাস্য পরিহাসে
যাপিতে লাগিল দিন আনন্দ উল্লাসে।

বহু দেশ, গ্রাম, বন, নদী, পার হ'তে
কিছু দিনে উপজিল মন্দার পর্ব্বতে।
সুরম্য মন্দারগিরি শৃঙ্গ সুশোভন
তদুপরে বিরাজেন শ্রীমধুসূদন।
মর্ত্ত্যে শ্রীবৈকুণ্ঠ করি বিহরে সে দেবা
হরি-দাস-বিপ্রগণ করে তার সেবা।
হেথায় আসিয়া একদিন আচম্বিতে
জ্বর প্রকাশিল আসি প্রভুর দেহেতে।
প্রভু ডাক দিয়া তবে কহিল সবারে—
বিপ্র পাদোদক আনি পিয়াওত মোরে।
প্রভুর আদেশে শিষ্যগণ সেইক্ষণে
বিপ্র-পাদোদক আনি পিয়া'ল যতনে।
ব্যাধির হইল শান্তি, দূরে গেল জ্বালা
মন্দারে হইল হেন অপরূপ লীলা।
পথশ্রান্তি মানি তার হেতু অনিবার্য্য
শিষ্যগণ না বুঝিল ব্যাধির তাৎপর্য্য !
ঈশ্বরের কার্য্য এই, হেন কার্য্য হ'তে
ইহার তাৎপর্য্য গায় গীতা ভাগবতে।
যে যেমন ভজে কৃষ্ণ, কৃষ্ণও তেমতি
ভক্তে ভজি রাখে পণ এই তার রীতি।

এ বাক্য রাখিতে তাই দরশন ছলে
সচল বিগ্রহ আজ ভেটিল অচলে।
অচলস্বরূপে মাত্র সেবা অঙ্গীকার
ইথে ভক্তসেবাসাধ না পূরে তাহার।
সচল স্বরূপ দেয় আপন পরীক্ষা
আপনি আচরি' ধর্ম্ম, জীবে দেয় শিক্ষা।
তাই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি প্রভু রসরাজ
স্বভক্ত বিপ্রের মান বাড়াইতে আজ,
ব্যাধি মাত্র অঙ্গীকার করি নারায়ণ
কৌশলে করিল নিজ প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মন্দার হইতে তবে গৌরাঙ্গসুন্দর
গয়াতীর্থে উপনীত হইল সত্বর।
দেখিতে দেখিতে সেই শোভাময় তীর্থ
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি সমাপিল স্নানকৃত্য।
ভক্তিভাবে পিতৃদেবে করিয়া স্মরণ
সর্ব্ব পিতৃপুরুষের বন্দিল চরণ।
ক্রমে গদাধর পাদপদ্ম দরশনে
চলিল ঈশ্বর অতি উৎকণ্ঠিত মনে।
পাদপদ্ম ঘেরি' যত সেবক ব্রাহ্মণ
আনন্দে করিছে তার মহিমা বর্ণন।

সে বর্ণন শুনি প্রভু হইল বিহ্বল
আঁখি হ'তে অজস্র ঝরিল প্রেমজল।
পুলকে পূরিল সর্ব্ব হেমকলেবর
প্রেমাবেশভরে প্রভু কাঁপে থর থর।
হেন কালে এল এক ন্যাসীশিরোমণি
নাম শ্রীঈশ্বরপুরী বৈষ্ণব অগ্রণী।
পূর্ব্বে একবার যবে নদীয়ানগরে
ভেটিল ঈশ্বরপুরী গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
সেই হ'তে বুঝিল সে, যে হোক এ ছন্ন
বিপ্রবংশে এ স্বরূপ নহেক সামান্য।
এবে দৈবযোগে হ'ল মিলন আবার
পাদপদ্ম আগে পুরী দেখে চমৎকার।
কোথা বা সে উদ্ধতের রঙ্গিয়া দর্শন
অশ্রুধারা সিক্ত এবে অরুণ বদন!
অজস্র ঝরিছে অশ্রু বদন বাহিয়া
বক্ষভাসি ছুটে ধারা বসন তিতিয়া।
ক্ষণকাল গতে যবে বাহ্য এল দেহে
গোরামুখ পানে পুরী চাহিল সস্নেহে।
ন্যাসী দেখি প্রভু তার বন্দিল চরণ
প্রভুরে ধরিয়া পুরী দিল আলিঙ্গন।

পুরী কহে, "ধন্য ধন্য বাপ্‌রে নিমাই,
যে দেখিনু আজ হেন কভু দেখি নাই।
এত প্রেম ভাব ভক্তি হৃদয়ে ভরিয়া
গুপ্ত ভাবে রহ চোরা চপল সাজিয়া!
ওরে প্রাণাধিক মোর বাপ্‌ বিশ্বম্ভর,
এবে সে বুঝিনু তুমি প্রেমের সাগর।
বুঝি এই প্রেমে তব ত্রিজগত বশ
তুমি দিলে দিতে পার ভাব ভক্তিরস।
আমি ওহে তব দ্বারে ভাবের কাঙ্গাল
ভাবের অভাবে মোর গত হ'ল কাল।
প্রেমধন বিনা মোর ব্যর্থ দিন যায়
এক বিন্দু দিয়া ধন্য করহ আমায়।"
প্রভু কহে, "গুরু তুমি ভব কর্ণধার,
এ ভবসমুদ্র হ'তে কর মোরে পার!
দৈন্য করি কি শুনাও, কি বুঝাও মোরে
আমি বদ্ধ পড়ে' আছি মায়া মোহঘোরে!
তুমি মুক্ত উদাসীন সংসার বিরাগী
কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া মোরে কর অনুরাগী।"
পুরী কহে, "বিশ্বম্ভর শুন মোর বাপ্‌
তোমারে দেখিলে দূর হয় আঁখিতাপ।

যে দর্শনে হৃদয়ের গ্রন্থি করে ভেদ
জন্ম জন্মার্জ্জিত সর্ব্ব সংশয়ের ছেদ,
হেন কৃষ্ণ দর্শনের, আদি কাল হ'তে
যেমত মহিমা গায় শাস্ত্র ভাগবতে,
তোমারে দেখিলে তার অনুভব পাই
কৃষ্ণের প্রভাব ইহা সন্দেহ ত নাই !
কৃষ্ণের মাধুর্য্যভরা তব গোরারূপ
মোর মনে যেবা লয় কহিনু স্বরূপ।"
প্রভু কহে, "ইহা মোর মানি সুলক্ষণ
মোরে দেখি যদি হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন।
আর এক নিবেদন শুনহ শ্রীপাদ
দরশন দিলে যদি পুরাইতে সাধ ;
আজ হ'তে ভিক্ষা মোর করিবে গ্রহণ
যে ক'দিন তীর্থে র'ব পূজিব চরণ।"
পুরী কহে, "যেবা ইচ্ছা কর ইচ্ছাময়
সেই পূর্ণ হোক্ তব হোক্ জয় জয় !"
তবে পুরী ঠাঁই আজ্ঞা ল'য়ে বিশ্বম্ভর
তীর্থশ্রাদ্ধ করিবারে চলিল সত্বর।
ফল্গুতীর্থ প্রেতশীলা শ্রীরাম-গয়ায়
আগে পিণ্ড দানাদি করিল গৌররায়।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ভীম গয়া করি'
উত্তর মানসে পিণ্ড দিল গৌরহরি।
শিবগয়া ব্রহ্মগয়া আদি যত ছিল
শ্রাদ্ধ করি ষোড়শগয়ায় উপজিল।
শ্রদ্ধা সহ সর্ব্বত্র করিয়া পিণ্ডদান
তীর্থ-বাস-ভবনে ফিরিল ভগবান্।
সেথায় প্রসন্নচিত্তে পাক সমাপিয়া
ন্যাসিবরে ভুঞ্জাইল আগ্রহ করিয়া।
প্রভুর সেবায় পুরী পরিতৃপ্ত হইল
গণসহ প্রভু তবে প্রসাদ পাইল।
হেনমতে কিছুদিন মাতি কৃষ্ণরসে
রহিল ঈশ্বর গুরু ঈশ্বর সকাশে।
যুগে যুগে গুরু স্থানে লয় যেই শিক্ষা
সে ধারা রাখিতে প্রভু নিল মন্ত্রদীক্ষা।
পুরী যবে কর্ণে দিল দশাক্ষরী মন্ত্র
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাহে হ'ল পরতন্ত্র।
প্রায় পক্ষকাল থাকি শ্রীগুরুসেবনে
প্রভুর হইল সাধ মথুরা গমনে।
সঙ্গে শিষ্যগণ পাছে বাদী হয় তা'রা
গমনসময়ে তাই নাহি দিল সাড়া।

প্রেমেতে বিহ্বল এবে গৌরাঙ্গ সুন্দর
গোপনে চলিল একা মথুরা নগর।
মথুরায় যেতে হ'ল পথে দৈববাণী :—
"এবে না আসিও প্রভু স্থির কর প্রাণী।
তুমিই মথুরানাথ নাহি কি স্মরণ
সম্প্রতি এ মনোবেগ কর সম্বরণ।
আপনার ভাবে তুমি আপনিই মত্ত
তিন বাঞ্ছা পূরাইবে এই তব সত্য।
অগ্রে প্রেম দিয়া জীবে করহ বিহ্বল
নহে বা কেমনে র'বে লীলার শৃঙ্খল ?
ব্রজে আগমনকাল যে করিলে ধার্য্য
সেই কালে আসিলে সে হয় সর্ব্বকার্য্য।"
হেন দৈববাণী যদি করিল শ্রবণ
তবে ত প্রভুর হ'ল স্বরূপ স্মরণ।

———

গয়া হইতে প্রত্যাগমন।

ফিরিল গৌরাঙ্গ স্থির করি মনোরথ
গৌড় অভিমুখে এল ধরি অন্যপথ।
অর্দ্ধপথে 'কানাইয়ের নাটশালা' গ্রাম
সেথা আসি একদিন করিল বিশ্রাম।
পুনশ্চ সেথায় হ'য়ে ভাবে বিভাবিত
কিছু দিনে নদীয়ায় হ'ল উপনীত।
গৃহে আসি জননীর চরণ ধরিয়া
দণ্ডবৎ ছল করি রহিল পড়িয়া।
আঁখি জলে ভাসাইল ধরণীর ধূলি
হেন দেখি জননীর বাড়িল ব্যাকুলি।
মাতা ক'ন, "কি হইল, উঠ প্রাণধন,
বড় দুঃখ দিনু বাপ্ সম্বর রোদন।
আগেইত জানি আমি সুদূর সে দেশ
পথ গতায়াতে তোর না সহিবে ক্লেশ;
নবনীর অঙ্গ তোর আতপে মিলায়
এত পথশ্রান্তি তাপ সহে কিরে তায়?

নাহি সাত পাঁচ মোর সবে মাত্র তুই
সেহ এক ছাড়িয়াছে আছিস্ যে তুই !
অঞ্চলের নিধি মোর রহ বাপ্ ঘরে
আর না ছাড়িব তোরে দূর দেশান্তরে।
তিলেক না দেখি তোর চারু চন্দ্রানন
নয়ন থাকিতে হেরি আঁধার ভুবন।
উঠ্ রে নিমাই, ওরে ডাক্ মা মা বলে
কেঁদে কেঁদে কত আর লুটা'স্ ভূতলে !"
এত বলি শচীমাতা ধরিলেন পাণি
তবু না উঠিল পুত্র না কহিল বাণী।
কি হইল ভাগ্যে পুনঃ কি লিখিল ধাতা
না বুঝি কারণ, কাঁদি জিজ্ঞাসেন মাতা,
"কেন রে নিমাই তোর কি হইল চাঁদ
পথে কারো সাথে কি হইল বিসম্বাদ ?
কিসের রোদন বাপ্ কি হেতু এ দুখ ?
না কহ বা কেন, ইথে ফাটে মোর বুক !"
পুছিতে পুছিতে কত পথের সংবাদ
তবেত কহিল প্রভু আবেশে উন্মাদ :—
"হায় ! হায় ! জননী গো, কি কব তোমারে
বৃথাই অভাগা পুত্র ধরিলে জঠরে।

খাওয়া'য়ে পরা'য়ে মোরে যে করিলে তুষ্ট
বৃথাই নশ্বর তনু হ'ল তাহে পুষ্ট।
মিছে রঙ্গ রসে কেটে গেল দিন ক্ষণ
তিলেক না হ'ল মা!গো কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তনু বহি মাত্র ভার
কৃষ্ণ সেবা সঙ্গ সুখ না বুঝিনু সার।
কৃষ্ণ বিনা অদিনের কে আছে কাণ্ডারী
কে তারে দুস্তর ভববারিধির বারি ?"
শচী ক'ন, "ইহা লাগি কি হেতু ব্যাকুল
কৃষ্ণইত দেয় জীবে ভবার্ণবে কূল।
গৃহে থাকি কর বাপ্ কৃষ্ণসুখ কর্ম্ম
প্রসন্ন হইবে কৃষ্ণ রক্ষিলে স্বধর্ম্ম।"
প্রভু কহে, "জননী গো কর আশীর্ব্বাদ
যেন পূর্ণ হয় কৃষ্ণভজনের সাধ।"
এত বলি জননীর ছাড়িল চরণ
ধূলা ঝাড়ি শচী মুছা'লেন চন্দ্রানন।
গয়াতীর্থ হতে যদি আসিল নিমাই
সবে দেখে পূর্ব্বভাব কিছুমাত্র নাই।
নিরন্তর গায় কৃষ্ণ জপে কৃষ্ণনাম
নাহি চায় দেহসুখ ভোজন বিশ্রাম।

নিভৃতে বসিয়া কভু মৌনভাবে রয়
ডাকিলেও ভাল মনে কথা নাহি কয়।
পত্নীরে দেখিবামাত্র ফিরায় বদন
'রক্ষ কৃষ্ণ,' 'রক্ষ নাথ,' বলে ক্ষণে ক্ষণ।
সবে কহে, 'কি হইল গয়া হইতে আসি,
নিমাই পণ্ডিত বুঝি হইল উদাসী।
নাহি হাস্য পরিহাস রঙ্গ রসোদ্গার
এককালে ভুলিয়াছে পূর্ব্ব ব্যবহার।'
শ্রীমান্ পণ্ডিত আসি দেখিয়া লক্ষণ
বুঝিল এ কৃষ্ণ লাগি প্রেম উন্মাদন।
এল সদাশিব ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর
গৌরাঙ্গ দর্শনে এল প্রিয় গদাধর।
তারা দেখে প্রভু একা বসিয়া নির্জ্জনে
নিবিষ্ট হইয়া কি ভাবিছে মনে মনে।
'হরে কৃষ্ণ' বলি সবে দিল এক সাড়া
চকিতে চাহিল প্রভু পাগলের পারা।
ভক্ত দেখি গৌরাঙ্গের বাড়িল উচ্ছ্বাস
ব্যাকুলতা হ'ল চিত্তে দ্বিগুণ প্রকাশ।
প্রভু কহে, "এস মোর ভক্ত বন্ধুগণ,
গাও কৃষ্ণগুণ মোর রাখহ জীবন।"

তাহা শুনি কাছে গিয়া বসি ভক্তবৃন্দ
আরম্ভিল হরিগুণ মধুময় ছন্দ—

কীর্ত্তন—গড়্‌খেম্‌টা।

'হরি বোল' এযে ভুবন মঙ্গল নাম
শ্রবণে মধুর।
এ নাম প্রেমামৃত রসপূর
(শ্রবণে মধুর)
এ নামে আছে এমনি সুধা
ইথে, মিটায় বিষম-বিষয়-ক্ষুধা
তৃষিতের তাপ তৃষ্ণা করে দূর—
'হরি বোল' যে বলে তার গোল ঘুচে যায়
তার হৃদে জন্মে প্রেমাঙ্কুর
(শ্রবণে মধুর)
যদিও সে নাম নামী
অভিন্ন তবুও শুনি
হরি হ'তে হরিনামের মহিমা প্রচুর—
তাই সত্যভামা জানি তত্ত্ব
করিলেন নিজ ভ্রান্তি দূর
(শ্রবণে মধুর)

এ নামে প্রাণ আপনি মাতে
বারি ঝরে শিলা হ'তে
মরুভূমে বান ডাকে, যায় শব্দ যতদূর—
ওরে "বিশ্বরূপে"র অবাধ্য মন
তুই হরি বলতে হ' চতুর—
(শ্রবণে মধুর)

ভক্তকণ্ঠে বিশ্বম্ভর শুনি হরিগুণ
যে ছিল উন্মত্ত আরো হ'ল শতগুণ।
তবে শুক্লাম্বর কহে, "শুনহ পণ্ডিত,
হের দিবা দ্বিপ্রহর হইল অতীত।
স্নানান্তে করহ পূজা, জপ ইষ্টনাম;
ভোজন করিয়া এবে করহ বিশ্রাম।
সন্ধ্যায় আসিব মোরা তোমা দরশনে
তোমারে লইব এক পরম নির্জ্জনে।
কিন্তু যদি চিত্ত তব অন্যত্র না চায়
একত্রে বসিব সবে তোমারি হেথায়।"
প্রভু কহে, "সেই হবে, আসিও সবাই
সন্ধ্যাকালে যাব আমি তোমাদের ঠাঁই।

সেথায় কহিব সব মোর মনকথা,
গয়া হইতে আসি চিত্তে যে হইল ব্যথা।”
এত শুনি ভক্তগণ আনন্দিত মনে
প্রভুরে সান্ত্বনা দিয়া চলিল ভবনে।
পুনঃ এল শুক্লাম্বর ভক্তগণে ঘিরে
সন্ধ্যায় প্রভুরে নিল আপন মন্দিরে।
পরম নির্জ্জন গৃহ কুঞ্জ উপবন
জাহ্নবী করিছে যা’র দ্বার প্রক্ষালণ।
ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষ সারি সারি
নতশিরে স্পর্শে যথা সুরধুনী বারি।
গায় শুক পিক শিখী নাচে তরুশাখে
মধুপানে মত্ত অলি উড়ে লাখে লাখে।
ভক্তের ভজন স্থান দীনতার মূর্ত্তি
সহজেই যেথা হয় বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি।
হেন স্থানে বসাইল প্রভুরে লইয়া
ভক্তসঙ্গে শুক্লাম্বর বসিল ঘেরিয়া।
সতত প্রভুর চিত্তে রহে কৃষ্ণ-ধ্যান
ক্ষণেক বসিবামাত্র হারাইল জ্ঞান।
না জানি কি এক শ্লোক পড়ি মনে মনে
কাঁপাইল কুঞ্জগৃহ হুঙ্কার গর্জ্জনে।

কৃষ্ণের বিরহে মত্ত কম্পিত শরীর
উঠিল উৎক্ষিপ্ত প্রায় আবেশে অধীর।
গৃহের এক স্তম্ভ ধরি প্রেমাবেশ ভরে
ভূমেতে পাড়িল বক্ষে চাপিয়া সজোরে।
প্রভুর আবেশে হ'ল আবিষ্ট সকলে,
কৃষ্ণের বিরহে মত্ত ভাসে আঁখিজলে !
'কৈ কৃষ্ণ' ! 'কোথা কৃষ্ণ' ! সবার বদনে,
মহাক্রন্দনের রোল উঠিল ভবনে।
কাঁদে গোরারায়, মুখে বলে, "হায় ! হায় !
কৃষ্ণরে, প্রভুরে মোর, গেলিরে কোথায় !
কোন্ পথে গেলে তোর পাব দরশন ?
প্রভুরে বাপ্‌রে মোর রাখরে জীবন !"
কতক্ষণ গত হ'ল হেন অবস্থায়
নিবারিল কেহ কেহ বহু সান্ত্বনায়।
ক্রমে ধৈর্য্য ধরি প্রভু তুলিল প্রসঙ্গ
গয়া ক্ষেত্রে যে হইল পুরী সহ সঙ্গ ;
তীর্থবাস, সৎসেবা, নাম সঙ্কীর্ত্তন,
পাদপদ্ম আগে নিত্য উদ্দণ্ড নর্ত্তন ;
যে মিলিল মন্ত্রদীক্ষা পুরীর প্রসাদ,
যে হ'তে পাইল কৃষ্ণবিরহের স্বাদ ;

একে একে বিস্তারিল গোরা দ্বিজমণি,
শুনি সবে আনন্দে করিল হরিধ্বনি !
হেন ভাব ব্যক্ত করি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়
সে দিন সবার ঠাঁই লইল বিদায়।

শ্রীগৌর-গঙ্গাদাস-প্রসঙ্গ

গৃহে ফিরিবার পথে বুঝিয়া বিহিত
নিজ অধ্যাপক স্থানে হ'ল উপস্থিত।
ভক্তি করি পণ্ডিতের বন্দিল চরণ
স্নেহভরে গঙ্গাদাস দিল আলিঙ্গন।
'বিদ্যালাভ হোক্' বলি করি অশীর্ব্বাদ,
জিজ্ঞাসিল—কহ বৎস, কুশল সংবাদ ?
প্রভু কহে—গয়া হ'তে ফিরিনু কুশলে,
পিতৃপুরুষের কার্য্য করি কুতূহলে।
অধ্যাপক কহে, "বৎস, শুনিলাম অন্য,
গয়া হ'তে ফিরি তব হ'ল মতিচ্ছন্ন।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি তুমি কর আর্ত্তনাদ,
নিরন্তর রহে তব চিত্তে অবসাদ।
আসে যায় ছাত্রগণ না হয় পঠন,
তা'দিকে শিখাও তুমি কৃষ্ণের ভজন ?
কৃষ্ণ নাম বিনা পাঠ না পায় পড়িতে,
ইহার তাৎপর্য্য তা'রা না পারে বুঝিতে।
একদিন মোর স্থানে নিবেদিল সবে
'কৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়া তাদের কিবা হবে ?'
তা'রা চায় আনন্দে করিতে অধ্যয়ন,
তা'দের যে মুখ্যকর্ম্ম বিদ্যা উপার্জ্জন !
বহুছাত্র আসিয়াছে দূরদেশ হ'তে,
নদীয়ায় উচ্চশিক্ষা উপাধি লইতে।
সবে মাত্র রাখিয়াছে তোমার ভরসা,
তুমি না পূরাও যদি না পূরিবে আশা।
অতএব বৎস মোর, শুন প্রাণাধিক,
পূর্ব্বমত দেহ পাঠ, কি কব অধিক।"
পণ্ডিতের বাক্যে হ'য়ে লজ্জিত অন্তর,
প্রণতি করিয়া প্রভু উঠিল সত্বর।
গৃহে আসি ভাল মত করিল মনন—
কল্য হ'তে দিতে হবে উত্তম পঠন।

চিন্তার নাহিক স্থৈর্য্য কৃষ্ণ অনুরাগে,
নিরন্তর চিত্তে তাই কৃষ্ণস্মৃতি জাগে।
পরদিন যথাকালে এল ছাত্রগণ,
বসিল পণ্ডিত করাইতে অধ্যয়ন।

অধ্যাপনায় কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা

পাঠ পড়াইতে আগে কহিল নিমাই—
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি গ্রন্থ খোল সবে ভাই।
এত শুনি ছাত্রগণ কৌতুক পূর্ব্বক
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি সবে খুলিল পুস্তক।
প্রভু কহে, "কৃষ্ণ ধাতু, কৃষ্ণ অর্থরূপ,
প্রতি বর্ণে সিদ্ধ কৃষ্ণ শব্দের স্বরূপ!
কৃষ্ণই একক, তুই বহু বচনান্ত,
কৃষ্ণ সে পরম বস্তু বেদের সিদ্ধান্ত।
কৃষ্ণই ত্রিকাল সিদ্ধ, স্থূল ও বৃহৎ,
আদি, অন্ত, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ।
কৃষ্ণ ব্যাকরণ, কাব্য, বেদান্ত, দর্শন,
শাস্ত্রার্থে নিগূঢ়রূপে কৃষ্ণেরি বর্ণন।"

ছাত্রগণ বলে, "তুমি কি কহ পণ্ডিত,
কোন্ বর্ণে কৃষ্ণ সিদ্ধ কহ বিপরীত ?
কে শুনিতে চাহে কৃষ্ণ বৃহৎ কি স্থূল,
আজিও পঠনে সব করিতেছ ভুল ?"
প্রভু কহে, "যে সিদ্ধান্তে কৃষ্ণ সারাৎসার
তাহে কি ভ্রান্তির কোন রহে অধিকার ?
পাঠ্য মধ্যে সার যে বুঝিল কৃষ্ণনাম
সর্ব্ববিদ্যা লভি' সে পূরায় মনস্কাম।
পরম সিদ্ধান্ত সার বুঝিল প্রহ্লাদ,
'ক'য়ে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি যার সে পাইল স্বাদ।
তোমরাও লহ পাঠ কৃষ্ণনাম মালা
হবে সর্ব্ব বিদ্যালাভ, যাবে দুঃখ জ্বালা !"
সিদ্ধান্ত শুনিয়া মৃদু হাসি শিষ্যগণ,
কাণাকাণি করে মানি' উন্মাদ লক্ষণ।
কি আশ্চর্য্য ! বলে কেহ,—এ কেমন ভুল !
ইঙ্গিতে জানায় কেহ—হইল বাতুল।
কেহ বলে—বৈদ্য ডাকি' দেখাও নিদান,
বুঝি দিতে হয় বিষ্ণুতৈলের বিধান।
প্রভু কহে পুনঃ পুনঃ, "শুন সত্যবাণী,
কৃষ্ণ ভক্তি পরাবিদ্যা লহ সবে মানি।

ভেবে দেখ গিয়া অদ্য, যাও সবে ঘরে,
না বুঝ সিদ্ধান্ত যদি বুঝাইব পরে।”
সে দিন না হল পাঠ উঠিল সকলে,
‘কি হইল’ ভাবে সব পড়ুয়ার দলে!
কেহ বলে, “পণ্ডিতের যে হইল দশা
স্পষ্ট জিজ্ঞাসিতেওত না পাই ভরসা।
এমত করিলে আর না হয় পঠন,
অন্য টোলে যেতেওত নাহি চায় মন!
এতদিন অধ্যাপক যত্নে পড়াইল,
কাছে রাখি সর্ব্বক্ষণ প্রীতি বাড়াইল;
এবে তার যে হইল উদ্‌ভ্রান্ত চরিত
কি পড়িব তার ঠাঁই না বুঝি বিহিত!”
কেহ বলে, “কি আশ্চর্য্য! না বুঝি কারণ,
আচম্বিতে কেনই বা হইল এমন?
যে আছিল নিশিদিন রঙ্গরসে ভোর
এবে দেখি মহাবাক্‌সংযমী কঠোর।
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বিনা মুখে নাহি বলে অন্য
উচ্চ নীচ সবারে দেখিয়া করে দৈন্য।
ক্ষণে তার রুদ্ধ কণ্ঠ, কম্পিত শরীর,
না বুঝি কেন বা হেন চক্ষে বহে নীর!

অগাধ পাণ্ডিত্য যার ইন্দ্রের প্রতাপ
সে কেন ধূলায় পড়ি করে বাপ্! বাপ্!”
কেহ বলে, “কৃষ্ণ বুঝি প্রবেশিয়া দেহে
বাহির না হয় শুধু জ্বালায় বিরহে!”
হেন ছাত্রগণ কেহ করে অনুমান,
সেদিন চলিল সবে নিজ নিজ স্থান।
পণ্ডিতের দশা হেরি কারো হ’ল দুখ,
হা হুতাশ করি কারো শুকাইল মুখ!
সে দিন সন্ধ্যায় পাঠ রাখিয়া স্থগিত,
পরদিন প্রাতে সবে হ’ল উপস্থিত।
যথাকালে অধ্যাপক এল অধ্যাপনে,
সেইমত ভাবে মত্ত বসিল আসনে।
সেইমত চক্ষে তা’র বহে শত ধারা,
সেই ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ মুখে পাগলের পারা!
এদিনেও কৃষ্ণ বই না হ’ল স্ফূরণ,
পূর্ব্বমত দিল কৃষ্ণনামের পঠন।
পুনঃ সেই কৃষ্ণধাতু, কৃষ্ণই প্রত্যয়,
কৃষ্ণ বই পণ্ডিতের স্ফূর্ত্তি নাহি হয়!
হেন দেখি ছাত্রগণ গণিয়া বিষাদ
প্রভুরে কহিল সবে, “শুন পূজ্যপাদ,

বুঝিলাম ভাগ্যে আর নাহি বিদ্যালাভ,
আর না দেখিব তব পূর্ব্বের স্বভাব;
আর না হাসিবে তুমি, না করিবে রঙ্গ,
পাঠে আর না উঠিবে স্নেহ সুখ তরঙ্গ।
তোমারে দেখিতে এবে উন্মত্তের প্রায়,
কে মুছায় অশ্রুবারি? কিবা সুখ তায়?
তুমি কাঁদ 'কৃষ্ণ' বলি, মোরা যে অভাগা
সহিতে না পারি চিত্তে বড় পাই দাগা!
গয়া হ'তে আসি তব কি হইল প্রভু,
পূর্ব্বে ত এমন ভাব দেখি নাই কভু?"
প্রভু কহে, "যে হইল শুন সবে ভাই,
সে সব কহিব আজ তোমা সবা ঠাঁই।
গয়া হ'তে ফিরিবার পথে এক গ্রাম,
'কানাইয়ের নাটশালা' বলি তার নাম।
সেথায় আসিয়া হ'ল উদ্‌ভ্রান্ত এ মন,
কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক দিল দরশন!
কি সুন্দর শিশু তনু উজ্জ্বল মধুর,
শিশুরে হেরিতে আঁখিতাপ হ'ল দূর!
শিরে চূড়া বাঁধা তার অঙ্গে পীতবাস,
গলে বনফুলহার মুখে মন্দ হাস;

হু'করে বাঁশরী ধরি, কি কহিব হায়,
আঁখিতে ইঙ্গিত করি ডাকিল আমায় !
দেখিমাত্র ছুটিলাম, কি দুর্দ্দৈব মোর,
নিমেষের মধ্যে কোথা গেল চিতচোর !
হায় ! হায় ! কেন শিশু দিল দরশন,
কেনবা লুকা'ল পুনঃ করি আকর্ষণ ?
সেই হ'তে শিশু মোর জাগিতেছে প্রাণে,
কত যে বুঝাই চিতে ধৈর্য্য নাহি মানে !
পাঠ পড়াইতে বসি দেখি অপরূপ,
বর্ণে বর্ণে দীপ্ত তার শ্যামল স্বরূপ !
সেই সে নাচায় মোরে, হরে বুদ্ধিবল,
সেই ত করিল মোরে অধৈর্য্য পাগল !
সামর্থ্য হরিল যদি কি কহিব হায়,
বুঝি এজন্মের মত ঠেকিলাম দায় !
কি আর কহিব মোর নাহিক সেদিন,
যাও ভাই, এবে আমি পূর্ণ পরাধীন।
আমা হ'তে অধ্যাপন না হইবে আর,
অন্য স্থানে পড় পাঠ, কহি বার বার।"
এত বলি প্রভু নিজ গ্রন্থে দিল ডোর,
তবে শিষ্যগণ কহে করি করযোড়,

"জন্মে জন্মে গুরু তুমি সত্য অবতার
নাশিতে অসত্যবিদ্যা অজ্ঞানআঁধার।
তব সঙ্গে যা' সবার না ফিরিল রুচি
কে নাশিবে তা'দের সে চিত্তের অশুচি ?
অন্যত্র বা কোথা যাব কে করিবে স্নেহ,
কে শুনাবে সত্যতত্ত্ব হরিবে সন্দেহ ?
কে আর করিবে দয়া কে নাশিবে ভ্রম,
কে তারিবে তর্কনিষ্ঠ পড়ুয়া অধম ?
অতএব, হে ঠাকুর, ধরি তব পায়,
দাও কৃষ্ণভক্তি পাঠ, না দিও বিদায় !
যে পড়িনু এতকাল যে বুঝিনু সার
এবে দেখি মূলে ভুল ঘটিয়াছে তা'র।
মূলে সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়স্থল ভক্তি,
অবিদ্যা শোধনে সেই সঞ্জীবনী শক্তি।
ভক্তি বিনা ভারতীর না রহে পরাণ,
প্রাণহীন বিদ্যায় অবিদ্যা পায় স্থান।
কৃষ্ণভক্তি পরাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা সার,
মূর্খ সেই ইথে যা'র নাহি অধিকার।
'অধন্য সে জন যার নাহি ভক্তি লেশ'
মস্তকে ধরিনু এই তব উপদেশ।

মোরা সে বুঝিনু আজ অধ্যয়ন-তত্ত্ব,
এবে কৃষ্ণপাঠে কর মো সবারে মত্ত।"
এত বলি শিষ্যগণ উঠি একে একে
অনুরাগে মাতি ডোর বাঁধিল পুস্তকে,
জিজ্ঞাসিল—কহ দেব, কি করি এখন ?
প্রভু কহে—কর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন !
শিষ্যগণ কহে—মোরা না জানি সন্ধান,
শিক্ষা দাও, কীর্ত্তনের যে আছে বিধান।

নবদ্বীপে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের শুভারম্ভ।

এতেক বলিতে প্রভু 'হরিবোল' বলি
স্বয়ং আরম্ভিল নাম দিয়ে করতালি !

কীর্ত্তন

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন
গিরিধারি গোপীনাথ মদনমোহন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব ত্রাহি মাং
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।

উঠিল কীর্ত্তন রোল কেহ বলে 'হরি বোল'
কেহ করে জয় জয় ধ্বনি,
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ পড়ে কা'রো পায়
মহামত্ত গোরা দ্বিজমণি।
মুকুন্দ সঞ্জয় মাতি পুত্র সহ মহামতি
নাচে আজ দুবাহু তুলিয়া,
ধন্য তা'র চতুষ্পাঠী চণ্ডীর অর্চ্চন বাটী
ধন্য হ'ল প্রভুরে পাইয়া!

প্রমত্ত প্রভুর মন নাহি মানে সম্বরণ
'হরি' বলি ছাড়ে সিংহনাদ,
নৃত্যাবেশে দেয় লম্ফ দেহে বিপরীত কম্প
হেরি সবে গণে পরমাদ।
ক্ষণে হয় অর্দ্ধসংজ্ঞা ছু'নয়নে বহে গঙ্গা
সবেমাত্র বলে, "ঐ যায়,
ওরে তোরা দেখ্ দেখ্ কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক
কি স্নুন্দর মুরলী বাজায়!
কি উহার রূপ ঠাম বুঝি রতিপতি কাম
সেহ আঁখি কটাক্ষে অধীর,
কে আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে হেরি ঐ নটরাজে
তিলেক রহিতে পারে স্থির ?"
না হয় কীর্ত্তন শেষ নাহি শ্রান্তি নাহি ক্লেশ
নাচে প্রভু দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে,
হেন দেখি উন্মাদন মুকুন্দের পরিজন
ঘেরিল প্রভুর চারি পাশে।
ক্রমে সে বিরাট্ দেহ বাহু প্রসারিয়া কেহ
হৃদয়ে ধরিল ভাগ্যবান্,
কেহ শুনাইল নাম উচ্চে 'হরে কৃষ্ণ রাম'
প্রভুর হইল বাহ্যজ্ঞান।

মুকুন্দ সঞ্জয় পড়ি প্রভুর চরণ ধরি
করযোড়ে করিল জ্ঞাপন,
'শ্রান্ত তব কলেবর শ্রান্ত সব পরিকর
কীর্ত্তন করহ সমাপন।'
ভক্তের বচন শুনি উচ্চে দিয়া হরিধ্বনি
প্রেমোন্মত্ত প্রভু নটবর,
কীর্ত্তন সমাপ্ত করি ভূমে দিল গড়াগড়ি
অঙ্গ হ'ল ধূলায় ধূসর!

শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণব-সেবন।

নদীয়ায় হেন রঙ্গ আরম্ভিল শ্রীগৌরাঙ্গ
'হরি' বলি নর্ত্তন কীর্ত্তন,
বৈষ্ণব দেখিলে পথে ধেয়ে যায় হর্ষচিতে
কত মতে তোষে তা'র মন!
হেন মতে গতদিন ভক্তভাবে ভক্তাধীন
বিহরে অভিন্ন ব্রজপুরে,
একদিন অতি প্রাতে দেখিল জাহ্নবী পথে
শ্রীবাসাদি আসিছে অদূরে।

সমাপিয়া স্নানকৃত্য সবার আনন্দ চিত্ত
হরিদাস, মুকুন্দ, মাধব,
কৃষ্ণের প্রসঙ্গ তুলি আসে মহাকুতূহলী
শ্রীবাস পণ্ডিতে ঘেরি সব।
দেখিমাত্র লীলাময় উৎকণ্ঠিত অতিশয়
ধেয়ে গিয়ে তা'সবার আগে,
ভজিতে আপন দাসে গললগ্নীকৃতবাসে
দাঁড়াইল দাস্য অনুরাগে।
কে জানে সে ভক্তপ্রাণ ভক্তে বাড়াইতে মান
ছন্নভাবে চলে বিপরীত!
না বুঝি প্রভুর সাধ দাস করে আশীর্ব্বাদ
ভাল সেব্য সেবক চরিত!
বিশুদ্ধ দাস্যের মূর্ত্তি শ্রীবাস না বুঝে বৃত্তি
কি অদ্ভুত প্রভুর ছলনা,
না জানিয়া পরিচয় বাৎসল্য করিয়া কয়,
"কৃষ্ণ তোর্ পূরা'ক্ বাসনা!
হ্যাদে রে নিমাই বাপ্, জীবের যে দুঃখতাপ
হর এবে দিয়া হরিনাম,
সঙ্কীর্ত্তনে তুলি তান ডাকাও প্রেমের বান
ভেসে যাক্ নগরাদি গ্রাম!

হের জীব বৃথা সুখে নিমগ্ন এ ভব-কূপে
সুধা ভ্রমে বিষ করে পান,
কৃষ্ণ ভুলি' পায় তাপ তাপের উপরে তাপ
তবু নাহি চাহে পরিত্রাণ।
না জানি এ কিবা ধন্দ নাহিক ত্যাগের গন্ধ
ভোগে শ্রান্তি বিষয়ে বৈরাগ্য,
অনলে পতঙ্গ প্রায় ঝম্প দিয়া বাসনায়
জ্ব'লে মরে যত হতভাগ্য।
ফিরাতে তাদের গতি কর বাপ্ জীব প্রতি
সকরুণ শুভ-দৃষ্টিপাত!
ভুবন মঙ্গল নাম শুনাইয়া অবিরাম
দূর কর অনর্থ উৎপাত।"
এত শুনি নতশিরে শ্রীবাসাদি ভক্তাদিরে
কহে প্রভু করিয়া বিনয়,
"তোমরা বৈষ্ণবগণ যে করিবে আকিঞ্চন
কৃষ্ণ তাহা পূরা'বে নিশ্চয়।
মোরে উপলক্ষ করি যদি দয়াময় হরি
পূরায় এ ভক্তবাঞ্ছা তার,
তোমরা যে পূজ্যপাদ আগে কর আশীর্ব্বাদ
আগে শক্তি করহ সঞ্চার।

না করি বৈষ্ণব-সেবা সে যোগ্যতা লভে কেবা
মূলে যার বৈরাগ্য বিবেক,
না হয় যদ্যপি সৎ- গুরু কৃষ্ণ ভাগবত
মহৎ পদরজ অভিষেক ?”
এত বলি প্রেমাধার যত্ন করি তা' সবার
স্নানসিক্ত পরিধেয় বাস,
মাগিয়া লইল ছত্র কুশাসন বারিপাত্র
সৎসেবা করি অভিলাষ।
সিক্তবস্ত্র শিরে ধরি তবে লীলাময় হরি
কাঁধে ছত্র কমণ্ডলু করে,
বহিয়া ভক্তের বোঝা চলিল ভক্তির রাজা
প্রতি দাস ভক্ত ঘরে ঘরে !

শ্রীঅদ্বৈতের সংশয়-ভঞ্জন।

এদিকে অদ্বৈত প্রভু অনুভব পান কভু
যোগে যাগে না হয় সাক্ষাৎ ;
গৌরাঙ্গ চরিত্র শুনি হাসেন আচার্য্যমণি
কভু বা করেন অশ্রুপাত !

আবিষ্ট অজ্ঞান ক্ষণে ক্ষণে বা আপন মনে
আপনিই ক'ন কত কথা ;
বলেন, "রে চিতচোর, একি ব্যবহার তোর
লুকাইয়া রহিবিরে কোথা ?
আসি এ নদীয়াপুরে ক'দিন রহিবি দূরে
বুঝিব বুঝিব ভারিভুরি ?
রহরে দু'দিন আর দেখাইব চমৎকার
চোরের উপরে মোর চুরি !
কে শুনিবে মোর কথা মোর যে হৃদয় ব্যথা
অন্য কে বুঝিবে সাতে পরে,
কৃষ্ণরে ! প্রভুরে মোর ! কি ভাবিয়া ননীচোর
বারেক না এলি মোর ঘরে ?
গীতার না হয় ব্যাখ্যা ধিক্ মোর শাস্ত্র শিক্ষা
বিদ্যা বুদ্ধি অনর্থ নিশ্চয় ;
নহে কি এ মতিচ্ছন্ন বলি এক বুঝি অন্য
চিত্তের ত না হরে সংশয় ?
মাঝে মাঝে লাগে ধন্দ না পাই যে সুসিদ্ধান্ত
জ্ঞান বই ভক্তি অনুকূল ;
শুষ্ক মায়াবাদিগণে ভক্তি বা বুঝিবে কেনে
তত্ত্বে যদি না বুঝাই মূল ?"

এত বলি সীতানাথ ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তনাদ
ক্ষণেকে করেন হুহুঙ্কার,
আবিষ্ট অজ্ঞান ক্ষণে ক্ষণে বা আপন মনে
গান 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বারংবার !
একদিন গীতা ল'য়ে পড়িতে আবিষ্ট হ'য়ে
এক শ্লোকে লাগিল বিষম ;
করিলেন যত অর্থ সকলি হইল ব্যর্থ
অন্তরের না ঘুচিল ভ্রম।
বড় হ'ল মনকষ্ট যাহে ভক্তিবাদ শ্রেষ্ঠ
তা'র কিছু না পেয়ে সন্ধান,
পরীক্ষিতে ভক্তিবল ত্যজিলেন অন্নজল
অনশনে ছাড়িতে পরাণ।
হেন যদি শ্রীআচার্য্য হারাইয়া জ্ঞান ধৈর্য্য
ত্যজ্য করিলেন স্নানাহার,
নিশি দ্বিপ্রহরে আসি স্বপ্নযোগে গোরাশশী
তুষ্ট করে সেবকে তাহার—
"উঠহ আচার্য্য রায়, ভোজন করহ, হায় !
তুমি মোর সর্ব্বদাসবর্য্য,
রাখিতে তোমার পণ আসিনু ধরায় পুনঃ
তবু তুমি কেন হে অধৈর্য্য ?

মোর স্বতন্ত্রতা যত শতবার প্রত্যাহত
তব স্থানে সব শক্তিহীন,
নাম ধরি 'ইচ্ছাময়' তবু মোর পরাজয়
মোর ইচ্ছা তব ইচ্ছাধীন।
যেমত বসা'য়ে হাট যে তুমি দেখিবে নাট
সেই মত নাচিব হে আমি!
উঠ উঠ সীতানাথ, পূরাইতে ভক্তসাধ
আমি চির-ভক্ত-অনুগামী!"
নিদ্রাভঙ্গে সীতাপতি উঠিলেন শীঘ্রগতি
আনন্দে অধীর তনুমন,
স্বপ্নের স্বরূপ হ'তে চিনিলেন ভালমতে
এই মোর মুরলীবদন!
নিশা দ্বিপ্রহর প্রায় তবেত আচার্য্য রায়
স্নানাহ্নিক করি সমাপন,
রক্ষিতে স্বপ্নের বাণী কৃষ্ণের প্রসাদ আনি
করিলেন আনন্দে ভোজন।
দিনে দিনে মহাশয় হেরি জীবদুঃখচয়
প্রার্থনা করেন কত মত;
কভু করি হা হুতাশ ছাড়ি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
কঠোর সঙ্কল্পে হন রত।

আর দিনে শ্রীঅদ্বৈত সমাপিয়া স্নানকৃত্য
করিছেন তুলসী অর্চ্চন,
প্রভাতে পরম রঙ্গে গদাধরে ল'য়ে সঙ্গে
প্রভু আসি'দিল দরশন।
দাঁড়াইল বিশ্বম্ভর বামে প্রিয় গদাধর
অঙ্গে অঙ্গ হেলা'য়ে সুঠাম,
আজ বড় শুভদিন ভক্তদ্বারে ভক্তাধীন
পূরাইতে এল মনস্কাম!
গৃহে সমাগত প্রভু মুদ্রিত নয়ন তবু
পূজা ধ্যানে মগ্ন সীতানাথ,
অদ্বৈত স্বরূপে দেখি প্রেমে ছল ছল আঁখি
ঢলিয়া পড়িল গোরাচাঁদ!
মূর্চ্ছাগত নাগরেন্দ্র বুঝি' গদাধর চন্দ্র
যত্নে শোয়াইল নিজ ক্রোড়ে;
চকিতে অদ্বৈত চিত কে করিল আকর্ষিত
অর্চ্চন আবেশ গেল দূরে?
মুহূর্ত্তে অর্চ্চনা রাখি অদ্বৈত মেলিয়া আঁখি
দেখিলেন আপন অঙ্গনে—
কে যেন কাহার কোলে ভাসি দুটী আঁখি জলে
সংজ্ঞাহীন লুটে ধরাসনে!

ভাবিলেন—এ কে বটে! আসি তার সন্নিকটে
ভালমতে করি দরশন,
হেরি প্রেমাবিষ্ট মূর্ত্তি প্রাণে পাইলেন স্ফূর্ত্তি
বুঝিলেন—এই প্রাণধন!
তবে ত আচার্য্যমণি করি মহাজয়ধ্বনি
এক গুচ্ছ তৃণ ধরি দন্তে,
গলবাসে করযোড়ে ভাসি ছুটী আঁখিনীরে
আর্ত্তি আরম্ভিল পদ প্রান্তে:—
"হে নাথ, হে প্রভু মোর, চিনেছি হে চিতচোর
এতদিনে হইল কি দয়া,
যে করিনু জপ তপ পূর্ণ কি হইল সব
তাই আজ দিলে পদছায়া?
আর ত না ছাড়িব হে রাখিব আপন গৃহে
গোষ্ঠি সহ পূজিব তোমায়;
যদি হই তব দাস একান্তই অভিলাষ
পূরাইতে হবে করুণায়।
এইত পেয়েছি আজ কোথা যাবে নটরাজ
বাঁধিব চরণ ভক্তিডোরে!
জানিহে তোমায় জানি চিত-চোর-চুড়ামণি
ভাব ভঙ্গী কি দেখাও মোরে?"

এত বলি ভক্তবীর ঢালিয়া জাহ্নবী নীর
ধোয়া'লেন রাঙ্গা পা দু'খানি ;
যত্নে ধরি নিজকোলে চন্দন তুলসীদলে
পূজা আরম্ভিলেন আপনি—
নমস্তে ব্রহ্মণ্য দেব অনন্তের অধিদেব
জয় প্রভু গোলক বিহারী।
শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম গোবিন্দ মাধব নমঃ
নমঃ গো ব্রাহ্মণ হিতকারী ॥

সিন্ধুরা—তেতালা।

নমস্তে ব্রহ্মণ্য দেব গোলক বিহারী
সুরবৃন্দ-বন্দ্য শ্রীমুকুন্দ মুরারী ॥
বন্দে কমল লোচন
কৃষ্ণ জনার্দ্দন
গো ব্রাহ্মণ হিতকারী ॥
জয় হরি যাদব
মুরহর মাধব
জয় জয় কেশব কংসারি—

জয়, বিশ্বেশ্বরেশ্বর
দেব বিশ্বম্ভর
দ্বিভুজ গৌররূপ ধারী ॥
মরম যাতনা যত
কি আর জানাব নাথ
কি আছে অবিদিত তোমারি—
হর হে হর এবার
এ "বিশ্বরূপের" ভার
হর তাপ, তাপ দুঃখ-বারী ॥

———

হেন দেখি বিপরীত, কম্পিত গদাই
করযোড় করি কহে অদ্বৈতের ঠাঁই,
"কি কর, কি কর, দেব, আচার্য্য ঠাকুর
ইথে হবে পণ্ডিতের অহিত প্রচুর !"
অদ্বৈত কহেন, "কিবা জান গদাধর,
বড় রঙ্গরসময় তোমার নাগর !
পরম রহস্য ভেদ করিয়াছি আমি
তোমার নাগর মোর প্রভু অন্তর্য্যামী।

ব্রজ হ'তে চিতচোর নদীয়ায় আসি
ছন্নভাবে এতদিন বাজাইছে বাঁশী।
জীব দুঃখে যত আমি করি আর্ত্তনাদ
অন্তরে অন্তরে রাখে সকল সংবাদ।
স্বপ্নযোগে আসে যায় না দেয় দর্শন,
স্বপ্নে হাত বাড়াইতে করে পলায়ন।
বহুদিন মোর সঙ্গে সাধিয়াছে বাদ
হাতে পেয়ে আজ তাই পূরাইনু সাধ!"
অতঃপর গৌরাঙ্গের টুটিল আবেশ,
সুস্থ হ'য়ে অদ্বৈতেরে কহিল বিশেষ,
"তুমি ত অদ্বৈত মোর জ্যেষ্ঠের আচার্য্য,
সে সম্বন্ধে কর হিত উচিত যে কার্য্য।
জীব দুঃখে সকরুণ তুমি সর্ব্বগুরু,
ভক্তি, ভগবান্ দিতে তুমি কল্পতরু।
তব শ্রীচরণ ধূলি, তব পাদোদক,
তোমার উচ্ছিষ্ট সত্তা ভক্তিপ্রবর্দ্ধক।"
এত বলি স্তুতি করি একান্ত সেবকে
তার পদধূলি নিল আপন মস্তকে।
আচার্য্য ভাবেন মনে—এও চমৎকার!
রাখ কিম্বা মার, নাথ, যে ইচ্ছা তোমার!

তুমি প্রভু আমি তব তুচ্ছ দাসাভাস,
মোর স্থানে যে করিছ দৈন্যের প্রকাশ—
কে বুঝে রহস্য তার অচিন্ত্য সে সব,
তোমাতে সকলি সাজে সঁকলি সম্ভব।"
এত ভাবি অদ্বৈত সে ভাব রাখি দূরে,
অন্য ভাবে হাসি কিছু শুনা'ল প্রভুরে :—
"এতই মহিমা মোর ছিল তব জানা,
প্রয়োজনও ছিল কিন্তু আসিতেই মানা!
ভুলেও ত এ গৃহের না ছুঁইলে ছায়া,
অদ্য যে আসিলে বড় দেখাইতে মায়া?
যা হোক্ শ্রীকৃষ্ণ আজ দিল শুভক্ষণ,
প্রভাতে পাইনু মোর বাঞ্ছিত যে ধন।
গুরু কিম্বা লঘু মোরে যে কর বিচার,
সঙ্গ সুখে যেন না বঞ্চিত হই আর!"
অদ্বৈত বচনে মৃদু হাসি গৌররায়,
গদাধর সঙ্গে তবে লইল বিদায়।
প্রভুর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া গোঁসাই,
শুদ্ধমনে করে নিজদাস্যের বড়াই :—
'আমি শ্রীঅদ্বৈত যদি হই কৃষ্ণদাস
ও ভাবে না পূর্ণ হবে মোর অভিলাষ।

মোর মনে চায় মহাপ্রকাশ দর্শন,
সে সুখ বৈভবে যদি পাই আকর্ষণ—
তবেই জানিব তুমি নিকটে কি দূরে ;
না র'ব হেথায় আমি যাব শান্তিপুরে।'
হেন শ্রীআচার্য্য রায় করিয়া মনন,
অতঃপর শান্তিপুরে করিল গমন।

শ্রীবাস মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শুনিল সংবাদ,
শান্তিপুরে গিয়াছেন শ্রীআচার্য্যপাদ।
এত শুনি শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগ্যবান্
নিজ গৃহে করি কৃষ্ণকীর্ত্তনের স্থান,
পাত্রমিত্রাদি সহিত হ'য়ে একমন
প্রভুরে আনিল গৃহে করি নিমন্ত্রণ।
প্রভু আসি আরম্ভিল কীর্ত্তনে বিহার,
শ্রীবাস শ্রীঅঙ্গনের রুধিল দুয়ার।

চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ ঘেরিল প্রভুরে,
মুকুন্দ ধরিল তান ভাটিয়ালী সুরে।
গোবিন্দ মৃদঙ্গবাদ্যে পরম নিপুণ,
বাদ্য আরম্ভিতে আজ মাতিল দ্বিগুণ !
কেহ করতাল, কেহ করি শঙ্খধ্বনি,
কীর্ত্তনে নাচিতে সঙ্গে সাজিল অমনি।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গকান্তি কিবা মনোহর,
কটিতে ত্রিকচ্ছ পীত-বসন-সুন্দর !
তুলসীর কণ্ঠি কণ্ঠে শোভিত মধুর,
পৃষ্ঠে এলাইত ঘনকুঞ্চিতচিকুর।
স্কন্ধে সূক্ষ্ম উপবীত, গলে পুষ্পমালা,
কিবা সে প্রসর বক্ষে করে হেলা দোলা !
যুগল চরণে কিবা রতন নূপুর,
জিতং জিতং বাজে শ্রবণে মধুর !
মাতিল গৌরাঙ্গচাঁদ কীর্ত্তনের রোলে,
নৃত্য আরম্ভিল আজ 'হরিবোল' বলে'।
নৃত্যাবেশে গৌরাঙ্গের কম্পিত শরীর,
পূরবের ভাবে মত্ত ঝরে আঁখিনীর।

কীর্ত্তন মিশ্রিত মল্লার—কাওয়ালী।

কম্পই ঘন ঘন কমল শরীর
চম্পক বরণ বিবরণ ভেল
মহাভাবহি করল অধীর ॥
মন্দহসিত সুচারু চন্দ্রমুখ
হোয়ল গুরু গম্ভীর।
ভাবহি ডগমগ পহুঁ শচীনন্দন
নাচত কীর্ত্তন বীর ॥
পরিসর হিয়া বাহি জানু বিলম্বিত
দোলত নানা ফুলহার
দোলত পীঠপর কৃষ্ণ সুচিক্কণ
কুঞ্চিত কুন্তল ভার—
পহিরণ পট্টাম্বর, পদে সুবরণ
নূপুর মণি মঞ্জীর
পূরব ভাবে মন মগন, বদন বাহি
অঝোর ঝরত আঁখিনীর ॥
গৌরক বামে অথির গদাধর
হরি রস প্রেম বিকারে

ভকত হরিদাস শ্রীবাস সঙ্গ
নাটরঙ্গ দেখত একধারে
সবহুঁ নাচত সবজন গাওয়ত
সব ভেল বিকল অথির
এ "বিশ্বরূপ" ইহ শ্রবণে কি দরশনে
বঞ্চিত অন্ধ বধির ॥

শ্রীবাসকে নৃসিংহ মূর্ত্তিতে দর্শনদান।

হেনমতে নিত্য উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি,
শ্রীবাস অঙ্গনে নিত্য নাচে দ্বিজমণি।
গৌরাঙ্গনটনে মুগ্ধ শ্রীবাসের মন,
নৃত্যকালে দেখে গোরা—ব্রজেন্দ্রনন্দন !
স্বতঃই কীর্ত্তনে যদি হেন স্ফূর্ত্তি হয়
দাসের বাৎসল্যপ্রেম ক'দিন বা রয় ?
ভুলিল গৌরাঙ্গ নিজবান্ধবনন্দন
বাৎসল্য ছাড়িয়া তার দাস্যে গেল মন।
না কহে শ্রীবাস কারো ঠাঁই কোন কথা,
শুদ্ধ দাস্য তার ভক্ত নারদের যথা।

তথাপি এ কলিকালে ছন্ন অবতার,
ঐকান্তিক ইষ্ট নিষ্ঠা হ'তে প্রাপ্তি তা'র।
গুরুদত্ত নাম মন্ত্র জপে যে আসক্তি
তা' হ'তে উদয় হয় অহৈতুকী ভক্তি।
এত জানি শ্রীবাসপণ্ডিত ভক্তিমান্
নৃসিংহের মন্ত্রজপে রহে সাবধান।
একদিন নিজ ইষ্টে পাইয়া উল্লাস
নৃসিংহের ধ্যানে মগ্ন রহিল শ্রীবাস।
দিবা দ্বিপ্রহর প্রায় হইল অতীত,
না মেলিল আঁখি নাহি উঠিল পণ্ডিত।
বুঝিয়া তাহার চেষ্টা প্রভু বিশ্বম্ভর
ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে আইল সত্বর।
নৃসিংহের ভাবে প্রভু নবদ্বীপপতি
ধরিল অপূর্ব্বরূপ অদ্ভুত প্রকৃতি!
'শ্রীবাস' 'শ্রীবাস' বলি ডাকি বারে বারে
সজোরে মারিল লাথি মন্দির ছুয়ারে!
ভাঙ্গিল গৃহের দ্বার বিপরীত রঙ্গ
শব্দ শুনি শ্রীবাসের ধ্যান হ'ল ভঙ্গ।
তবে ত শ্রীবাস দেখে বিষ্ণুর খট্টায়
বীরাসনে বিশ্বম্ভর গর্জ্জে উভরায়!

ধ্যানের মূরতি যেই ঠিক সেই ভাব
হুঙ্কারে প্রকট করে সিংহের প্রভাব !
মহাজ্যোতির্ম্ময় কান্তি চতুর্ভুর্জ রূপ,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তে অপরূপ।
হাসি কহে, "কার ধ্যান করিস্ শ্রীবাস ?
এইত এসেছি মোর দেখ্‌রে প্রকাশ !
মোরে পরীক্ষিছে নাঢ়া* শান্তিপুরে থাকি,
অন্যদিন পাব তারে, রহুক্ সে বাকী।
ডাক্ তোর আত্মজন যেখানে যে রয়
করুক দর্শন মোরে দিলাম অভয়।
জীব দুঃখে যত তুই করিলি রোদন,
সে সব শুনিয়া মোর দগ্ধ তনু মন !
ভক্তি নাহি মানে জীব করে অহঙ্কার,
তা' সবে বলিস্ তুই করিতে উদ্ধার—
ভক্তদ্রোহী জীব সব অসুর পাষণ্ড,
বধিলে উচিত হয় তা সবার দণ্ড !
এতদূর স্পর্দ্ধা, করে ভক্তে নির্য্যাতন
নখে চিরে পাষণ্ডের বধিব জীবন !"

---

* শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

আচম্বিতে এ অদ্ভুত প্রভুর প্রকাশ,
হেরি ভক্ত শ্রীবাসের উপজিল ত্রাস।
মনে ভাবে—সর্ব্বনাশ ঘটিল নিশ্চিত,
কি করিতে কি হ'ল এ হিতে বিপরীত!
যে শাণিত সুদর্শন ধরিয়াছে প্রভু,
এ ভাবে জীবের কার্য্যে ডাকিনিত কভু!
আতঙ্কে শ্রীবাস করি সাষ্টাঙ্গে প্রণতি
নতজানু হ'য়ে পুনঃ আরম্ভিল স্তুতি :—
"সম্বর সম্বর দেব, প্রভু চক্রপাণি,
ক্ষম অপরাধ জীবে মন্দভাগ্য জানি।
অজ্ঞান জীবের দোষ লইতে কি হয়?
শান্ত হ'য়ে তা' সবারে দেহ পদাশ্রয়।
রাম আদি অবতারে বধিলে রাক্ষস,
অদ্যাপি এ ত্রিসংসার ঘোষে তব যশ।
যে যুগের যেই কার্য্য বুঝিলে যেরূপ
জীবোদ্ধার হেতু যোগ্য ধরিলে স্বরূপ।
দিনে দিনে গত সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর,
কলির হরিতে ক্লেশ এলে অতঃপর।
নাহি হেথা হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু,
কে করিবে রণ? কেবা সমকক্ষ রিপু?

নাহি লঙ্কেশ্বর কিবা কুম্ভকর্ণ বীর,
মৃত্যুবাণ হানি কা'র উপাড়িবে শির ?
নাহিক সেদিন এবে শুন চক্রধারী,
একাল সেকাল দুই দেখহ বিচারি।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যা'রা পাষণ্ড অসুর,
তা'রাও ধরিত যুদ্ধে সামর্থ্য প্রচুর।
রাক্ষস হলেও তা'রা মহাতেজ সিদ্ধ,
প্রাণান্তে লভিল তাই তোমার সান্নিধ্য।
এবে দেখ এ যুগের রীতি চমৎকার,
বিপ্র হ'য়ে করে জীব ম্লেচ্ছের আচার।
শাস্ত্র পড়ি করে পাপ নাহিক সংযম,
বিষকুম্ভ পয়োমুখ এ বড় বিষম।
নাহি তেজ, বীর্য্য শুধু কুতর্কে প্রবল,
মদান্ধ, মলিন, হীন, অক্ষম, দুর্ব্বল।
যক্ষ পূজি মদ্যমাংসে করে ব্যভিচার,
পশুবলে পূর্ণ জীব পশু নরাকার।
অন্তরে কপটবিষ লাম্পট্যে নিপুণ,
হিংসা দ্বেষ ভিন্ন কিছু না দেখি সদ্‌গুণ।
এ সব কলির কীর্ত্তি ! জীবের কি দোষ ?
অতএব শান্ত হও ! সম্বর এ রোষ !

কৃপা করি এ জীবের দাও সদ্‌বুদ্ধি,
বধিলে কি তা সবার হবে চিত্তশুদ্ধি ?”

শ্রীবাসের স্তুতি।

এত করি নিবেদন শ্রীবাস উদার
আরম্ভিল স্তুতি নতি বিবিধ প্রকার ঃ—
“জয় প্রভু বিশ্বম্ভর তোমারে প্রণতি,
প্রেমে বিশ্ব ভর নাথ হর এ দুর্গতি।
তুমি যে এসেছ প্রভু তারিতে অবনী
অন্তরে জাগিছ তবু কেন গুণমণি,
বাহিরে না দাও ধরা, জীবের কি দায় ?
ছন্ন তুমি, মুগ্ধ জীব তোমার মায়ায় !
তোমার মহিমা ঘোষে বিধি পুরন্দর,
পঞ্চমুখে তব নাম গান মহেশ্বর।
ভুবনপাবন তুমি সেইত কারণ,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হও সনাতন।
সত্যে তুমি শুক্লবর্ণ, রক্ত ত্রেতাযুগে,
তুমি কৃষ্ণবর্ণ দ্বাপরের অন্ত ভাগে।

পীতবর্ণ এ কলির প্রথম সন্ধ্যায়,
এই তব চারিবর্ণ সাধু শাস্ত্রে গায়।
তুমি কল্প কল্পান্তরে রহ বর্ত্তমান,
সৃষ্টি স্থিতি লয় সব তোঁমারি বিধান।
তুমিই রচনা করি এ বিশ্ব সংসার
বারিগর্ভ হ'তে বেদ করিলে উদ্ধার।
তুমি হ'লে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন,
ত্রেতায় শ্রীরামরূপে বধিলে রাবণ।
ধন্য! ধন্য! তুমি দেব, অনন্ত জীবন,
কি জানি তোমার স্তুতি তব আরাধন?
কি ভাগ্যে দীনের ঘরে হইলে প্রকাশ,
কোন্ দ্রব্যে পূজিব হে কহ পীতবাস?"
হাসি কহে বিশ্বম্ভর, "শুন মতিমান্,
ভক্তি হেতু তব গৃহে মোর অধিষ্ঠান।
ভক্তি শূন্য পূজা তুচ্ছ নানা রত্ন ধনে,
শুদ্ধ প্রেমে মুগ্ধ আমি তুলসী চন্দনে!
পূজিতে বাসনা যদি তুষ্টির কারণ
যেবা ইচ্ছা পূজ আজ করিব গ্রহণ।"
ভক্তির পূজকশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিত
পূজা আরম্ভিল তবে হ'য়ে হরষিত।

ধূপ, দীপ, গন্ধপুষ্প, নৈবেদ্যাদি নানা,
বৈধী পূজা দ্রব্য আর যত ছিল জানা।
থরে থরে সাজাইল দ্রব্য সারি সারি,
এক পাত্রে সুশীতল সুরধুনী বারি।
ভোগে দিল থালি ভরি লড্ডুক মোদক,
সর, ননী, ছানা, ক্ষীর, পক্কান্ন, পিষ্টক।
ঘণ্টাবাদ্যে অভিষেকমন্ত্র পাঠ করি
ধোয়াইল পদযুগ নিজ বক্ষে ধরি।
নয়নে না ধরে জল, কাঁদে ভক্তরায়,
সাবধানে করে পূজা, ধৈর্য্য বা হারায়!
প্রেমানন্দে ঘটে যদি সেবানন্দ বাদ
অতএব মানে প্রেম, পূজায় প্রমাদ!
নানা ভাবে নানা মন্ত্র পড়ি বার বার
সাক্ষাতে পূজকবর পূজে সারাৎসার!
অতঃপর মূল মন্ত্র মৃদু উচ্চারণে
চন্দন তুলসী দিল শ্রীরাঙ্গাচরণে!
হাসি প্রভু বিশ্বম্ভর নৃসিংহ সাক্ষাৎ
ভোজনের দ্রব্যপানে বাড়াইল হাত।
রহস্য করিয়া কহে, "রাখহ পূজন,
ভোজ্য দেহ আগে আমি করিব ভোজন।"

শাস্ত্রে গায় যে প্রভুরে অখিলের ভূপ
সে আজ ভক্তের দ্বারে ভোজন লোলুপ !
এইত বিশুদ্ধ দাস্য কৈতববিহীন,
এই প্রেমে মুগ্ধ হরি, নাঁম ভক্তাধীন।
প্রেমে বাধ্য প্রেমময় প্রেমিকের দ্বারে,
দুর্য্যোধন পূজিল যে নানা উপচারে—
ঐশ্বর্য্য গর্ব্বিত রাজা কপট শ্রদ্ধায়
তুষিবারে অর্ঘ্য দিল শ্রীগোবিন্দ পায় ;
তা'র যোড়শোপচারে না পাইয়া প্রীতি,
কপটের স্থানে রাখি কাপট্যের রীতি,
প্রশংসার ছলে করি নিমন্ত্রণ রক্ষা
বিদুরের খুদ খেয়ে দিল তা'রে শিক্ষা।
এ শুধু ভক্তের প্রতি বাৎসল্য অশেষ,
ভক্তদত্ত দ্রব্যে তাঁর স্বতন্ত্র আবেশ।
প্রেমভুখা প্রভু তাই নদীয়াবিহারী
ভক্তদত্ত ভোগ চাহে দু'বাহু পসারি !
প্রভুর এ চেষ্টা দেখি শ্রীবাস ধীমান্
একে একে ভোগপাত্র করিল প্রদান।
নৃসিংহের ভাবে প্রভু বিশ্বম্ভর রঙ্গী
ভোজন আনন্দে কত প্রকটিল ভঙ্গী !

শ্রীবাস আপন গৃহে পেয়ে নিজনাথ,
নানামতে ভুঞ্জাইল পূরাইতে সাধ।
ভোজনান্তে মুখে দিল কর্পূর তাম্বুল,
গোষ্ঠিসহ পদে পঁড়ি হইল ব্যাকুল।
তা' সবারে দিল প্রভু চরণে আশ্রয়,
শিরে হাত দিয়া কা'রো দানিল অভয়।
মাতিল নৃসিংহপ্রেমে মালিনী, শ্রীবাস,
ভাই, বন্ধু, সুতাসুত আদি দাসী, দাস।
সবে যবে আত্মহারা আবেশে অজ্ঞান,
চকিতে নৃসিংহরূপ হ'ল অন্তর্ধান।
সবার সম্মুখে গোরা শ্রীশচীনন্দন
দাঁড়াইল নটবর সহাস্য বদন !
শ্রীবাসে ধরিয়া কিছু কহিল বিষয়,
"অন্য স্থানে অন্য রীতি, তব স্থানে নয়।
যে দেখিলে যে বুঝিলে আমার প্রকাশ
অন্যে ইহা শুনিলে কি করিবে বিশ্বাস ?
অতএব কারো স্থানে না কহিবে স্থির,
আমার এ ছন্নলীলা পরম গম্ভীর !"
এত শুনি হাসি কহে রসিক শ্রীবাস,
"করে আচ্ছাদিব কিবা রবির প্রকাশ ?

তুমি নাথ এতদিন ভাণ্ডাইলে বড়,
আরো কি জীবের ভাগ্যে রবে অগোচর ?
অনেক ছলিলে প্রভু আর ছল বৃথা,
ঢাকিলে চাপিলে আর নয় শুনিব কথা
নিত্য সঙ্কীর্ত্তনে যেই অনুভব হয়
সাক্ষাতে কহিতে কিছু মনে বাসি ভয় !
মুকুন্দাদি হরিদাস যে পাইল সঙ্গ
অন্তরে অন্তরে সবে বুঝিল এ রঙ্গ।
মোর অনুভব এবে শুন রসরাজ,
তোমারি প্রেরণা ইহা শুনিতে কি লাজ ?
দেহমাত্র গোরা তব, এ নহে স্বরূপ,
রাই অঙ্গ সঙ্গে তব করিল এ রূপ।
এবে পরিচয় তব নাহি ইহা বিনে,
যে কিছু নিজস্ব, তুমি বিকা'য়েছ ঋণে।
রাধার মাধুর্য্য লীলা রস যশ সার,
আস্বাদিয়া পিয়াইতে এ লীলা তোমার—
যাবৎ না হবে জীবে রাধাতত্ত্ব বোধ,
তাবৎ প্রিয়ার ঋণ না হইবে শোধ।
ভাল সত্যে ঠেকিয়াছ তুমি রসময়,
রং ঢং ফিরায়েছ, ইথে কিবা হয় ?

স্বভাব ছাড়িতে নার, এই চমৎকার !
মোদেরও স্বভাব মোরা না ছাড়িব আর ।
তোমার এ ছন্ন ভাব তোমাতেই থাক্,
মোরা তো দশের মধ্যে বাজাইব ঢাক !”
এত শুনি হাসি প্রভু পলাইতে চায়,
শ্রীবাস পণ্ডিত পড়ি লুটাইল পায় ।
মুকুন্দাদি ভক্তগণ কিবা আকর্ষণে,
দলে দলে আসি সবে মিলিল অঙ্গনে !
সমস্বরে সবে দিল মহাজয়ধ্বনি—
‘জয়রে জয়রে গোরা জয় দ্বিজমণি !
জয়রে ব্রজের বাঁকাসখা গুণধাম,
জয় ব্রজবধূগণ নয়নাভিরাম ।’
ধ্বনি শুনি প্রভু ভাবে হইল মগন,
বামে আসি গদাধর চাহিল বদন ।
গদাধরে দেখি গোরা হইল ত্রিভঙ্গ,
সবে আরম্ভিল গীত নবীন প্রসঙ্গ—

কীর্ত্তন মিশ্র ছায়ানট—একতালা।

এসেছে ব্রজের বাঁকা, কালোসখা দেখ্‌বি আয়
তোদেরি এই নদীয়ায়।
তার রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে কালো এখন চেনা দায়
তোদেরি এই নদীয়ায়॥
আর তার কালোবরণ নাই
(ওসে) রাই অঙ্গ সঙ্গ পেয়ে গৌর হয়ে তাই,
সেথাকার প্রেমের খেলা
খেলতে এসেছে হেথায়,
তোদেরি এ নদীয়ায়॥
ব্রজের কুলললনা
যার বাঁশী শুনে ভুলত কুলের ধরম রাখ্‌ত না
সেই রাধার প্রেমের নাগর
(সেই রাধার রসের নাগর)
(সেই রাধার গুণের নাগর)
এখন গৌর নাম ধরায়
তোদেরি এ নদীয়ায়॥

প্রেমেতে ঋণী হ'য়েছে
তারা তাই হাতের বাঁশী কেড়ে নিয়ে বিদায় দিয়েছে ;
রাধা নাম সাধবে কিসে
(বাঁশী নাই নাম সাধবে কিসে)
(এত সাধনের নাম সাধবে কিসে)
বদনে তাই গুণ গায়
তোদেরি এই নদীয়ায় ॥

ওগো ওর প্রেমের এইত রীত
আগে মন মজা'য়ে শেষটা বড় জ্বালায় বিপরীত,
এখনও যায়নি স্বভাব
(রং ফিরেছে যায়নি স্বভাব)
(ঢং ফিরেছে যায়নি স্বভাব)
(এমন গৌর হয়েও যায়নি স্বভাব)
ক্রমে পাবি পরিচয়
তোদেরি এই নদীয়ায় ॥

এ কাঙ্গাল "বিশ্বরূপে" কয়
এত শুধু রাইরূপেতে অঙ্গ ঢেকে রঙ্গ করা নয়,
ত্রিভুবন উদ্ধারিলে
(জনে জনে উদ্ধারিলে)

(আচণ্ডালে উদ্ধারিলে)
(বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ হ'লে)
তবে খালাস ঋণের দায়
ভোদ্দেরি এই নদীয়ায় ॥

বহিল প্রেমের বন্যা শ্রীবাসের ঘরে,
মহাশব্দে গৌরনাম উঠিল অম্বরে।
নবভাবে পেয়ে আজ নবীন ত্রিভঙ্গে
মাতিল ভক্তের প্রাণ নবরস রঙ্গে।
গৌরাঙ্গস্বরূপ রূপ মাধুর্য্যের সার,
যত হেরে তত মুগ্ধ নয়ন সবার!
কিবা সে দর্শন সুখ, নাহি তার শেষ,
বারেক চাহিতে হরে আঁখির নিমেষ!
দিশেহারা ভক্তগণ চাহিতে চাহিতে,
কেহ বা বিচারে কিছু ভাবাবিষ্ট চিতে—
এমন সুন্দর গোরা ছিল বা কোথায়,
না জানি কোন্ বা বিধি গড়িল উহায়?
ধন্য সে বিধির সূক্ষ্ম সৃজন-চাতুরী,
ওরূপ গড়িতে কত ঢালিল মাধুরী!

কিন্তু বিধি অরসিক অনুভব হীন,
অথবা বিষম মূর্খ ঘোর অর্ব্বাচীন !
গড়িল গৌরাঙ্গ যদি হেরিয়া নয়নে
গড়িতে গড়িতে বিধি না মজিল কেনে ?
মজিত যত্তপি তার থাকিত প্রমাণ,
তিল অদর্শনে কিরে ধরিত সে প্রাণ ?
হৃদয়পুতলী করি না রাখিয়া তা'য়
ছাড়িল বা অযতনে কার ভরসায় ?
ধিক্ বিধি ! ধিক্ তার সৃজনাভিমান,
এমন গৌরাঙ্গে হৃদে নাহি দিল স্থান !
পুনঃ ভাবে—নহে নহে এই তার যশ,
হেন যে গড়িল গোরা সে কিরে নীরস ?
পরম রসিক বিধি পরম করুণ,
মজিয়া ছাড়িল সহি বিরহ দারুণ।
গৌরাঙ্গে মজিয়া বুঝি হেন হয় ভাব,
একা ভোগ করিবার না রহে স্বভাব।
তাই ছাড়িয়াছে বিধি প্রাণাধিক ধনে
ওরূপ দেখা'য়ে সুখ দিতে জগজনে।
হেনভাবে মত্ত কেহ ভক্ত ভাগ্যবন্ত,
ভাবনিধি দর্শনের উল্লাস অনন্ত।

দিনে দিন গত হয় শ্রীবাস অঙ্গনে
নিত্য হয় কত খেলা ভক্ত ভগবানে।

শ্রীনিত্যানন্দ-মিলন-রঙ্গ।

একদিন প্রভু সর্ব্ব ভক্তে ডাকাইয়া
জানাইল সবাকারে আগ্রহ করিয়া—
"শুন সবে, রাত্রে এক দেখিনু স্বপন,
নদীয়ায় আসিছেন এক মহাজন।
বসি তালধ্বজ রথে পরম অস্থির,
মত্তসিংহপ্রায় গর্জ্জে প্রকাণ্ড শরীর।
দিকে দিকে ছুটে রথ বাহি শূন্য বাট,
দেখিমাত্র বুঝিনু এ বৈকুণ্ঠের ঠাট।
রথোপরে সিংহাসন মরি কি সুন্দর,
তদুপরে আসীন সে দিব্যকান্তিধর!
দেখিতে দেখিতে রথ ছুটি চারিধারে
কি ভাগ্যে নামিল মোর মন্দিরদুয়ারে।
ঘরে পেয়ে আরো মোর বাড়িল আহ্লাদ,
স্বপ্নে আমি ছুটে তার লইনু সংবাদ।

হেরি, মহাঅবধূত মূর্ত্তি চমৎকার,
দীর্ঘ এক দণ্ড করে করিছে হুঙ্কার।
এক কর্ণে পরি' এক মকর কুণ্ডল,
ভঙ্গি করি নাড়ে আর হাসে খল খল।
নীলবস্ত্রে কটি আঁটা মহামল্ল বেশ,
নিজানন্দে মত্ত নাহি জানে দুঃখ ক্লেশ।
মদমত্ত প্রায় ঘোর ঘূর্ণিত লোচন,
জানু বিলম্বিত দুটী বাহুর বলন।
সুগন্ধ চন্দনে লিপ্ত বক্ষ সুবিশাল,
গলে গুঞ্জা রুদ্রাক্ষাদি তুলসীর মাল।
রুদ্র জিনি মূর্ত্তি, কোটী সূর্য্য কোন্ ছার,
বলভদ্র হেন ভাব বুঝিনু তাহার।
সকলি মধুর মানি সকলি সুন্দর,
স্বপ্নে তা'রে হেরি মোর মাতিল অন্তর—

বসন্তরাগ—কাওয়ালী

জানু বিলম্বিত ভুজযুগ সুবর্তিল
অরুণিত নয়ন বিশাল,
দিঠি অতি ঘোর বিভোর বিঘূর্ণিত
তনুরুচি যনু মাতোয়াল।

শির শোভা নীল নটপটি পাগে
অধর স্থুরঞ্জিত তাম্বুল রাগে
ঢল ঢল কোমল সব মুখ মণ্ডল
একশ্রুতি মূলে কুণ্ডল দোলত ভাল।
পেখনু স্বপনে মূরতি অভিনব
গত যামিনী যব হোয়ল ভোর
বৈঠি তালধ্বজ রথ পরে চাঁদ
উয়ল মন্দিরে মোর—
কিয়ে তছু পরিসর বক্ষ স্থপীন
কিয়ে মোহন কটি কেশরী ক্ষীণ
নীল বসন মণিভূষণ পহিরণ
রঙ্গে গঢ়া প্রতি অঙ্গ রসাল॥
ক্ষণে ক্ষণে চাঁদ বরিখে অমিয়া
ঘন দশন মুকুতা মণিদাম বিকাশি
অঙ্গ ঢুলায়ত গর গর ভাবহি
কতহুঁ ভঙ্গি পরকাশি—
মল্লবেশ ক্ষণে পরম প্রচণ্ড
করেতে ফিরাওয়ত দীঘল দণ্ড
গলে গুঞ্জা রুদ্রাক্ষ রচিত তঁহি
তুলসী কমল বাঁধাদোলত মাল॥

গোছাঁদন ডোরে বেত্র বাঁধা,
কানা কুম্ভ শোভিত হেরি বেণু বিষাণ
হলধর ভাবে বিভাবিত অন্তর
অতএ করলু অনুমান—
ভাইয়া ভাইয়া বোল বোলত সঘনে
ক্ষণে আঁখি লোর বহত শ্রীবদনে
এ "বিশ্বরূপ" ইহ স্বপন বচন শুনি
কক্ষে বাজাওয়ত তাল ॥

বড় মুগ্ধ হ'য়ে আমি করিনু প্রণাম,
পুছিলাম, "হে স্বামিন্ কোথা তব ধাম ?
কোন্ কার্য্য হেতু আজ মর্ত্ত্যে আগমন,
কি আজ্ঞা পালিবে তব এ দীন ব্রাহ্মণ ?
আসিলে যদ্যপি দেব নিজ করুণায়
দিতে হবে পদধূলি গৃহ আঙ্গিনায়।'
আর্ত্তি শুনি মূর্ত্তিমান্ কহিল ইঙ্গিতে,
'কল্য মোর পরিচয় পাইবে নিশ্চিতে।
অদ্য যে আসিনু আমি বিদায় এখন,
কল্য তুমি সপার্ষদে দিও দরশন।'

এত কহি অদর্শন হল অকস্মাৎ
নিদ্রাভঙ্গে দেখি নিশি হইল প্রভাত।
হেরি মাত্র সুখস্বপ্ন উৎকণ্ঠিত মন,
তাই তোমা সবারে করিনু বিজ্ঞাপন।
যাও ভাই, অদ্য আর নাহি অন্য কাজ
খোঁজ সবে কোথা সেই অবধূত রাজ।
কোথায় আসিল দেব, যাও গঙ্গাতীরে,
তন্ন তন্ন কর ঘাট মন্দিরে মন্দিরে।
কেহ যাও রাজপথে, কেহ উপবনে,
কেহ কর অন্বেষণ ভবনে ভবনে।
দলবদ্ধে যাও কিবা একা এক দেশ,
সত্বর আনিয়া দাও তাহার উদ্দেশ।"
এত শুনি ভক্তবৃন্দ উল্লসিত মন
দলে দলে চলিল করিতে অন্বেষণ।
চলিল শ্রীবাস, হরিদাস, গদাধর,
মুকুন্দ, গোবিন্দ, বাসুঘোষ, শুক্লাম্বর।
বিজয় মাধব ল'য়ে শ্রীমান্ পণ্ডিতে
কৌতুকে চলিল সেই মূর্ত্তি অন্বেষিতে।
প্রভাত হইতে প্রায় দিবা দ্বিপ্রহর
অন্বেষিল ভক্তগণ নদীয়া ভিতর।

পরিচিত ভদ্রপল্লী নাহি দিল বাদ,
জনে জনে সুধাইল—জান কি সংবাদ ?
দেখেছ কি নদীয়ায় হেন মহাজন,
অদ্ভুত প্রকৃতি তার উন্মত্ত লক্ষণ ?
ন্যাসী অবধূত বেশ করে এক দণ্ড,
রবি জিনি প্রভাময় পরম প্রচণ্ড ?
অদ্যই প্রভাতে আসিয়াছে নদীয়ায়,
জান কি সে কোন্ পথে রহিল কোথায় ?
পুছিতে পুছিতে বার্ত্তা চলে ভক্তগণ,
কিন্তু হায় ব্যর্থ হ'ল সব অন্বেষণ !
না পেয়ে সন্ধান তার নবদ্বীপপুরে,
অগত্যা ফিরিয়া সবে জানা'ল প্রভুরে :—
কোথা এল অবধূত না দেখিল কেহ,
খুঁজি খুঁজি মোদের যে শ্রান্ত হল দেহ।
হাস্য করি প্রভু কহে—খুঁজিলে কোথায় ?
তা'রা কহে—খুঁজিলাম সর্ব্ব নদীয়ায়।
কি সন্ন্যাসী, কিবা গৃহী ভক্তের ভবন,
পরম পাষণ্ডীরেও করিনু জ্ঞাপন।
এক বাক্যে সবে কহে না জানি সংবাদ,
কোথা এল প্রেমোন্মত্ত অবধূত পাদ।

নানা ভঙ্গি ক'রে প্রভু শুনি বিবরণ,
অস্পষ্ট কি যেন কহে ইহার কারণ।
অনুমান করে সবে বুঝিয়া ইঙ্গিত
পরম নিগূঢ় কেহ আসিল নিশ্চিত।
ঐ গোরা উহারেই না জানিল বিধি,
এ আবার কে এল উহার গুপ্তনিধি ?
যা'র নিধি সে যদ্যপি করায় দর্শন
তবে হয় চক্ষুকর্ণ বিবাদ ভঞ্জন।
অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীশচীনন্দন
অতি গূঢ় অগ্রজেরে করিতে জ্ঞাপন,
প্রেমে ভাসি হাসি হাসি কহিল প্রসঙ্গে,
"দেখিবে যদ্যপি সবে এস মোর সঙ্গে !"
এত বলি চলে যদি ল'য়ে সর্ব্বদাসে
ত্বরায় পৌঁছিল নন্দনাচার্য্যনিবাসে।
সেথা গিয়া সপার্ষদে দেখে চমৎকার,
বাহিরে নাহিক লোক রুদ্ধ গৃহদ্বার।
অভ্যন্তরে শুনে মাত্র আনন্দ উল্লাস,
কভু উঠে নৃত্য শব্দ, কভু উচ্চহাস।
হেথা উচ্চে হরিধ্বনি দিয়া ভক্তগণ
প্রভুর বিজয়বার্ত্তা করিল জ্ঞাপন।

তবে ত আচার্য্য আসি প্রণমি প্রভুরে
গোষ্ঠিসহ আনন্দে লইল অভ্যন্তরে।
ছুটিয়া গৌরাঙ্গরায় দাঁড়াইল আগে,
স্বপ্নের স্বরূপে সবে দেখে অনুরাগে।
দেখে—অবধূতমূর্ত্তি প্রশান্ত দর্শন,
সেই মত সব যাহা শুনিল বর্ণন।
সেই তার শিরে উচ্চপাগ নটপটি,
মল্লপ্রায় নীলবস্ত্রে বাঁধা ক্ষীণকটি।
অন্যান্য যতেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন,
ভাব পুষ্টি লাগি তাহে যত আভরণ,
মিলা'য়ে বুঝিল সেই অগ্রজ স্বরূপ,
এবে সে ধরিল মত্ত অবধূত রূপ।
যে স্বরূপ অনাদির আদি হতে হায়
যুগে যুগে কল্পে কল্পে লীলার সহায়,
শাস্ত্রে যার তত্ত্বকথা বর্ণিল বিস্তর
যাহার অংশাংশ শেষ অনন্ত শ্রীধর,
অংশরূপে সঙ্কর্ষণ অন্য যে মূরতি
বাসুদেব অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি,
কেহ অংশ কেহ কলা পরম অদ্ভুত
এবে সেই এল রাম রোহিণীর সুত।

শ্রীবাস কহিল তবে আচার্য্যের ঠাঁই,
“কোথা হতে আসিল এ ঠাকুর গোঁসাই ?
ইহারে দেখিতে মোর মনে যেই লয়,
তার সঙ্গে মিলে এর পূর্ব্ব পরিচয়।
এবে দেখি অবধূত ন্যাসী গুণধাম,
এ লীলায় জান কিবা ধরাইল নাম ?”
আচার্য্য কহিল, “কিবা কহিব পণ্ডিত,
সদাই উন্মত্ত প্রায় উহার চরিত।
প্রাতে যবে দেখিলাম মোর গৃহপথে
পাড়ার বালক যত ঘেরি সাথে সাথে,
হাসিয়া ছুটিছে সব করি হৈ হৈ
বুঝিনু প্রমাদ কিছু ঘটিল নিশ্চয়ই।
আশে পাশে লোকে সব দেখি রং ঢং
হাসি বলে—এ আবার কোথাকার সং ?
দুষ্ট জনে বলে—বেটা হয়ে মাতোয়াল
ভাল স্ফূর্ত্তি লুটিতেছে বেঁহুস বেতাল।
যত হাসে লোক তত হাসিয়া আপনে
লম্ফে ঝম্পে মালসাট মারে ঘনে ঘনে।
‘ওরেরে হারেরে মোর কাঁহারে কাহ্নাই’
শুধু এই বোল মুখে ‘আও মেরা ভাই’।

আর যাহা কহে তা'র না বুঝি বিষয়,
আমি পুছিলাম—কোথা যাবে মহাশয় ?
এত শুনি মোরে কহে—কোন্ বাড়ী তোর ;
তোর ঘরে নিমাই কি জন্মিয়াছে মোর ?
ডাক্‌তো তাহারে গিয়া বল্ তার ঠাঁই,
আসিয়াছে নিত্যানন্দ তা'র বড় ভাই।
নিতাই, নিতাই আমি, নিতাই এবার,
ডাক্‌তো কেমন তারে দেখি একবার !"
আচার্য্যের বচনে শ্রীবাস ভক্তরাজ
কহিল—বুঝিনু সব এই তার কাজ।
এদিকে গৌরাঙ্গ পানে চাহি নিত্যানন্দ
ধ্যানসুখে রহিল সে নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ।
শুদ্ধ তিনরসে মত্ত সদা বলবীর,
কভু দাস্য, সখ্য কভু, বাৎসল্যে অধীর !
যদিও বাৎসল্য সখ্য ভরা তার প্রাণ
তথাপি দাস্যের ধারা অতি বলবান্।
ব্রজের সম্বন্ধে দাস্য যে পড়িল বাদ
এবে নদীয়ায় তার পূরাইবে সাধ।
তাই মৌনভাবে আজ নিতাই সুন্দর
আপনার প্রভু পদে সঁপিছে অন্তর।

মহাযোগীশ্বর প্রায় চাহি গোরামুখ
আঁখিদ্বারে আস্বাদিছে সর্ব্বেন্দ্রিয় সুখ !
প্রভু নিজ অন্তরের জানাইতে শক্তি
জানাইতে তার প্রেম তার নিষ্ঠা ভক্তি,
কৌশলে করিয়া এক উপায় সৃজন
গোপনে শ্রীবাস ঠাঁই কহিল তখন।
শ্রীকৃষ্ণ রূপ বর্ণন ভাগবতস্থিত—
উচ্চ করি এক শ্লোক পড়হ পণ্ডিত।”
আজ্ঞা পেয়ে এক শ্লোক পড়িল শ্রীবাস,
শ্লোক শুনি অনন্তের বাড়িল উচ্ছ্বাস।

শ্লোক

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালম্‌।
রন্ধ্রান্‌ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্‌ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌গীতকীর্ত্তিঃ॥

কীর্ত্তন মিশ্রিত বেহাগ—একতালা।

নবজলধর নিন্দিত কান্তি মহোজ্জ্বল
অভিনব রূপ ত্রিভঙ্গ,
চরণ কমলপর নূপুর রঞ্জিত
অলিকুল গুঞ্জন রঙ্গ।
মন্দ মধুর বেণুবাদ্য বিনোদন
কেলি কদম্ব তরুবর হেলন
গোপবধূগণ কৃতপরিরম্ভন
মনসিজ সমর তরঙ্গ॥
পীতবসন মণি কাঞ্চন আভরণ
শিরে চূড়া শিখি পুচ্ছ বিভূষণ
শ্রুতিমূলে কুণ্ডল অলকাবৃতভাল
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ—
হৃদিপর বৈজয়ন্তী মাল বিলম্বিত
মৃগমদ কুঙ্কুম গন্ধ আমোদিত
মধুরাধরে মৃদুহাস্য শোভিত, হেরি
মূরছিত কোটী অনঙ্গ॥

ধীর ললিত শুভ বঙ্কিম ঠাম অতি
অনুরূপ রসময় রস ভূপতি
বৃন্দাবন বিপিনে মহা বিলসতি
রাস বিলাসিনী সঙ্গ—
হের নবজলধর গোপকিশোরাকৃতি
রাধারমণ মনমোহন মূরতি
এ "বিশ্বরূপ" মতি অবিচল রহু মাতি
চরণ কমলে হই ভৃঙ্গ ॥

শুনি মাত্র শ্লোক ছন্দ অবধূত নিত্যানন্দ
মূর্চ্ছিত হইল ধরাবুকে,
সহজে চঞ্চল মতি বিকল হইল অতি
অসম্ভব ফেনোদ্গম মুখে।
কৌতুকী গৌরাঙ্গরায় শ্রীবাসে চাহিয়া কয়,
'পড় শ্লোক পড় বহুবার,'
শুনি শ্লোক উচ্চারণ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন
অর্দ্ধ বাহ্য হইল আবার।

কাঁদে অবধূতমণি কৃষ্ণের বর্ণন শুনি
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে আধস্বরে,
বিবর্ণ শ্রীঅঙ্গ ছটা পুলক কদম্বঘটা
তাহে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরে।
ক্ষণে ঘোর সিংহনাদ ক্ষণে মহা আর্ত্তনাদ
বিরহে বিষম ধৈর্য্য চ্যুতি,
শ্লোক পাঠ শুনে যত বিকার বাড়য়ে তত
পদে পড়ি সবে করে স্তুতি।
ধূলায় লুণ্ঠিত কায় হেরি শ্রীগৌরাঙ্গরায়
স্বয়ং তুলিয়া নিজ কোলে,
আবেশে মুদিয়া আঁখি আপনার বক্ষে চাপি
ভাসিতে লাগিল প্রেমজলে।
আনন্দে সকল ভৃত্য বাহু তুলি করে নৃত্য
দেখি দুই প্রভুর মিলন,
প্রমত্ত শ্রীগদাধর তার পদে শুক্লাম্বর
পড়ি করে আনন্দ ক্রন্দন।
চৌদিকে বৈষ্ণব মেলি করে দিয়া করতালি
প্রেমানন্দে সবে নাচে গায়,
ওই গোরা বাঁকা শ্যাম ওই অবধূত রাম
ব্রজের দু'ভাই নদীয়ায়!

হেন মতে কতক্ষণে স্বস্থ হ'ল দুইজনে
টুটিল দোঁহার ভাবাবেশ,
নিত্যানন্দ করে ধরি হাসিয়া গৌরাঙ্গহরি
ঠারে ঠোরে পুছিল বিশেষ।
অবধূত কহে, "আমি সততই কৃষ্ণকামী
কৃষ্ণ লাগি খুঁজিতে খুঁজিতে,
কত তীর্থ, গ্রাম, বন করিনু যে পর্য্যটন
তবু তা'রে নারিনু ধরিতে।
আসিলাম বৃন্দাবনে না দেখিনু আত্মজনে
পথ ঘাট সব শূন্যপ্রায়,
দৈবাৎ মিলিলে কেহ পুছি' কোথা নন্দগৃহ
সেও বলে না জানি কোথায়।
ক্রমে আসি গোবর্দ্ধনে দেখি এক মহাজনে
কাঁদিলাম পদে ধরি তাঁর,
মোরে দেখি নিরাশ্রয় কহিলেন মহাশয়—
'কৃষ্ণে হেথা না পাইবে আর।
এবে গৌরকান্তি ধরে' বিহরে সে নদে'পুরে
সেথা তুমি যাও প্রাণধন,
সেথায় মিলিবে সবে যেথা হরি হরি রবে
সদা হয় মহা সঙ্কীর্ত্তন।'

সেই হ'তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছি বড় আশে
ভেটিতে নবীন গোরাচাঁদে,
কানাই কানাই মোর মনে কিরে আছে তোর
আমি যে রে মরি কেঁদে কেঁদে !"
অগ্রজের শুনি আর্ত্তি হ'ল পূর্ব্বভাব স্ফূর্ত্তি
পদে ধরি কহে প্রভু কথা,
"কি আর কহিব আমি দাস তব অনুগামী
দোষ মোর ক্ষমিবে সর্ব্বথা।"
শুনিয়া দোঁহার বোল সবে বলে 'হরিবোল'
প্রভু ধরি নিত্যানন্দধনে,
নন্দন আচার্য্য ঠাঁ'য়ে চেয়ে নিজ বড়ভা'য়ে
ফিরে এল আপন ভবনে।
গৃহে শচীঠাকুরাণী শুনি মহাজয়ধ্বনি
ছুটি আসিলেন আথে ব্যথে,
দোঁহে দোঁহা ধরি গলে মায়ের চরণতলে
লুটায়ে পড়িল এক সাথে।
মা দেখেন অপরূপ পুন কিরে বিশ্বরূপ
এল মোর নিমা'য়ের ঘরে !
প্রভু কহে, "জননী গো একবার চেয়ে দেখ
দাদা এল এতদিন পরে।"

শ্রীবাস ঘরণী আসি শচীমা'র পাশে বসি
নিত্যানন্দে লয়ে নিজকোলে,
করেতে চিবুক ধরি 'বাপরে' 'বাছারে' করি'
ডাকিতে লাগিল স্নেহবোলে।
বিশুদ্ধ বাৎসল্যে তার বহে স্তনে ক্ষীরধার
তাহা পান করি নিত্যানন্দ,
সহজেই শিশুমতি বাৎসল্যে মাতিল অতি
মালিনীর বাড়িল আনন্দ।
উঠিল বিজয়ধ্বনি সবে গুণ গায় মানি
ছু'ভায়ের অপূর্ব্ব মিলন!
হেন মতে নদীয়ায় বিহরে গৌরাঙ্গরায়
সঙ্গে অবধূত সর্ব্বক্ষণ।
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে সবেই মর্য্যাদা করে
গৌরপ্রিয় যত ভাগবত,
বাল্যভাবে হ'য়ে মত্ত সবার মাতায় চিত্ত
নিতাই সুন্দর অবিরত।
কটিতে কিঙ্কিনী আঁটি পথে করে ছুটাছুটি
বলে, "সব আয়রে রাখাল,
বেলা হ'ল গোঠে যাই ধবলী শ্যামলী গাই
ডাকে ওই—উঠরে গোপাল।"

অধিক উন্মত্ত হ'লে প্রভু আসি লয় কোলে
অন্য কেহ নারে নিবারিতে,
না হয় আবেশ ভঙ্গ যতক্ষণ শ্রীগৌরাঙ্গ
তারে স্পর্শ না করে পিরীতে।
গৌরাঙ্গ পিরীতিবাণী সুধারস তরঙ্গিনী
হিল্লোলে মাতায় তার প্রাণ,
গোরা করে প্রেমদৃষ্টি তবে তার হয় তুষ্টি
হেন সবে দেখে ভাগ্যবান্।

শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজন।

একদিন গৌরহরি নিত্যানন্দ করে ধরি
কহে, "শুন ঠাকুর শ্রীপাদ,
কল্য তিথি পৌর্ণমাসী ইহাতে যতেক ন্যাসী
ব্যাসপূজা নাহি দেয় বাদ।
ন্যাসীর যে ব্রতকার্য্য যতেক আছয়ে ধার্য্য
তার মধ্যে ব্যাসপূজা শ্রেষ্ঠ,
দেবর্ষি নারদ শিষ্য বিদিত সকল বিশ্ব
ব্যাস গুরু অজভব প্রেষ্ঠ।"

নিত্যানন্দ কহে,"আমি ব্যাসপূজা ভাল জানি
তাহে যোগ্য স্থান প্রয়োজন,"
শ্রীবাস কহিল তবে, "কল্য মোর ঘরে হবে
আজ্ঞা দেহ করি আয়োজন।"
প্রভু কহে,"হে শ্রীবাস, অদ্য পূজা অধিবাস
তবে আর বিলম্ব কি লাগি ?
শীঘ্র তুমি যাও ঘরে মোরা সবে যাই পরে
মাতৃস্থানে কিছু ভিক্ষা মাগি।"
সর্ব্ব আয়োজন কাজ সমাপিয়া ভক্তরাজ
সন্ধ্যায় রহিল পথ চেয়ে,
ক্রমে এল ভক্তগণে অধিবাস সঙ্কীর্ত্তনে
প্রভু এল নিত্যানন্দে ল'য়ে।
ব্যাসপূজা অধিবাসে মাতিল কীর্ত্তনরসে
সপার্ষদ নিতাই গৌরাঙ্গ,
সবে বলে 'হরি হরি' নিত্যানন্দ গলাধরি
নাচে গোরা ললিত ত্রিভঙ্গ।
'তপ যোগ ব্রত ধ্যান সবেতে কৃষ্ণের গান
নাম বই পূর্ণ নহে কাজ,
অভেদ সে নাম নামী' এত বলি অন্তর্য্যামী
নাচে বিশ্বম্ভর নটরাজ।

ক্রমে রাখি নৃত্যগীত মনে অতি হরষিত
হাসি কহে গৌর গুণধাম,
"অদ্যকার এই শেষ কল্য হবে সবিশেষ
যাও সবে করহ বিশ্রাম।"
শুনি বাসু গদাধর যে যা'র চলিল ঘর
প্রভু গেল আপন ভবনে,
শুধু নিত্যানন্দ চাঁদ শ্রীবাসের সেবা সাধ
পূরাইতে রহিল অঙ্গনে।
হাস্য নৃত্য রসাবেশ নাহিক গাম্ভীর্য্য লেশ
শিশুমতি কত করে রঙ্গ,
কভু ধায় কুতূহলী 'আমিরে মহেশ' বলি
কভু হয় আবেশে উলঙ্গ।
এই পান ভোজনান্তে শ্রীবাসে রাখিয়া প্রান্তে
ক্ষণকাল শুইল শয্যায়,
এই উঠি মহাকাণ্ড ভাঙ্গিল করঙ্গ দণ্ড
রাত্রি গেল হেন অবস্থায়।
প্রভাতে স্বজন সঙ্গে প্রভু আসি দেখে রঙ্গে
বিপরীত করিছে নিতাই,
গদাধর ধরি তা'য় কহে, "চল মহাশয়
গঙ্গাস্নানে এবে মোরা যাই।"

প্রভু বলে, "মহোৎসব পণ্ড কি করিবে সব
এ তাবৎ নাহি তব মন ?"
এত বলি তারে ধরি শীঘ্র গঙ্গাস্নান করি
ফিরে এল শ্রীশচীনন্দন।
তবে হল শুভারম্ভ অন্তরে আবেশ দম্ভ
নিতাই না কয় কোন কথা,
রাঙ্গা বস্ত্রে একজোড় নূতন কৌপীন ডোর
প্রস্তুত করিল কেহ তথা।
শ্রীগুরু পর্য্যায় ধরি তাহা সমর্পণ করি
নিত্যানন্দে পরা'ল শ্রীবাস,
কেহ মন্ত্র কেহ স্তুতি ব্যাসের মহিমাগীতি
গাহে বিপ্র শূদ্র সর্ব্বদাস।
শুদ্ধমতি নিত্যানন্দ ইহাতে না মানে ধন্দ
নিষ্ঠা তার গৌরাঙ্গচরণে,
মনে জানি বিশ্বম্ভর সেই নিজ প্রাণেশ্বর
মত্ত আজ মৌন আরাধনে।
বিপ্র কহে, "মহামতি, মন্ত্র পড়ি কর স্তুতি
ব্যাসে কর সভক্তি প্রণাম,"
নাহি তার প্রত্যুত্তর রাগভরে সৃষ্টিধর
জপিতে লাগিল গৌরনাম !

অগত্যা শ্রীবাস যাই কহিল প্রভুর ঠাঁই,
"ব্যাসে নাহি পূজিল শ্রীপাদ,"
প্রভু আসি সান্ত্বনায় আরও মাতাইল তায়
কে বুঝে সে-চরিত্র অগাধ ?
ব্যাসে সমর্পণ তরে মাল্য যেই ছিল করে
তাহা লয়ে নিত্যানন্দ রায়,
লঙ্ঘি সেই পূজাস্থলী 'জয় বিশ্বম্ভর' বলি
পরাইল গৌরাঙ্গ গলায় !
সেই মালা গলে পরি স্বয়ং গৌরাঙ্গ হরি
বলভদ্র ভাবে হ'ল মগ্ন,
কোথায় মুষল হল গর্জ্জে প্রভু মহাবল
নিত্যানন্দ নাচে হ'য়ে নগ্ন।
নাচি নাচি নিত্যানন্দ কোথা হ'তে অবিলম্বে
আনি দিল হল ও মুষল,
তাহা পেয়ে কুতূহলী 'বারুণী' 'বারুণী' বলি
ফিরাইতে লাগিল চঞ্চল।
প্রেমাবেশে শচীসুত হল করে অদ্ভুত
ফিরা'তে ফিরা'তে মহাসুখে,
লুকাইয়া সে স্বরূপ ধরি ষড়ভুজরূপ
দাঁড়াইল নিতাই সম্মুখে।

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধৃত সর্ব্ব করপদ্ম
কিবা শোভা হল ও মুষলে !
হেরি ষড়ভুজ চন্দ্র মূর্চ্ছা পেয়ে নিত্যানন্দ
পতিত হইল পৃথ্বীতলে।
ধরা ধরি বক্ষ মাঝে ধরণী ধরেন্দ্র রাজে
প্রেমানন্দে একে টলমল,
তাহে সর্ব্বপ্রাণেশ্বর ষড়ভুজ বিশ্বম্ভর
পদস্পর্শে করিল বিহ্বল।
অদ্য সে বুঝিনু স্থির পূর্ণ সাধ ধরিত্রীর
বাঞ্ছা তা'র যে আছিল প্রাণে,
এক সঙ্গে দুই বিভু অনন্ত অনন্ত প্রভু
পুরাইল প্রেমস্পর্শ দানে !
অনন্তর ষড়ভুজ লুকাইয়া, দুইভুজ
ধরি দাঁড়াইল গুণমণি,
করিল অনন্ত-প্রাণ অনন্তে চেতনদান
নিজ বক্ষে ধরি চিন্তামণি।
ক্রমে ব্যাসপূজা বিধি আজ্ঞা করি যথারীতি
পূর্ণ করাইল সর্ব্ব কায,
ব্যাসের নৈবেদ্য লয়ে নিজে তাহা আস্বাদিয়ে
বাঁটি দিল ভক্তগণ মাঝ।

হেন ব্যাসপূজা রঙ্গে প্রভু প্রিয় অন্তরঙ্গে
জানাইল নিজ মনোবৃত্তি—
মর্য্যাদা লঙ্ঘন পাপ নিষ্ঠা হতে ইষ্টলাভ
সাধন বিচার দুই কীর্ত্তি !

শ্রীনাম মাহাত্ম্য প্রচার ও ভক্তাকর্ষণ।

তবে প্রভু সুখী হ'য়ে মুকুন্দেরে কাছে ল'য়ে
করিল শ্রীনাম উপদেশ,
"নাম যুগোচিত ধর্ম্ম বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম
গাও নাম যাবে দুঃখ ক্লেশ !"
প্রভুর আদেশ শুনি সবে দিল জয়ধ্বনি
'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন',
আনন্দে মুকুন্দ দত্ত নাম রসে হ'য়ে মত্ত
আরম্ভিল মহিমা বর্ণন—

বিভাস—একতালা।

হরিনাম সম্বল তরিতে কেবল
অকূল এ ভব জলধি জলে,
লও হরিনাম মুখে অবিশ্রাম
অন্তে প্রেমধাম লভিবে হেলে।
(এই) কলিযুগে করি নাম সঙ্কীর্ত্তন
কৃষ্ণ আরাধিবে সুমেধা সুজন
হরিনাম যজ্ঞসার করি বিজ্ঞাপন
নাম রসে মত্ত হবে কুতূহলে॥
সৎচিৎ আনন্দ নামের স্বরূপ
নাম নামী হ'তে নহে ভিন্ন রূপ
যেই নাম সেই কৃষ্ণ রস ভূপ
দুই তত্ত্ব এক মূলে—
(শুধু) প্রকট লীলায় কৃষ্ণ করেন বিহার
অপ্রকটে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার
হরে পাপ তাপ তমঃ অন্ধকার
হেলায় কি শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারিলে॥

নাম কল্পতরু শুধু নামাভাসে
মুক্তি লভ্য হয় বিনা সাধন ক্লেশে
নামে অষ্ট সিদ্ধি আদি নবনিধি
অসাধনে তা'রা মিলে—
কিন্তু যা'র হয় নামেতে বিশ্বাস
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা তা'র হয় নাশ
দূরে যায় তা'র অন্য অভিলাষ
সে কাম্য কর্ম্মকাণ্ড সব যায় ভুলে ॥
এই নাম ধর্ম্ম অতি চমৎকার
নাম লইতে হয় প্রেমের সঞ্চার
অশ্রু কম্প স্বেদ পুলক হুঙ্কার
সাত্ত্বিক ভাব সব উথলে—
লজ্জা ধৈর্য্য, কভু বাহ্য নাহি রয়
হাস্য নৃত্য করে পাগলেরি প্রায়
(এদাস) "বিশ্বরূপে" কয় হেন যা'র হয়
ধন্য সেই জন এ মহীমণ্ডলে ॥

—— ——

গৌরাঙ্গ প্রকাশ হ'ল নদীয়া নগরে
রটনা হইল বার্ত্তা দেশ দেশান্তরে।
সুগন্ধ কুসুম যথা হলে প্রস্ফুটিত
অনুকূল বায়ু তা'রে করে প্রচারিত।
মধুলোভে অলিকুল মধুর গুঞ্জনে
ক্ষিপ্ত প্রায় দলে দলে ছুটে পুষ্পবনে।
ততোধিক দশা নিত্যদাসে উপজিল
দূর দেশান্তরে যা'রা জনম লভিল।
ছুটিল সে সব ভক্ত মহা আকর্ষণে
প্রেম-রজ্জু ধ'রে প্রভু টানিছে আপনে।
আর কে রহিবে বাসে নিত্যসিদ্ধ দাস
এবে যে বাঁশরী রবে ডাকে পীতবাস!
আসিল শ্রীনরহরি শ্রীখণ্ড হইতে
গৌরীদাস এল প্রাণসখারে ভেটিতে।
দীর্ঘ এক স্তম্ভ কাঁধে এল অভিরাম
এল রামদাস দ্বিজহরি গুণধাম।
প্রত্যহ দু'দশ মূর্ত্তি আসিতে লাগিল
স্থানীয় বা কত ভক্ত গোষ্ঠি বাড়াইল।
স্বরূপ শঙ্কর বক্রেশ্বর মহাশয়
ক্রমে পূর্ব্বভাবে মাতি দিল পরিচয়।

নিত্য সঙ্কীর্ত্তনে সবে পায় অনুভব
সেই ত ব্রজের হেথা সকল বৈভব!
শ্রীরাসমণ্ডল হেথা শ্রীবাস অঙ্গন
সেই বংশীধারী শ্যাম শ্রীশচীনন্দন।
সেই ত যমুনা হেথা সুরতরঙ্গিণী
সেই বংশীরব এবে সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি।
প্রেমাবেশে গোরা যবে দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গ
তা'রে দেখি আরো ছুটে ভাবের তরঙ্গ।
ভাবের আবেশে যত হয় আত্মহারা
এ লীলা রহস্য তত বুঝয়ে তাহারা।
কিবা ভৃত্য কিবা প্রভু দেখি পায় স্ফূর্ত্তি
সবেই অপূর্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিময় মূর্ত্তি।
স্বয়ং গৌরাঙ্গ শ্যাম সুত্রিভঙ্গ বাঁকা
এবে নদীয়ায় রাধাভাব কান্তি ঢাকা।
কেহ সখা কেহ সখী এক পরিকর
সখা সখী মিলিত বা কারো কলেবর।
বাহিরে একান্ত দাস, ভাবের আবেশে
যা'র যেই অধিকার সম্যক্ প্রকাশে।
হেনমতে নদীয়ায় সুখে গোরারায়
তুলি সঙ্কীর্ত্তন রোল কত নাচে গায়!

আপন প্রভুর ঐশ্বর্য্য দর্শনে শ্রীঅদ্বৈতের বাঞ্ছাপূর্ত্তি।

কিন্তু এবে শ্রীঅদ্বৈত নাহি নবদ্বীপে
কি ভাবি সে না রহিল প্রভুর সমীপে।
অন্যে ইহা না বুঝিয়া শুধায় ঠাকুরে,
'কোন্ কাযে সীতানাথ রহে শান্তিপুরে,
হেথা নিত্য সঙ্কীর্ত্তনে মহা মহোৎসব
এ আনন্দ ছাড়ি রহে কি হেতু নীরব?'
প্রভু বলে, "অদ্বৈতের না বুঝ হেঁয়ালি
সে শুধু দেখিতে চায় মোর ঠাকুরালি।
পূর্ব্ব হ'তে জানি আমি তার অনুযোগ
সে চায় আপন স্বত্বে স্বতন্ত্র সম্ভোগ।
মোর যাহা প্রাপ্য তা'র তুলিলে প্রসঙ্গ
তর্জ্জন গর্জ্জন করি রণে দেয় ভঙ্গ।
তবু নিশিদিন হ'য়ে তা'র সঙ্গকামী
কত সাধ্য সাধনাই করিতেছি আমি।
স্বেচ্ছায় সে না আসিলে কি করিতে পারি
বুঝিনু আমিই তার যত ধার ধারি!"

শুনি গদাধর হাসি কহে চিতচোরে,
'বুঝিলাম কিছু, যে কহিলে ঠারে ঠোরে।
তবু তব স্থানে তার সাজে দন্ত রোষ
তার প্রাপ্য তারে দিয়া করহ সন্তোষ।'
শ্রীবাস কহিল—প্রভু ইহাই প্রকৃষ্ট
অদ্য শান্তিপুরে যাক্ আমার কনিষ্ঠ।
প্রভু কহে—ভাল তবে যাক্ তব ভাই
আজ্ঞা পেয়ে শান্তিপুরে চলিল রামাই।
সত্বর পৌঁছিল খুঁজি অদ্বৈত ভবন
হেথায় অদ্বৈত বসি করিছে ক্রন্দন।
রামাই কহিল, "শীঘ্র চলহ আচার্য্য,
তোমার বাসনা পূর্ণ হবে অনিবার্য্য।
বিলম্ব না কর আর কহিনু বিশেষ
শীঘ্র মোর সঙ্গে এস প্রভুর আদেশ।
যার লাগি এত দিন করি আরাধন
অনাহারে অনিদ্রায় যাপিলে জীবন,
প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে দগ্ধ করি কায়
শীতে কাঁপি জলে ভিজি কাটা'লে হেলায়,
এত করি যা'রে করাইলে অবতার
তার সঙ্গে সাধ বাদ কি বুদ্ধি তোমার !"

আচার্য্য কহিল, "রাম শুনাইলে বেশ
বৃথাই কি শিরে মোর পক্ক হ'ল কেশ ?
যদিও না বুঝি তার চরিত্র অগাধ
কিন্তু ইথে মোর কিবা পূর্ণ হবে সাধ ?
সবারে স্বচ্ছন্দে প্রভু দিয়া শ্রীচরণ
দাস বলি করে কত প্রীতি সম্ভাষণ।
মোরে দেখি করে শুধু মর্য্যাদা প্রচুর
না দেখায় নিজৈশ্বর্য্য ত্রিভঙ্গ চতুর !
জ্যেষ্ঠের আচার্য্য বলি করে ব্যজ স্তুতি
মোর পদধূলি ল'য়ে দেখায় আকুতি।
না বুঝি চরিত্র তার আসিলাম দূরে
হেথাও না রহে মন যাব কোন্ পুরে ?"
রাম কহে—বাঁকা গৌর বাঁকা তা'র প্রাণ
বাঁকারে ভজিয়া কোথা পাবে পরিত্রাণ ?
শুনি শ্রীঅদ্বৈত কহে ধরি তা'র পাণি,
"বুঝি বা না বুঝি তবু জানি তারে জানি।
বাঁকা সে বিষম বাঁকা কি তার ভরসা
বাঁকারে ভজিয়া যদি হ'ল এই দশা।
ছাড়িতে বাসনা হয় কিন্তু একি দায়
ছাড়িলে না ছাড়ে বাঁকা কি করি উপায়—

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

তাই, বাঁকা গৌর বাঁকা আঁখি
আঁকা বাঁকা ঠাম।
তাই, বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইয়ে
গায় রাধা নাম॥
বাঁকা পথে চায় যেতে
আঁকা বাঁকা চলনে
বাঁকা মনে কি আছে তা
কে বুঝিব কেমনে।
বাঁকা কভু নহে ভাল
কাল শশী গোপনে
ঢাকিয়া সে বাঁকা তনু
ছলে গুণ ধাম॥
বাঁকা সে যে ব্রজে ছিল
এবে এল নদীয়ায়
রাধা প্রেম ঋণে বাঁকা
ঠেকিয়ে বিষমদায়।
ও বাঁকা ভাল জানি আমি
হোক না সে গোরা রায়

ও বাঁকার ভিতরে বাঁকা
সেই বাঁকা শ্যাম ॥
এ "বিশ্বরূপে"র বাঁকা
ছাড়িতে হইল সাধ
ছাড়িলে না ছাড়ে বাঁকা
সাধে মন সাধে বাদ
বাঁকার সকলি বাঁকা
তাই হেন পরমাদ
আগে, জানিলে কি এ আঁখিতে
বাঁকা হেরিতাম ॥"

রাম কহে, "তবে আর কি তোমারে বলি
ছাড়িলেও না ছাড়িবে সে বড় কৌশলী।
অতএব চল ত্বরা ঠাকুরাণী সহ
সস্ত্রীক ভেটিয়া প্রভু পদে প্রণমহ।
আর এক বার্ত্তা শুন অতি সুখকর
অপূর্ব্ব মিলিল এক প্রেমমূর্ত্তিধর।
নিত্যানন্দ নামে খ্যাত পরম অদ্ভুত
প্রভুর সে অতিপ্রিয় ন্যাসী অবধূত।

আরও কত ভক্ত নিত্য মিলিছে সেথায়
তুমি ত নিশ্চিন্তে বসি র'য়েছ হেথায়।"
শুনি শ্রীঅদ্বৈত কহে, "চল তবে যাই
কিন্তু তুমি অগ্রে গিয়া কহ প্রভু ঠাঁই।
না আসিল অদ্বৈত না শুনিল বচন
তুচ্ছ করি তব আজ্ঞা করিল লঙ্ঘন।"
শুনি রাম কহে "হেন কি কহিব আমি
না কহিতে বুঝিবে সে প্রভু অন্তর্য্যামী!
তবু তব বাক্যে আমি চলিলাম আগে
সস্ত্রীক পৌঁছিও তুমি দিবা মধ্যভাগে।"
এত কহি শ্রীরামাই পণ্ডিত চলিল
সীতা সহ তবেত শ্রীঅদ্বৈত সাজিল।
সঙ্গে পূজা উপচার চন্দন সুগন্ধ
ধান্য দুর্ব্বা পুষ্পমাল্য লইল স্বচ্ছন্দ।
বিচিত্র রঙ্গীন এক সূক্ষ্ম পট্টযোড়
অঞ্চলে বাঁধিল সীতা ভাবেতে বিভোর।
তবে দোঁহে যাত্রা করি চলিল ত্বরায়
কতক্ষণে পৌঁছিল শ্রীধাম নদীয়ায়
সেথা না উঠিল গিয়া আপন ভবনে
নন্দন আচার্য্যালয়ে রহিল গোপনে।

এদিকে রামাই গিয়া প্রভুরে ভেটিতে
হাস্য করি প্রভু তবে লাগিল কহিতে,
"ওরে 'নাঢ়া' 'নাঢ়া' তোর বড় চতুরালি
রাম সঙ্গে মুহূর্ত্তেই করিলি মিতালি !
আমি রামে পাঠাইনু তোর তত্ত্ব নিতে
তা'রে তুই শিখাইলি মোরে ভাণ্ডাইতে !
আমি হেথা তোর তরে আছি ধ্যান ধরে'
তুই কোথা গেলি নন্দনাচার্য্যের ঘরে !
সেথায় লুকায়ে চাস্ দেখিবারে মজা
থাক্ তুই তোরে আজ দিব ভাল সাজা।"
এত কহি প্রিয় জনে ডাকি বিশ্বম্ভর
কহিল, "যাও ত নন্দনার্য্যের ঘর।
সেথা এল সীতানাথ সীতাসঙ্গে করি
সত্বর যাও ত সবে আন তারে ধরি।"
আজ্ঞা পেয়ে ভক্তবৃন্দ তখনি ছুটিল
শ্রীবাস অঙ্গনদ্বার শীঘ্র খুলি দিল।
খুলিতেই রুদ্ধদ্বার দেখে সর্ব্বগণ
সীতা সহ সীতানাথ করে আগমন।
লাজে ভয়ে অনুরাগে বিষম ফাঁপর
যত আসে আচার্য্যের কাঁপে কলেবর।

ক্রমে দীনভাবে হ'য়ে অঙ্গনে প্রবিষ্ট
গলবাসে করযোড়ে হইল ভূমিষ্ঠ।
হাসে প্রভু অদ্বৈতের দেখি দীনদশা
ভঙ্গি করি কত না জানায় ভালবাসা।
প্রভু কহে, "হে আচার্য্য উঠ ভক্তমণি
তুমি প্রীতি মূর্ত্তিমান্ তুমি রসখনি
বারেক আমার প্রতি চাও মুখ তুলি"
এত বলি খট্বাপরে হাসে ঢুলি ঢুলি।
এতক্ষণ শ্রীঅদ্বৈত ছিল নত শিরে
প্রভুর আহ্বানে উঠি দাঁড়াইল ধীরে।
তখনি করিল প্রভু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ
শ্রীঅদ্বৈত সঙ্গে তাহা দেখে সর্ব্বদাস।
দেখে অতি দিব্যমূর্ত্তি লাবণ্যের ধাম
দ্বিভুজ কনকরুচি সুন্দর সুঠাম।
ধিক্ কোটী শশী সূর্য্য তুচ্ছ তার জ্যোতি
সে রূপের আগে ক্ষীণ খদ্যোত প্রকৃতি।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিছে নানা রত্ন আভরণ
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি বক্ষের ভূষণ।
গলে দোলে বৈজয়ন্তী মালা মনোহর
শ্রীঅদ্বৈত পানে চেয়ে প্রসন্ন অন্তর

চতুর্দ্দিকে স্তুতি করে ভক্ত দেবগণ
কেহ চতুর্ম্মুখ কেহ সহস্র লোচন !
মকরবাহিনী গঙ্গা হ'য়ে মূর্ত্তিমতী
পদ প্রক্ষালন ছলে করিছে প্রণতি !
অনন্ত অনন্তশীর্ষ করিয়া বিস্তার
ছত্ররূপে শোভা করে প্রভুরে তাহার !
কত যে গন্ধর্ব্ব নাগ কিন্নর কিন্নরী
নাচে গায় সে রূপের চতুর্দ্দিকে ঘেরি !
দেখি শ্রীঅদ্বৈত মনে করয়ে বিচার
এই ষড়ৈশ্বর্য্যময় সর্ব্ব সারাৎসার !
ইহাতেই অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য
ক্ষণে ছন্ন ক্ষণে ব্যক্ত কে বুঝে তাৎপর্য্য !
রূপ হেরি সীতানাথ ভাবোন্মত্ত হইয়া
গললগ্নীকৃতবাসে আছে দাঁড়াইয়া।
হেনকালে রূপময় শ্রীঅদ্বৈত প্রতি
কহিল সান্ত্বনাবাণী তুষ্ট হ'য়ে অতি,
"তোমার লাগিয়া মোর এই অবতার
তুমিই আনিলে মোরে করিয়া হুঙ্কার।
যতই কাঁদিছ তুমি জীবত্রাণ হেতু
আমি বসে' রচিতেছি ভবসিন্ধু সেতু।

তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধি হেতু মোর সব
তাই দেখাইনু মোর স্বরূপ বৈভব।"
এত বলি সে স্বরূপ করিয়া গোপন
পূর্ব্বমত খট্বাপরে দিল দরশন।
হাসে বিশ্বম্ভরচাঁদ শ্রীঅদ্বৈতে চেয়ে
খট্বা হ'তে শ্রীচরণ দোলা'য়ে দোলা'য়ে।
আঁখি ভরে' দেখি সেই প্রসন্ন মূরতি
পদতলে লুটাইল সীতা সীতাপতি।
তৎকালে প্রভুর ভাব অনুভব করি
অবধূত দাঁড়াইল শিরে ছত্র ধরি।
মাল্য করে বামে দাঁড়াইল গদাধর
তা'র বামে নরহরি ধরিল চামর।
শ্রীবাসাদি যে যাহার স্বস্থানে দাঁড়া'য়ে
ঘেরিল গৌরাঙ্গচাঁদে জয়ধ্বনি দিয়ে।
তবে বাঞ্ছা পূর্ণ করি শ্রীশচীনন্দন
সস্ত্রীক অদ্বৈতশিরে দিল শ্রীচরণ।
যে পদ স্মরণ করি দেবেন্দ্র বাসব
দৈত্যকরে তরে সুদুস্তর দুঃখার্ণব,
যে পদে ব্রহ্মার হয় ব্রহ্মভাবোদয়
যে পদ স্মরণে মত্ত ভোলা ভাবময়,

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যেই পদ করি ধ্যান
হেলায় এ মায়াঘোরে লভে তত্ত্বজ্ঞান,
আজ সেই পাদপদ্ম পূজে সীতানাথ
নানা স্তব স্তুতি করে ঠাকুরাণী সাথ ঃ—
"জয় কৃষ্ণ জয় হরি জয় ঘনশ্যাম
হে নাথরমণ জয় নয়নাভিরাম।
প্রভুহে দয়াল মোর শ্রীশচীনন্দন
তুমি নিত্য শুদ্ধ সৎচিদানন্দঘন।
তুমি সর্ব্বজীবাশ্রয় বিষম দুর্গমে
তুমি ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুতাদিব্যোমে।
তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি পতি পুত্র,
তোমা বই সংসারের নাহি অন্যসূত্র।
জীবের উদ্ভবে তুমি, তুমি অবসানে,
তুমি সাক্ষী ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে।
তুমি সূর্য্যমণ্ডলের তেজ জন্মস্থল,
তোমার প্রভায় দীপ্ত চন্দ্র সুশীতল।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তুমি স্থূলাদপি স্থূল,
অখণ্ড, বিরাট্ বিশ্ব চরাচর মূল।
ব্রহ্ম তব অঙ্গকান্তি আত্মার স্বরূপ,
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে তুমি রস গ্রাহ্যরূপ।

তুমি রাস রসানন্দ রসবিনোদন,
লীলায় বিহর দিতে রসের স্পর্শন,
লীলারসে ইচ্ছা মাত্র বাড়া'য়ে উল্লাস
শচীগর্ভ হ'তে এবে হইলে প্রকাশ।
এ দীন কি অবতীর্ণ করা'ল তোমায়
ইচ্ছাময় তুমি এলে নিজ করুণায়!
কৃপায় উদয় করি সর্ব্বসিদ্ধিযোগ
ইচ্ছামত নাশ এবে জীবের দুর্ভোগ!
হরি হরি এবে মোর হইল সুদিন,
রাখিতে প্রতিজ্ঞা তুমি এলে প্রেমাধীন!
হে নাথ, হে প্রভু, এবে রহ অচঞ্চল
ঘুচাও জীবের ক্লেশ নাশ অমঙ্গল!
জুড়াক্ তাপিত জীব হেরি চন্দ্রমুখ
ভুঞ্জুক তোমারে পেয়ে প্রেমানন্দ সুখ।
তুমি বই এ জীবের কে করিবে হিত
জন্মে জন্মে প্রেম বিনা এরা যে তাপিত।"
কাঁদে শ্রীঅদ্বৈত গোরা-পদবক্ষে ধরি
সবে তার আর্ত্তি দেখি বলে হরি হরি।
কতক্ষণে সীতাপতি কহে পত্নীস্থানে,
"পূজন সম্ভার দেহ এই শুভক্ষণে!

মনসাধে পূজি আজ গোরা পীতবাসে
মাল্য দেহ ফুলসাজে সাজাই প্রাণেশে।"
শুনি সীতা ঠাকুরাণী আনন্দিত মন
মুহূর্ত্তে করিল সর্ব্ব পূজা আয়োজন।
শ্রীবাস লইল সেথা ধারকের কার্য্য
পূজা আরম্ভিল মহাপূজক আচার্য্য।
এদিকে শ্রীবাসপত্নী অতি সাবধানে
ভোজ্যাদি রন্ধন করি রাখিল যতনে।
মহাসমারোহে পূজা হ'ল সমাধান
সাক্ষাতে অদ্বৈত ভোগ করিল প্রদান।
সর্ব্বেশ্বরভাবে প্রভু অজ ভবতোষ
অদ্বৈত সেবায় হ'ল পরম সন্তোষ।
ভোজনান্তে আচমন, তবে আরত্রিক,
অনন্তর দণ্ডবৎ করিল সস্ত্রীক।
দোঁহে আজ আত্মহারা প্রভুর সেবায়
দোঁহে দিল সুগন্ধ চন্দন গোরাগায়।
দোঁহে ধরাধরি করি পরাইল মালা
দোঁহে আজ জুড়াইল মরমের জ্বালা।
তবে শ্রীঅদ্বৈত হ'য়ে ভাবে বিমোহিত
প্রেমস্বরে আরম্ভিল সাধন সঙ্গীত :—

কীর্ত্তন মিশ্রিত বেহাগ—কাওয়ালী।

জয়, গৌরচন্দ্র দয়াল
দীনজন শরণ তাপত্বঃখহরণ হে।
জয়, বিষ্ণুপ্রিয়াবর নাগর
নদীয়া-নাগরীগণ মনমোহন হে॥
জয়, কেলিকীর্ত্তন নটনানন্দ
সুললিত মধুর ত্রিভঙ্গ হে,
জয়, রঙ্গ-কৌতুক-হাস্যরসময়
রসিক-জন-চিত রমণ হে—
জয়, সর্ব্বমঙ্গল কারণ
কলিজন-ক্লেশ-কলুষনাশন হে,
জয়, বৃন্দারণ্য সুযশ মহিমা—
গুণ স্বজনগণ সহ গায়ন হে॥
মম মত্ত মানস চপলরূপ
রস ভোগ বিলাসে নিমগ্ন হে,
যেন তপ্ত মরুমাঝে ভ্রান্তি—
মরীচিকা তৃষিতজনে মাগে শরণ হে—

এ "বিশ্বরূপ" বিহিত চাহে
শুনি নাম পতিতপাবন হে,
ভবে বাসনা ভোগ যত
তাপ যাতনা তর্তে রক্ষ প্রভু দীনতারণ হে ॥

পূর্ণ হ'ল মনসাধ তবে হৃষ্টমনে
পত্নীসহ সীতানাথ ফিরিল ভবনে।
সতত অদ্বৈতমন অভিমানে ভরা
গৌরব করিয়া বলে, "প্রভু মোর গোরা ;
মোর প্রভু বিশ্বম্ভর শচীর দুলাল
অগতি-পতিত-বন্ধু আর্ত্তভক্ত-পাল।
এত বলি নাচে কভু মারে মালসাট
না মানে ভবন বন মন্দির কি হাট।
না মানে অনল জল ঝড় কি তুফান
সে প্রেমমত্ততা আগে তুচ্ছ তা'র প্রাণ।
অদ্বৈতের প্রেমাবেশ মুহুর্মুহু হয়
অলক্ষিতে প্রভু তারে রাখে সে সময়।
হেনমতে গত দিন ভক্ত গোষ্ঠি মাঝে
বিশ্বম্ভরচন্দ্র কোটীচন্দ্রসম রাজে।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মিলন।

একদা প্রভুর মনে কি হইল তাপ
আরম্ভিল কার তরে করিতে বিলাপ।
কে জানে সে কোন্ জন কোথায় নিবাস
কার তরে এ রোদন এত হা হুতাশ।
দেখি গৌরীদাস কহে তা'র করে ধরি
'কার তরে কাঁদ সখা, কি হইল মরি?'
অনেক তুষিতে প্রভু কিছু স্থির হইল
তবে ভাব ব্যক্ত করি ডাকিতে লাগিল,
"পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক, কোথা মোর বাপ্
তোরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
ওরে মোর পুণ্ডরীক আয় বাপ্ কাছে
তিলেক না দেখি তোরে প্রাণ নাহি বাঁচে।"
ইহাতে বুঝিল সবে কি হেতু রোদন
এ রোদন মূলে কিছু আছে আকর্ষণ।
নিশ্চয় আসিবে কেহ নবপরিকর
এমত বুঝিল সবে প্রভুর অন্তর।

দিনে দিনে পুণ্ডরীক চট্টগ্রাম হ'তে
নবদ্বীপে এল নিজ শিষ্যগণ সাথে।
শুনি অগ্রে তারে ভেট করিল মুকুন্দ
পূর্ব্বেই সে জানে তার চরিত্রের ধন্দ।
বাহিরে বিষয়ী প্রায় তা'র ভোগাসক্তি
প্রাণে অন্তঃস্রোত সম বহে প্রেমভক্তি।
আর দিন গদাধরে সঙ্গে ল'য়ে দত্ত
বুঝাইতে গেল তা'র চরিত্র মহত্ত্ব।
পৌঁছি পুণ্ডরীক স্থানে দুই শুদ্ধমতি
মুকুন্দ শ্রীগদাধর করিল প্রণতি।
গদাধর চাহি মাত্র পুণ্ডরীক পানে
কটাক্ষ করিল তা'র বৈষ্ণবলক্ষণে।
তা'র কাণ্ড দেখি চিত্তে লাগিল সংশয়
ভাবিল এ কার্য্য কভু ভক্তোচিত নয়।
প্রাকৃত বিলাসে মত্ত রহে কি বৈষ্ণব
ইহাতে বিবেক বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় সব।
তবে দত্ত তা'র মন বুঝিয়া চতুর
গীত ছন্দে এক শ্লোক পড়িল মধুর।
শ্লোক শুনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মনে
মুহূর্ত্তে লাগিল ভাব কৃষ্ণ উদ্দীপনে।

মহাশব্দে হুহুঙ্কার মালসাট মারি
খট্টা হ'তে ভূমিতলে পড়িল আছাড়ি।
কাঁদে পুণ্ডরীক হ'য়ে ধূলায় ধূসর
কভু উঠে কভু প'ড়ে করে ধড়ফড়।
ছেঁড়ে মুক্তাহার শুনি শ্লোকের মূর্চ্ছনা
দূর করে কেশের সে বিচিত্র রচনা।
পদাঘাতে ভাঙ্গে ভোগ বাসনা সম্ভার
'কৃষ্ণ রে' 'প্রভু রে' মোর বলে বার বার।
ছিন্ন ভিন্ন হয় বস্ত্র নাহি সম্বরণ
বক্ষে শিরে করাঘাত করে ঘনে ঘন।
দেখি গদাধর চিত্তে লাগে চমৎকার
মনে ভাবে—এযে দেখি অদ্ভুত ব্যাপার!
ইহার এ ভোগ যদি আসক্তিতে পূর্ণ
তবে কেন পদাঘাতে করে সব চূর্ণ?
এ ভোগ রহস্য দেখি পরম দুর্ভেদ্য
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বুঝিতে কি সাধ্য!
না বুঝি ইহায় যে করিনু দোষ দৃষ্টি
তাহাতে হইল বৈষ্ণব অপরাধ সৃষ্টি।
এবে অন্যরূপ মোর মনে নাহি চায়
না চাহিব ক্ষমা শুধু লুটাইয়া পায়।

এ বিষম অপরাধে তাপদগ্ধ মন
তাবৎ না জুড়াইবে যাবৎ জীবন।
অতএব এ সঙ্কটে ঘুচাইতে ক্লেশ
লইব ইহার দত্ত মন্ত্র উপদেশ।
ইহারে করিব যবে গুরুত্বে বরণ
তবে মোর হবে সর্ব্ব দোষের ক্ষালন।
এত ভাবি গদাধর মিটাইতে ব্যথা
দত্ত স্থানে কহিল তাহার গুপ্তকথা ;
জানি পূর্ব্বাপর দত্ত বড় বুদ্ধিমন্ত
বিদ্যানিধি স্থানে সব কহিল বৃত্তান্ত।
দত্তমুখে বিদ্যানিধি শুনিয়া প্রস্তাব
হাস্য করি জানাইল 'হবে দীক্ষালাভ।'
শুনি মন-সুখে দোঁহে আইল ভবনে
তবে বিদ্যানিধি গেল প্রভুর দর্শনে।
প্রভু অতি ব্যস্তভাবে চাহিল যাহারে
সে আজ নিজেই এল মিলিতে দুয়ারে
পুণ্ডরীকে দেখি প্রভু এল আগুসারি
প্রভুপদে পুণ্ডরীক লুটাইল পড়ি।
প্রভু তা'রে তুলি বক্ষে রাখি কতক্ষণ
করে ধরি চাঁদমুখ করে নিরীক্ষণ।

পুনঃ দুই বাহুপাশে বাঁধি লয় কোলে
ভাসায় শ্রীমুখশশী নয়নের জলে।
আবেশে না সরে কা'রো শ্রীমুখে বচন
যেমন কিঙ্কর তার প্রভুও তেমন।
এইভাবে পুণ্ডরীক প্রভুরে মিলিল
ক্রমে সুস্থ হ'য়ে দোঁহে দোঁহা সম্বরিল।
অনেক হইল বসি কথা ও কীর্ত্তন
নিভৃতে মরম দ্বার করি উদ্ঘাটন।
প্রভুর চরণ তলে বসি বিদ্যানিধি
যে পাইল সুখ তার নাহিক অবধি!

প্রেমোন্মত্ততা ও ব্যবহারী লোক।

এইতো অপূর্ব্ব লীলা আরম্ভিল গোরা
নিত্য নদীয়ায় বসি ভক্ত-মনোচোরা।
নিত্য হেন যত হয় লীলা অলৌকিক
'জয় জয়' রবে তত পূর্ণ হয় দিক্;

ততই পার্ষদগণ মহাকলরবে
বাহু নাড়া দিয়ে ফিরে প্রভুর গৌরবে।
পাষণ্ড দেখিয়া আর নাহি মানে ভয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যা'র সে দেয় অভয়।
কি আনন্দ ন'দে ভরি উঠে দিবারাতি
স্বচ্ছন্দে বেড়ায় সবে গোরাগুণে মাতি!
ভক্তে ভক্তে দেখা হয় পথে চলি চলি
পরস্পর নতি করে 'জয় গৌর' বলি।
ইহাতে হাসিয়া মরে ব্যবহারী লোক
বলে ন'দে হ'ল নাকি বৈকুণ্ঠ গোলোক?
ইহারা হেথায় সব করে ব্রজলীলা
কৃষ্ণসঙ্গে সদা রয় গোপের মহিলা।
পড়ে'ছে লীলার ধূম শ্রীবাসের বাড়ী
নিত্য হয় রাসলীলা মহাহুড়াহুড়ি।
নিত্য নিশি জাগে সবে রুদ্ধ করি দ্বার
কেহ বলে 'কৃষ্ণ' কেহ বলে 'ধর মার'।
এত শুনি দুষ্ট কেহ আসিয়া নিকট
বলে, "ওর সব বেটা মদ্যপ লম্পট!"
স্বচক্ষে দেখেছি আমি ওদের ব্যাপার
'মদ্য আন' 'মদ্য আন' করিছে চীৎকার।

নেশা কার রাত্র জাগে মদ্যপের দল
ঘুমা'তে না পায় লোক শুনি কোলাহল।
পুনঃ যদি হেন কাণ্ড করে অহর্নিশ
নিশ্চয় কাজীর স্থানে যাইবে নালিশ।
আর এক পাষণ্ড কহে তা'রে যুক্তি দিয়া,
"চল্ ভক্ত হয়ে যাই দলেতে মিশিয়া।
না লাগিবে কানা কড়ি শোন্‌রে নির্ব্বোধ
নিশি দিন হু'শ মজা চলিবে আমোদ।
দূরে থাকি কেন আর সহি গাত্রদাহ
মিলে মিশে সুখে হয় যদ্যপি নির্ব্বাহ।
চলুক পরের শিরে বুলাইয়া হাত
কি ফল হইবে বৃথা করিয়া উৎপাত ?"
এত শুনি প্রতিবাদ করি কোন জন
বলে, "যার যে চরিত্র দৃষ্টিও তেমন।
চোর দেখে ত্রিসংসার চোরের আবাস
সাধু দেখে সর্ব্বঘটে বিভুর প্রকাশ।
দোষী জন করে সর্ব্বজীবে দোষদৃষ্টি
পাপী যা'রা পাপময় দেখে সারা সৃষ্টি।
যে যেমন লোক হয় সৎ কি অসৎ
স্বভাবে সে আত্মবৎ দেখে ত্রিজগৎ।

নিমাই করিছে সারা ভুবন পবিত্র
নারায়ণ তুল্য তার নির্ম্মল চরিত্র।
কে না জানে নদীয়ায় তার গুণকীর্ত্তি
তোমরা যে বল উহা তোমাদের বৃত্তি।"

তত্ত্বের অবধি শ্রীগৌরাঙ্গ।

হেনমতে কত উঠে বাদ প্রতিবাদ
স্বেচ্ছায় বিহরে সেথা বিশ্বম্ভরচাঁদ।
নিজেই প্রমত্ত আজ নিজ সংকীর্ত্তনে
আপনার লীলাগুণ আস্বাদে আপনে।
শ্রীবাসের ঘরে বহে আনন্দপাথার
কেহ ভাসে কেহ দেয় তরঙ্গে সাঁতার।
হাবুডুবু খায় কেহ পড়িয়া তুফানে
কেহ ডুবে যায় পরিণতি আস্বাদনে।
অপরূপ গৌর প্রেমলীলারস সিন্ধু
ভাসে ত্রিজগৎ যা'র পেয়ে এক বিন্দু।

উপরে করিছে নৃত্য অনন্ত লহরী
উদ্বেলিত সিন্ধুজল দিবস শর্ব্বরী।
সে তরঙ্গে ব্রজের যুগলে করি যোগ
বিরহ মিলনানন্দ করায় সম্ভোগ।
তাহে মত্ত হ'য়ে রয় যেই দিবানিশি
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে বেড়ায় সে ভাসি।
ডুবিলেই পায় নবরসের সন্ধান
উন্নত উজ্জ্বল রস দেখে মূর্ত্তিমান্।
সেই নবমূর্ত্তি প্রাণ গৌরাঙ্গস্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।
মহা মহা বিলাসের সেই পরিণতি
যুগল উজ্জ্বল রস নির্য্যাস মূরতি।
রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি রস ঘন
কিশোরীর বর্ণ গোরা কিশোর গঠন।
কানু রাইরূপে সে যে রাই কানুদেহে
মিলনে বিরহ নিত্য মিলন বিরহে।
সেই সে যুগল প্রেম রস ঘনাবর্ত্ত
রাইকানু কানুরাই বিলাস বিবর্ত্ত।
শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব হেন বুঝে ভক্তগণ
বুঝে হরিদাস নামরসে অনুক্ষণ।

বুঝে নরহরি পূর্ব্ব প্রেমাবেশ ভরে
মধুমতী প্রেমমধু পিয়ায় নাগরে।
শ্রীবাসঅঙ্গন অতি মনোরম স্থান
সেথায় বিহরে গোরা জগতের প্রাণ।
ভক্তসঙ্গে সদা রয় পরম সন্তোষ
নিরবধি গুণ গায় বাসুদেব ঘোষ।

ভাটিয়ারী—কাহারবা।

কাঁচা সোনার বর্ণ ধরেছে, রে
ওগো চিন্‌লি কি তারে
ওসে, হলকরা তার রূপের বাহার
কেবল বাহিরে—
আছে মন মজানো কুটিল কালা গো
লুকা'য়ে তার অন্তরে॥
রূপে ভুবন আলো ক'রছে
কত চাঁদ খসে তার পদে পড়ে'
শরণ নিয়েছে
প্রতি পদ নখে চাঁদ ঝলকে গো
আছে কালাচাঁদ তার ভিতরে॥

গা ঢাক্‌লে কি আর স্বভাব চাপা যায়
ঐ দেখ আঁকা বাঁকা চাল চলন
আর বাঁকনয়নে চায়
ভাব ভঙ্গিতে আর ইঙ্গিতে ঐ গো—
দেয় পরিচয় সব মিল করে ॥
(সেই যে ব্রজের কুটিল কালা)
(মৃদু হেসে বাঁকা দিঠে চেয়ে)
যত্নে রাধা নামটী কভু গায়
আবার, এক পদে আর পদ ছেঁদে
কভু হেলিয়ে দাঁড়ায়—
তোরে বলব কিসে তেমনি হেসে গো
কভু বাঁশী ধরে অধরে ॥
(সেই সাধের রাধানাম সাধবে বলে)
(তেমনি গৌর গোবিন্দ হয়ে দাঁড়া'য়ে
(প্রিয় গদাধরের মুখপানে চেয়ে)
যদি দেখলি পুনঃ দেখনা জেনে নেনা
এ দাস "বিশ্বরূপ" ওরূপ দেখিতে কর্‌ছে কি মানা
যা রূপ দেখে আগে প্রাণ সঁপে আয় গো
তার গুণের খবর নিস্‌ পরে ॥

এইরূপে লীলা করে প্রভু গৌরচন্দ্র
শ্রীবাস অঙ্গনে বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
যা'র যে অপূর্ণ বাঞ্ছা পূরা'তে সকল
মন জানি লীলা করে ভকতবৎসল।

সাত প্রহরিয়া ভাব।

তবে প্রভু একদিন অঙ্গনে বসিয়া
দান আরম্ভিলা সপ্ত প্রহর ব্যাপিয়া।
এ নহে ঐহিক দান ধন রত্ন মণি
দিলেও না লয় ভক্ত কাঞ্চনের খনি।
এ অতি দুর্ল্লভ দান এই দানে ভক্তি
যত পাবে তত হবে পাবার আসক্তি।
না মানিবে বিঘ্ন বাধা ইহার সামর্থ্যে
অনুদিন বাড়াইবে প্রেম পরমার্থে।
দানে শুধু শিরে হস্ত মুখে আশীর্ব্বাদ
কিন্তু অন্তকার ইহা স্বতন্ত্র প্রসাদ।

বহু ভাগ্যে মিলে হেন সুবর্ণ সুযোগ
ভক্ত চাহে এ দানের পূর্ণ উপভোগ।
বসি খট্টা'পরে প্রভু করে বরদান
কোটী সূর্য্য তেজ সবে দেখে মূর্ত্তিমান্।
প্রভু কহে, "শ্রীবাসিয়া শোন্ তোরে বলি
তোর শ্রীঅঙ্গন মোর মুখ্য লীলাস্থলী।
জন্ম জন্ম তোর গোষ্ঠি মোর দাস দাসী
তোর সুখে দুখে মোর যত কান্না হাসি।
সে দিনের কথা তোর পড়ে কিরে মনে
যেদিন বসিয়া দেবানন্দের ভবনে,
ভাগবত শুনি তোর উপজিল ভাব
না বুঝিল দেবানন্দ ভক্তির স্বভাব ?
অশ্রু কম্পে দেখি তোর দেহের বিকার
তার শিষ্যগণ আরম্ভিল অত্যাচার।
প্রকাশ্যে কহিল তা'রা সমাগত জনে
'ভণ্ডেরে উচিত দণ্ড দেহ এইক্ষণে।
বৈষ্ণব সাজিয়া দুষ্ট শিখি ভাবকালি
কাঁপিয়া ঝাঁপিয়া কত দেখায় বিটালি।
এই যে শ্রীবাস একি সামান্য কপটী
আঁখি মুদি করিতেছে দন্ত কটমটি ?

মূর্চ্ছিতের প্রায় আছে পড়িয়া সটান
ভাব দেখাইতে মাত্র উহার এ ভাণ।'
এত বলি সে গৃহের বহির্দ্বার ছাড়ি
সংজ্ঞাহীন দেহ তোর ফেলিল আছাড়ি।
সেই কালে দেহে আমি থাকি বর্ত্তমান
সহিনু সে ব্যথা তোর রক্ষিবারে প্রাণ।
কতক্ষণে তোর যবে হ'ল বাহ্যজ্ঞান
সে দেবানন্দের পাছে হয় অকল্যাণ।
কাঁদিলি যে তার তরে নয়ন মুদিয়া
শুনিনু সে সব তোর অন্তরে বসিয়া।
সাধে কি পাষণ্ডে চাই করিতে সংহার
তোরা শুধু সত্যভঙ্গ করা'স আমার।"
শুনিয়া শ্রীবাস কাঁদি যায় গড়াগড়ি
উচ্চৈস্বরে ভক্তগণ বলে হরি হরি!
তবে প্রভু হাঁকি বলে, "শ্রীধর, শ্রীধর"
সবে কহে,—সেত রহে আপনার ঘর।
প্রভু বলে, "যাও তা'রে আন স্কন্ধে করি
সে মোর রাখাল সখা প্রেমের ভিখারী।"
শুনি ভক্তবৃন্দ গিয়া শ্রীধরভবনে
প্রভু আজ্ঞামত তারে আনিল যতনে।

শ্রীধরে দেখিয়া প্রভু কহিল হাসিয়া
"চিনিতে কি পার সখা দেখত চাহিয়া ?
পসার লুটিতে তুমি না হইলে রুষ্ট
থোড় মোচা খেয়ে তাই হইয়াছি পুষ্ট।
আমা হ'তে কত তুমি সয়েছ অশান্তি
এবে দেখ দেহে মোর ফুটিয়াছে কান্তি।
এবে আর নহি আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ
'রাজ্যেশ্বর হ'ব ছিল বিধির লিখন।
সেই ভাগ্যোদয় মোর হ'ল এতদিনে
অদ্য আমি তোমারে লইতে পারি কিনে।
হের আজ বসিয়াছি সিংহাসনোপরে
দক্ষিণে অগ্রজ মোর শিরে ছত্র ধরে।
আগে পাছে যা' সবারে করিছ দর্শন
প্রাণের অধিক মোর প্রিয় পরিজন।
কেহ মন্ত্রী কেহ মোর সুযোগ্য বান্ধব
রক্ষীগণ রাখে রাজসভার সৌষ্ঠব।
তুমি ত দরিদ্র এবে আমি ধনশালী
কেমনে তোমার সঙ্গে চলিবে মিতালি ?
ধনীতে নির্ধনে রহে ক'দিন সদ্ভাব
এদের যে পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব।

যে যাহার যোগ্য হয় জানি বিজ্ঞজনা
তা'র সঙ্গে করে তা'র বন্ধুত্ব যোজনা।
হেন কহে নীতিশাস্ত্র তাই লাগে ধন্দ
আমি ত রাখিতে চাই পূর্ব্বের সম্বন্ধ।
তুমি যে বুঝনা সখা রাজার সম্মান
যাহে যোগ্য হবে তার না রাখ সন্ধান।
অতএব এক যুক্তি কহি শুন সার
ইথে বহুধন লভ্য হইবে তোমার।
মোর স্থানে যদি কর আপনা বিক্রয়
তার বিনিময়ে ধন পাইবে নিশ্চয়।
সেই ধন পেয়ে যদি হও ধনবান্
তবেই ত হও মোর কতক সমান।
শুধু তব দেহ প্রাণে রবে মোর স্বত্ব
ধন আমি না ছুঁইব কহিলাম সত্য।"
কাঁদিয়া শ্রীধর কহে জুড়ি দুই কর,
"পূর্ব্বেই ত হাটে বিকা'য়েছি কলেবর।
থোড় মোচা ক্রয় ছলে তুমি বিপ্রমণি
বিনামূল্যে তনু মন লইয়াছ কিনি।
এবে আর কি বিকা'ব কি লইব মূল্য
ধনী হলে হইতাম রাজ সমতুল্য।

যোগ্য হ'লে রাখিতাম রাজার সম্মান
অযোগ্যের কোন্ কার্য্য যোগ্যের সমান ?
আর যদি অযোগ্যেরে দিয়া দুঃখ সাজা
হৃদি সিংহাসনে বসি হও তুমি রাজা,
দুঃখানলে জ্বালি ভোগ বাসনার মূল
তব পদ প্রাপ্তি পথে হও অনুকূল,
অযাচিত করুণায় তবে হে করুণ
জন্মে জন্মে দিও দুঃখ এ হ'তে দারুণ।
দুঃখ হবে আত্ম বন্ধু, দুঃখ হবে ভাই
দুঃখের গাহিব জয়, দুঃখের বড়াই।"
শ্রীধরের দৈন্যে ছল ছল দুটি আঁখি
দাঁড়াইল বিশ্বম্ভর রসরঙ্গ রাখি।
পদে পদ ছেঁদে প্রভু হেলাইয়া অঙ্গ
শ্রীধরে চাহিয়া হ'ল শ্যামল ত্রিভঙ্গ।
সুরম্য মালতীলতা কুঞ্জে এক ধাম
সেথায় মিলিল তার সঙ্গে বলরাম।
তবে দুই ভাই করি গলা ধরাধরি
নাচিতে লাগিল নানা রঙ্গে ঘুরি ফিরি!
কি উজ্জ্বল অঙ্গ কান্তি কি বেশ ভূষণ
চকিতে করিল আলোকিত কুঞ্জবন।

নাচিতে নাচিতে রাম কৃষ্ণে তুলি কোলে
বাহু পাশে বাঁধি তার চুমিল কপোলে।
রাম কোলে ত্রিভঙ্গের শোভা হেন গণি
রজত ভূধর বক্ষে যেন নীলমণি।
দুগ্ধসরোবরে যেন নীলপদ্ম শোভা
রামবক্ষে শ্যাম সুরমুনিমনোলোভা।
ভাগ্যবন্ত শ্রীধর সে শোভা নিরখিয়া
পড়িল অঙ্গন মাঝে সংজ্ঞা হারাইয়া।
চিতচোর গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব বিলাস
ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্বভাব রসের প্রকাশ।
ক্ষণে রঙ্গরসে মত্ত ক্ষণেকে গম্ভীর
নিজপ্রেম আস্বাদনে নিজেই অধীর।
তবে ত শ্রীধরে পূর্ব্ব স্বরূপ দেখায়ে
মুরারিরে ডাকে প্রভু বাহু নাড়া দিয়ে।
প্রভুর আহ্বানে গুপ্ত পূর্ব্ব প্রেমসুখে
মহাআস্ফালন করি আসিল সম্মুখে।
সেই ক্ষণে প্রভু তার পূরাইতে কাম
মহাযোগৈশ্বর্য্যে হ'ল রঘুপতি রাম।
বামেতে জানকী ল'য়ে দক্ষিণে লক্ষ্মণ
ভরত শত্রুঘ্ন সহ দিল দরশন।

যেরূপ মুরারি সদা ধেয়ায় অন্তরে
প্রভুরে অভিন্ন জানি তবু যা'র তরে,
স্বভাবে ব্যাকুল একনিষ্ঠ চূড়ামণি
আজ তারে দেখি করে মহাজয় ধ্বনি ঃ—
"জয় রাম জয় রাম জয় রঘুবর
দশাননজয়ী মোর প্রভু ধনুর্দ্ধর।
জয় দশরথ-হৃদি পিঞ্জরের পাখী
নবদূর্ব্বাদল কান্তিধর পদ্মআঁখি।
জয় জয় কৌশল্যার প্রাণাধিক ধন
ভকতবৎসল ভৃত্য চিত্তবিমোহন।
স্বরূপে সচ্চিদানন্দ নিত্য সবিশেষ
দুর্গমে দুর্গতিত্রাতা দয়ার্দ্র দীনেশ।
বিধির অবধি জয় দেবাদি দুর্লভ
সর্ব্ব লক্ষ্মীপতি রাম জানকীবল্লভ।
জয় বিভীষণপ্রিয় গুহকের মিত্র
শুদ্ধ প্রেমাধীন জয় সুখদ চরিত্র।
হে রাম হে প্রাণারাম নয়নাভিরাম
বারেক দাঁড়াও প্রভু দেখি রূপ ঠাম।
জন্মাবধি ও স্বরূপ দেখি নাই চক্ষে
অন্তরেই জাগ শুধু আসনি সমক্ষে।

আজ আমি না ছাড়িব ও রাঙ্গা চরণ
হৃদে ধরি জুড়াইব তাপিত জীবন।
তোমারে না দেখি মোর মনে বড় দুখ
বারেক দাঁড়াও নাথ হেরি চন্দ্রমুখ।"
এত বলি ইষ্ট পাদপদ্ম বক্ষে ধরি
অবিরল গুপ্তবর ঢালে আঁখিবারি।

দেশ মল্লার—কাওয়ালী

রামচন্দ্র গুণধাম আমারি
নবদূর্ব্বাদল কান্তি উজল
হৃদিমন্দির মঙ্গলকারী বিহারী।
সর্ব্বারাধ্য হে দেবদেব
শ্রীঅযোধ্যা পুরজন তাপ নিবারী
কৌশল্যাসুত দশরথ নন্দন
সুন্দরবর সরযূ তটচারী॥
কমলনেত্র বিমলমুখ মণ্ডল
তরুণারুণভাতি গণ্ডে
বক্ষপীন কটি ক্ষীণ
অসীম শক্তি সুবলিত ভুজদণ্ডে—

রম্ভা তরু উরু চরণে উদিত
চারুচন্দ্র নখর দুই সারি
শীর্ষে প্রখর কোটী ভানু করোজ্জ্বল
ঝলমল কিরীট করে ধনুধারী ॥
তাড়কামারী ত্রাসিত সুরমুনিগণ
তাপ দুঃখ ভঞ্জন কামী
রঞ্জন হে রঘুনন্দন
বিশ্বামিত্র বিমোহন স্বামী—
রাজ রাজ যুবরাজ
রক্ষকুলনির্ম্মূল হেতু অবতারী
সঙ্গে অনুজ মহাভুজ শ্রীলক্ষ্মণ
শ্রীচরণ পরশে অহল্যোদ্ধারী ॥
জনক সুতা বরমাল্য গ্রহণ পর
রঙ্গে হরধনু ভঙ্গে
ভৃগু রাম দর্পহর রাম
সমর সামর্থ্য পরীক্ষা প্রসঙ্গে—
পিতৃসত্য পালনে বনবাসী
সহলক্ষ্মণ জনক কুমারী
বালি নিধন হনুমন্তজীবন
সংগ্রামে খরদূষণ বক্ষবিদারী ॥

গুহকমিত্র হে সুখদচরিত্র
চিত্রকূটাদ্রি নিবাসী
লঙ্কাপতিকৃতমায়া অপহৃতা
সীতা বিরহী উদাসী—
শুদ্ধ স্নেহাস্পদ সুগ্রীব অঙ্গদ
জাম্বুবান শুভকারী
মহা সিন্ধুসেতু বন্ধক
বিভীষণ বান্ধব কুম্ভকর্ণ রাবণারি ॥
সীতা উদ্ধারক সমরে নিপাতক
বিকটাকৃতি দশস্কন্ধ
মিত্র বিভীষণ রাজ্য প্রদায়ক
তোষণ সুরমুনি বৃন্দ
বর্ষ চতুর্দ্দশ অন্তে অযোধ্যা
পুনরাবর্ত্তনকারী
পুষ্পরথস্থিত বল্কল পরিহিত
পিঙ্গল জটিল জটাজুটধারী ॥
জয়তি অতঃপর সিংহাসনোপর
সীতাসহ দশরথলাল
লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন পরিবৃত
রাজরাজেন্দ্র দয়াল—

প্রজানুরঞ্জন ত্রিভুবন বন্দন
দাসভক্ত মনোহারী
জয়তি রাম সীতারাম রাম
দাস "বিশ্বরূপ" দুরাচারোদ্ধারী ॥

———

প্রভুও শ্রীরামরূপে থাকি বিদ্যমান
প্রসন্নবদনে কহে, "শুন মতিমান্
রোদন সম্বর বাপ্ না হও অশান্ত
প্রাণের অধিক তুমি মোর হনুমন্ত।
এবে আমি দিনু বর অদ্য হ'তে মোর
ব্রজরসে চিত্ত তব রহিবে বিভোর।
যে নিষ্ঠা দেখা'য়ে মোরে তুষিলে ধীমান্
তা'র বিনিময়ে যোগ্য দিনু এই দান।
এ অতি নিগূঢ় রস চিরঅনর্পিত
গোপীভাব বিনা ইহা নহে আস্বাদিত।
ইথে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তির প্রকাশ
ব্রজ বিনা অন্যত্র ইহার নাহি বাস।
নব বিধা ভক্তিসূত্র পঞ্চরসে মাত্র
সূত্র ধরি রসাস্বাদে যে যেমন পাত্র।

ব্রজেতে ইহার করি চূড়ান্ত যাজন
চরম উৎকর্ষ দেখাইল গোপীগণ।
এবে সে উন্নত মহোজ্জ্বল রসসার
মোর আশীর্ব্বাদে স্ফূর্ত্তি হইবে তোমার।"
এত বলি দিয়া সেই রসের স্পর্শন
লুকা'ল সেরূপ গুপ্ত হ'ল অচেতন।
বাড়িল অঙ্গনে প্রেমসমুদ্রকল্লোল
অম্বরে ধ্বনিত হল 'গৌর হরি' বোল।
মাতিল সে রবে বিশ্ব স্থাবর জঙ্গম
শাখী পরে আঁখি না মেলিল বিহঙ্গম।
দেবগণ ছাড়ি সুধা-কুরস-কুপথ্য
ধ্বনি শুনি গৌরপ্রেমমদে হ'ল মত্ত।
হেথা শ্রীঅঙ্গনে পড়ি কাঁদে ভক্তগণ
কেহ সংজ্ঞাহীন কেহ মুদিত নয়ন।
দেখি প্রভু মনে বড় পাইয়া উল্লাস
এবার ডাকিল—কোথা মোর হরিদাস ?
'হরিদাস' 'হরিদাস' ডাকে বিশ্বম্ভর
নতশিরে হরিদাস হ'ল অগ্রসর।
প্রভু কহে, "হরিদাস আয় মোর কাছে
তোর সম ভক্ত মোর ভুবনে কে আছে ?

তুই প্রীতিদানে মোরে করেছিস্ ক্রয়
তুইত পারিস্ পুন করিতে বিক্রয়।
শুধু এ জনমে নয় জন্মে জন্মে মোরে
কত যে তুষিলি তুঁই বাঁধি প্রেমডোরে।
তার বিনিময়ে যোগ্য নাহি মোর দান
শুধু ঋণে বদ্ধ মোর রহিল এ প্রাণ।"
কাঁদি কহে হরিদাস, "হে করুণাময়
তুমি যে দিয়াছ নাথ শ্রীচরণাশ্রয়!
ওপদ তরণী দান তুল্য কোন্ দান
যাহে কর এ তুস্তর ভবার্ণবে ত্রাণ।
যে পদে শরণ দিয়া এই ম্লেচ্ছাধমে
রক্ষিলে হে নাথ কত বিষম তুর্গমে,
সেই পদদ্বন্দ্ব মোর শিরে দেহ তুলি
এই কর যেন ও সম্পদ্ নাহি ভুলি।"
এত বলি পদতলে লুটাইল ধীরে
তবে প্রভু পাদপদ্ম দিল তার শিরে।
হরিদাস মৌন থাকি প্রভুর এ স্নেহে
আঁখিনীরে ভেসে যায় পুলকিত দেহে।
ভাবে—আমি কিবা জানি কি গুণ বাখানি
অনন্তবাঞ্ছিত এযে রাঙ্গা পা তুখানি।

কমলাসেবিত ইহা দেবতাদুর্লভ
কি ভাগ্যে পাইনু শিরে এ পদপল্লব !
কি আছিল জন্ম জন্ম সুকৃতি আমার
কি হ'তে হইল মোর এত অধিকার !
আমি মূর্খ বেদ বিধি শাস্ত্রজ্ঞানহীন
ভ্রান্তমতি অকৃতী অধম অর্ব্বাচীন।
ভ্রষ্ট আমি জন্ম মোর যবনের ঘরে
তবু কেন এ সম্পদ পাইলাম শিরে !
এ দেখি করুণা শুধু বুঝিলাম স্থির
হেনই অপূর্ব্ব দান এ মহাদানীর।
যত ভাবে হরিদাস ততই বিহ্বল
তবে প্রভু সরাইয়া শ্রীপদ যুগল,
হাসি কহে, "তুই মোর প্রাণের অধিক
অন্ধকারে আলোকরা উজ্জ্বল মাণিক।
তুই মোর গতি মুক্তি ইহ পরলোক
তোর আগে তুচ্ছ মোর বৈকুণ্ঠ গোলোক।
তো' বিহনে অন্ধ আমি দীন নিরাশ্রয়
তোরে লয়ে ধনী, এই মোর পরিচয়।
তোর তুষ্টি লাগি মোর এত আয়োজন
তোরেই রক্ষিতে ধরিলাম সুদর্শন।

শোন্ হরিদাস বলি সে দিনের কথা
কাজী তোরে যবে দিল নিদারুণ ব্যথা।
ভক্তমুখে হরিনাম না সহিল তা'র
ঈর্ষ্যাবশে দণ্ড দিল করি অবিচার।
প্রকাশ্যে এ দেহ তোর করিতে নিপাত
'বাইশ বাজারে' আরম্ভিল বেত্রাঘাত।
হেন দেখি ক্রুদ্ধ আমি তাদের বিরুদ্ধে
হানিলাম সুদর্শন নিমেষের মধ্যে।
আমি চাই তা সবারে করিতে বিনাশ
কিন্তু সেথা ব্যর্থ হ'ল আমার প্রয়াস।
তোর মুখে আছিল যে কাতর প্রার্থনা
তাহে হেন অসম্ভব ঘটিল ঘটনা।
স্তব্ধ হ'ল সুদর্শন দেখি তোর কাণ্ড
তুই অহিংসায় তুচ্ছ করিলি সে দণ্ড!
বেত্রাঘাতে হ'ল ক্ষতবিক্ষত শরীর
রক্তাক্ত হইল বাস তবু হ'য়ে স্থির,
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিতে হেলায়
কতই না মিনতি জানা'লি মোর পায়।
কি করি অগত্যা ক্রোধ করি সম্বরণ
দেহ পাতি দিনু তোর দেহে আবরণ!

লভিনু সে দণ্ড যদি আমি তোর সঙ্গে
পুষ্পহারসম শোভা হ'ল মোর অঙ্গে।
চেয়ে দেখ্ অদ্যাবধি আছে তার চিহ্ন
তোর তনু রহে কিরে আমা হতে ভিন্ন ?"
তাহা শুনি অধোমুখে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
বক্ষে করাঘাত করি কাঁদে হরিদাস।
প্রভু কহে, "ইহা লাগি কেনরে বিষাদ
তুই মোর একাধারে ব্রহ্মা ও প্রহ্লাদ।"
এত বলি দিয়া তারে পূরবের স্ফূর্ত্তি
চকিতে ধরিল ব্রহ্ম মোহনিয়া মূর্ত্তি।
ত্রিভঙ্গ বিনোদঠাম গলে বনমাল
হাসিমুখে বাঁশীধরা ব্রজের গোপাল।
মুগ্ধ হ'য়ে হরিদাস দেখে পীতবাসে
ধেনু বৎস সঙ্গে সখাগণ চারিপাশে।
তেমনি বিহরে পূর্ব্বে দেখিল যেমন
সেই শ্রীযমুনা কেশীঘাট কুঞ্জবন।
দেখিতে দেখিতে ভাবোন্মত্ত হ'য়ে অতি
মূর্চ্ছিত হইল হরিদাস মহামতি।
ভাল লীলা করে প্রাণ গৌরাঙ্গ ঠাকুর
সদা সঙ্কীর্ত্তনে টলমল ন'দেপুর।

বাজে শঙ্খ করতাল মধুর মাদল
উঠে হরিনাম ধ্বনি ভুবনমঙ্গল।
সে ধ্বনি শুনিয়া ধায় কি পুরুষ নারী
পুচ্ছ তুলি ধেনু ছুটে বৎস মায়া ছাড়ি!
শিশু ভুলে মাতৃঅঙ্ক শুনিয়া সে রোল
পঙ্গু নাচে উদ্দণ্ড বোবায় বলে বোল!
হেন দানরঙ্গে মাতি প্রভু গোরাচাঁদ
একে ছাড়ি অন্যে ধরি করে আশীর্ব্বাদ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ সবে উপস্থিত
মুকুন্দে না দেখি ভাবে শ্রীবাস পণ্ডিত;
'কোথা গেল দত্ত আজ কি ভাবিয়া চিতে'
এত বলি ব্যস্ত হ'য়ে চাহে চারিভিতে।
খুঁজিয়া রামাই শীঘ্র আনিল সংবাদ
বাহিরে পড়িয়া দত্ত করে আর্ত্তনাদ।
পুছিলে না কয় কথা করে হাহুতাশ
হেন বুঝি কিবা তার হ'ল সর্ব্বনাশ!
শুনিতে শ্রীবাস কিছু না বুঝি বিষয়
প্রভুপাদপদ্মে নিবেদিল মহাশয়।
প্রভু যে দত্তের প্রতি দেখা'য়ে বিরক্তি
কৃপাদণ্ড দিয়া তার পরীক্ষিছে ভক্তি।

সে কথা না জানে কিছু শ্রীবাস ঠাকুর
প্রভু কহে, "তা'রে আমি করিয়াছি দূর।
অতিশয় ভণ্ড বেটা কাপট্য না ছাড়ে
সুকণ্ঠগায়ক বলি মরে অহঙ্কারে।
মোর দত্তগুণে দুষ্ট মোরে না বাখানে
কৃতিত্ব দেখায় গিয়া যেখানে সেখানে।
আজ ভক্ত কাল গিয়া সাজে মায়াবাদী
এক বলে অন্য করে ভক্তি অপরাধী।
সে ভাবে তাহার মিষ্ট কণ্ঠের ঝঙ্কারে
মুগ্ধ হয় লোক তাই আসে তোর দ্বারে।
সে না হ'লে কীর্ত্তনে কে তুলিবে তরঙ্গ
এ দম্ভে মাতিয়া করে যা'র তা'র সঙ্গ।
জিহ্বার লালসে খায় বিষয়ীর অন্ন
মহাস্বেচ্ছাচারী বেটা কুটিল জঘন্য।
তোরা সে দুষ্টের কথা না বলিস্ আর
মোর সঙ্গ না মিলিবে এজনমে তা'র।
আমার দর্শন হেতু জানাইলে খেদ
দ্বারে প্রবেশিতে তা'রে করিবি নিষেধ।
যে ইচ্ছা করুক, যাক্, যেথা তা'র মন
মোর হেথা দাম্ভিকের নাহি প্রয়োজন।"

এ বাক্য শুনিয়া সবে করে হায় হায়
কেহ ভাবে—মুকুন্দের কি হবে উপায় !
কেহ ভাবে—দত্ত ছিল নৈষ্ঠিক পবিত্র
মোরা ত দেখিনি তার মৎসর চরিত্র ?
কেহ ভাবে—হ'ল আজ হরিষে বিষাদ
এত আনন্দের দিনে এ কিরে প্রমাদ ?
ইথে ভক্তবৃন্দ সহি নিদারুণ ক্লেশ
তবু দত্তে জানাইল প্রভুর আদেশ।
কিন্তু তাহে মুকুন্দের হ'ল বিপরীত
রোদন সম্বরি দত্ত উঠিল ত্বরিত।
শতগুণ হ'ল তার আবেগ অন্তরে
দৈন্য করি তা' সবে কহিল করযোড়ে,
"এক নিবেদন মোর শুন বন্ধুগণ
প্রভুর চরণে যদি করহ জ্ঞাপন;
যাক্ এ জীবন মোর নাহি তায় দুখ
এ জন্মে প্রভুরে আর না দেখাব মুখ।
স্বেচ্ছায় জ্বালিনু যদি এই দুঃখানল
জ্বলে পুড়ে যাক্ প্রাণ, পাই তার ফল।
কিন্তু কতকাল ধরি সহিব এ ক্লেশ
কোন জন্মে এ দুর্ভোগ হবে নাকি শেষ ?

আর কি হবে না ভাগ্য প্রভুরে মিলিতে
আর কি পাব না রাঙ্গা চরণ সেবিতে ?
দত্তের প্রার্থনা শ্রীবাসাদি সেইক্ষণে
প্রভু পদে নিবেদিল অতি সাবধানে।
সে সব শুনিয়া প্রভু কহিল উত্তরে,
"হবে তা'র সে সৌভাগ্য কোটি জন্ম পরে।
হেন দীর্ঘকাল আগে রহুক বঞ্চিত
তবে তার পূর্ব্বভাগ্য পাইবে নিশ্চিত।"
এ বাক্য শ্রীবাস পুনঃ কহিল দত্তেরে,
'কোটি জন্ম পরে তুমি পাইবে প্রভুরে।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু করিল এ সত্য'
এত শুনি দত্তবর আরম্ভিল নৃত্য !
'পাইব পাইব, আমি পাইব আবার
পাইব পাইব' বলি ছাড়িল হুঙ্কার,
'কোটি জন্ম যাবে মোর আঁখি পালটিতে
পুনঃত পাইব আমি প্রভুরে ভেটিতে'
এত বলি নৃত্য করে ভুজযুগ তুলি
ধূলায় পড়িয়া কভু কাঁদে ফুলি ফুলি।
এদিকে শুধায় প্রভু—কি করিছে দত্ত
রাম কহে, 'তব বাক্যে করিছে সে নৃত্য।

পাইব পাইব বলি কক্ষে তালি দিয়ে
হাসিছে কাঁদিছে কভু মহামত্ত হ'য়ে।'
প্রভু কহে 'কোটি জন্ম হ'ল তার শেষ
শীঘ্র তা'রে আন দিনু পুনশ্চ আদেশ।'
এবার করিয়া সবে মহাজয় ধ্বনি
প্রভুর সমীপে দিল মুকুন্দেরে আনি।
'পাইব পাইব' শুধু মুকুন্দের বোল
ভাবোন্মত্ত দেখি প্রভু দিয়া তারে কোল,
স্বয়ং আরম্ভিল দৈন্য অপরাধী প্রায়
স্নেহভরে শ্রীহস্ত বুলা'য়ে তা'র গায়;
"মুকুন্দ মুকুন্দ মোর হৃদয়ের ধন
তোরে লয়ে নিত্য মোর মরণ বাঁচন।
ভাল তুই দিলি আজ প্রীতির পরীক্ষা,
জন্ম জন্ম ভক্তি পথে তোর দীক্ষা শিক্ষা।
নহে কিরে হেন ধৃতি অন্যেতে সম্ভবে!
ভক্তিহীনে এ আবেগ কে দেখায় কবে?
অপ্রিয় যে বাক্য যাহা স্বতঃই নিষিদ্ধ
সেই বাক্যবাণে তোরে করিলাম বিদ্ধ!
রহস্য দেখিতে হেন করিনু শুধুই
মোর সঙ্গহারা হ'লে কি করিস্ তুই!

তাহাতে লাগিল তোর মনে যে বেদন
তোরে ছাড়ি মোরে তাহা দহিছে এখন,
আমি তোরে এক তিল না দেখিলে মরি,
কেমনে বাঁচিব বল কোটি জন্ম ছাড়ি !
অতএব উঠ বাপ., কি হেতু রোদন"
এই মত কহে প্রভু সান্ত্বনা বচন।
এতেক শুনিয়া দত্ত উঠিল এবারে
তবে প্রভু একে একে উঠা'ল সবারে।
উঠিল শ্রীহরিদাস, মুরারি, শ্রীধর,
অন্য যা'রা পড়েছিল অঙ্গন ভিতর।
একত্রে সবারে তুলি করি আশীর্ব্বাদ
বসিল পালঙ্কোপরি প্রভু জগন্নাথ।
নিতাই, অদ্বৈত, গদাধর, নরহরি,
আর আর মুখ্য যত শ্রীবাসাদি করি।
বাহু ধরাধরি করি ঘেরিয়া গোরারে
মহাজয়ধ্বনি সবে দিল সমস্বরে।
অন্য যত ভক্তবৃন্দ মণ্ডলী করিয়া
আরম্ভিল গোরাগুণ আনন্দে মাতিয়া ;—

রাগিনী সিন্ধুরা—কাওয়ালী।

নবদ্বীপনাথ
জগন্নাথকুল চাঁদ
গৌর গুণমণি গুণ
গাওরে ভাই।

গৌর মঙ্গল গান
হৃদি কর্ণ রসায়ন
প্রেম পরম সুখদায়ী॥

গৌর পরশমণি
পিরীতি রসের খনি
গোরা নামে এত সুখ তাই

গৌর সুন্দর রূপ
রসময় রসকূপ
গোরা সম ত্রিভুবনে নাই॥

গৌর গরব হৃদে
বাড়াইয়া মন সাধে
গোরা গুণে মজনা সদাই

এ "বিশ্বরূপে"র গোরা
প্রেমরস যশে ভরা
রূপে গুণে বলিহারি যাই॥

নিত্য পেয়ে প্রেমানন্দ দিব্য মূর্ত্তি দেববৃন্দ
কেনা দেখে প্রভুর প্রকাশ ?
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র মর্ত্ত্যে আসি সূর্য্যচন্দ্র
ছন্ন ভাবে কেনা ক'রে বাস ?
গৌরাঙ্গ ভাবিনী ধনী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী
আর তার সঙ্গিনী সকলে
অলক্ষিতে করি সেবা কৃতার্থ না হয় কেবা
অমরার যুবতীমণ্ডলে ?
কে আছে গন্ধর্ব্ব নারী রূপ গুণ গর্ব্ব ছাড়ি
না লুটায় প্রিয়ার চরণে ?
কে আছে কিন্নর বধূ না ঢালে সঙ্গীতে মধু
তুষিতে নদীয়া বধূগণে ?
কে আছে বিরিঞ্চি, হোক্ শত কি সহস্র মুখ ?
চতুর্ম্মুখ প্রার্থিত যে ধূলি
অভিন্ন এ ব্রজভূমে বিভোর হইতে প্রেমে
কে না করে তাহে স্নান কেলি ?
'ধন্য ধন্য প্রেম সিন্ধু ত্রিলোক পাবন বন্ধু
নদীয়ার ইন্দু গুণমণি',
এই রবে বিশ্বভরি, কি দিবা কি বিভাবরী,
অলক্ষিতে উঠে জয়ধ্বনি !

কোন ভাগ্যবান্, আহা, নিরন্তর শুনে তাহা
কেহ বা বিস্ময়ে উর্দ্ধে চায়
দিব্যমূর্ত্তি দেখে কভু বুঝিয়া না বুঝে তবু
মন্ত্রমুগ্ধ প্রভুর মায়ায় !

প্রভুর জীবদুঃখকাতরতাহেতু নিত্যানন্দের প্রতি নাম প্রেম প্রচারের আদেশ।

হেন মতে গোরাচাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ
আলো করি শ্রীবাস অঙ্গন,
সঙ্গে ল'য়ে ভক্ত ভৃত্য সদা হয়ে প্রেমমত্ত
আস্বাদিছে স্বনাম কীর্ত্তন।
একদিন প্রভু অতি কাতরে নিতাই প্রতি
কহিল "হে অবধূতবর !
এবে কৃষ্ণ পরসঙ্গে হরিদাসে লয়ে সঙ্গে
যাও প্রেমে মাতাও নগর।
'হরি ও রাম রাম' এই নামে অবিশ্রাম
ভঙ্গ করি মোহতন্দ্রাবেশ,
পতিতেরে হৃদে ধ'রে বিষয়ীর দ্বারে দ্বারে
কর প্রেমধর্ম্ম উপদেশ।

কি বালক কি প্রবীণ, বহির্ম্মুখ ভক্তিহীন,
কুলীন কি তার্কিক পণ্ডিতে
অহংকারে হতজ্ঞান বলি যেন প্রত্যাখ্যান
না করিও হরিনাম দিতে।
না দিও নিষেধ বিধি নামানন্দে নিরবধি
সবে যেন পুলকিত রয় ;
উচ্চনীচ, অনাচারী, স্ত্রীশূদ্র অবধি করি,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
নামে হবে চিত্তশুদ্ধি নামেই জাগিবে বুদ্ধি—
কেবা তা'রা, কি তাদের কার্য্য ;
কি হেতু এ নরজন্ম, কি তার স্বরূপ-মর্ম্ম
বিচারিবে যে কিছু বিচার্য্য।
কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে যে করে হেলা
অথবা যে সাধে মহাবাদ,
হোক্ সে মত্তপ দুষ্ট, অখাদ্য-খাদক ভ্রষ্ট,
ক্ষমা করি শত অপরাধ,
পুনঃ নাম দিতে তা'রে লুটাইও তা'র দ্বারে
যাবৎ না হয় সচেতন।
শুনহ শ্রীপাদ হায় তুমি বই কে সহায়,
কে করিবে এ ভার গ্রহণ ?"

প্রভুর আদেশ পেয়ে সঙ্গে হরিদাসে ল'য়ে
সাজিল নিতাই গুণমণি ;
শ্রীবাস আঙ্গিনা হ'তে চলিল জাহ্নবী পথে
বাহু তুলি করি হরিধ্বনি।
ধায় নিত্যানন্দ পথে নীলবস্ত্র পাগ মাথে,
রূপে অন্ধতমঃ করে দূর ;
চন্দনে চর্চ্চিত তনু, পদে বাজে রুনু ঝুনু
বাঁকমল নূপুর সুমধুর।
'গোরা গোরা' উচ্চস্বরে বলিতে ঢলিয়া পড়ে
প্রেমমদে গর্গর মাতাল ;
মহানৃত্যাবেশ ভরে লম্ফ ঝম্ফ দিয়া ফেরে,
জোরে জোরে মারে কক্ষতাল।
কভু বলে "আয় আয়, ছুটে আয় কে কোথায়
দুঃখী তাপী পতিত দুর্জ্জন !
ওরে তোরা নিয়ে যা'রে এনেছি তোদের তরে
মহাপ্রেম অমূল্য রতন !
একবার তুলি রোল বল 'গৌরহরি' বোল
এখনি জুড়া'বে সব জ্বালা ;
দিব প্রেম সূত্র করি প'রে নেরে কণ্ঠ'পরি
হরিনাম মহামন্ত্র মালা।

অনাদি কালের পথে মায়ার চক্রান্ত হ'তে
কৃষ্ণ ভুলি তোরা বহির্ম্মুখ ;
তাইত দুর্দ্দৈববশে মত্ত হ'য়ে মিথ্যারসে
নিয়ত ভুঞ্জিস্ এত দুখ।
তোরা যে কৃষ্ণের দাস, আছিলি কৃষ্ণের পাশ,
ভুলি নিজবাস নিত্যধাম ;
এবে হ'য়ে মায়া পঙ্ক ভ্রমিস্ চৌরাশী লক্ষ
জন্ম মৃত্যু পথে অবিশ্রাম।
হবে নারে তো সবার এ দুঃখ ভুঞ্জিতে আর
কণ্ঠহার কর নাম মন্ত্র ;
বল 'হরেকৃষ্ণ রাম', 'গোপাল গোবিন্দ শ্যাম',
নামময় বেদ-বিধি-তন্ত্র।
শোন্ জীব আরো বলি, নেচে আয় বাহু তুলি
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' রটি' রসনায় ;
দেখে যা তোদের জন্য সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ
শচীর মন্দিরে নদীয়ায়।
এবার এসেছে হরি নব ভাব কান্তি ধরি
কালো ত্যজি হইয়া সে গোরা ;
আয় 'হরি' বলে রঙ্গে, নেচে নেচে মোর সঙ্গে
তা'রে যদি দেখিবি রে তোরা !"

এত বলি অনুরাগে ধায় নিত্যানন্দ বেগে
ডেকে হেঁকে গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ;
কভু সুরধুনী ধারে, কভু পতিতের দ্বারে
কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা রাঙ্গা।
হরিদাস মহাভাগ্ সঙ্গের না পায় লাগ্
শ্রান্ত হয়ে চলে তবু পাছে।
হেরি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি পেয়ে আনন্দের স্ফূর্ত্তি
সবাই শুধায় তা'র কাছে ঃ—
"কে বটে ও গুণধাম, এমন শুনা'ল নাম,
ওত বড় দয়ার ঠাকুর!
উহার ও কণ্ঠরোল, 'হরিবোল, হরিবোল'
কি শুনিনু মধুর মধুর!
কেন বা কাঙ্গাল সাজে ফিরিছে নদীয়া মাঝে
আসলে কাঙ্গাল ও ত নয়!
নহে কেন রূপে গুণে মরি মোরা আকর্ষণে,
ও বা কোন দেবতা নিশ্চয়!"
হরিদাস কহে, 'ভাই, তোরা কি শুনিস্ নাই
কলিতে কৃষ্ণের অবতার!
ব্রজ গোপগোপী সাথে তোদেরি এ নদীয়াতে
নন্দসুত এসেছে আবার!

ব্রজের যে ননীচোরা এবে নদীয়ায় গোরা
ও নিতাই তা'র বড় ভাই,
এবে আঁখি ছল ছল করুণায় ঢল ঢল
ওই সেই ব্রজের বলাই !—

কীর্ত্তন মিশ্রিত বারোয়া—কাওয়ালী

করুণা ছল ছল ছুটী নয়নে
ঐ যায় অবধূত রায়
কাতরে ফিরিয়া চায়
পতিতত্নর্গতি পানে।
ওরে, মূল সঙ্কর্ষণ যেই
রোহিণী নন্দন রাম,
এবে পতিত তারিতে
অবতীর্ণ সেই গুণধাম,
সেই ব্রজের বলাই নিতাই ঐ যায় ভাই—
এবে প্রেমেতে পাগল
জীবে ধন্য করে প্রেমদানে॥

ওযে যুগে যুগে কতবার
হয় অবতীর্ণ
হরিতে বিশ্বের ভার
স্থাপিতে স্বধর্ম্ম,
এল সেই ভব কর্ণধার জীবোদ্ধার করিতে আবার ;
জীবে বড় ভালবাসে
তাই দায় ঠেকিয়াছে আপনে ॥
ওযে, মথি সর্ব্ব শাস্ত্র
বেদ পুরাণাদি তন্ত্র
কলিতে বিধান কৈল
নাম মহামন্ত্র ;
তাই, চাঁদবদনে সঘনে যতনে
হরিনাম বিলা'য়ে যায়
ঐ সুরধুনী পুলিনে ॥
কৃষ্ণ ভুলি মত্ত জীব
বিষয় অনর্থে
দিন যায় নাহি পায়
প্রেম পরমার্থে ;
বুঝি তাইতে এমন জগজন উদ্ধারিতে মন।
ওরে, জীবের এমন বন্ধু কে আছে ও বিহনে ॥

তোরা ছুটে আয় কে কোথায়
পতিত পাষণ্ড,
দুঃখী তাপী অপরাধী
অসৎ কি ভণ্ড ;
তোরা যে হোস্ যেমন দুর্জ্জন শুদ্ধ হবে মন।
ওযে শুনা'য়ে গৌরাঙ্গ গুণ
উদ্ধারিবে জনে জনে ;
ওযে, করিছে নূতন খেলা
আনিয়া ত্রিভঙ্গে,
ভাসাইছে অনর্পিত
রসের তরঙ্গে।
কেঁদে কাঁদা'য়ে মাতা'য়ে প্রেমে নাচা'য়ে
এ "বিশ্বরূপে"রে ধন্য করিবে ও নিজ গুণে ॥

এত যদি হরিদাস জীবেরে বুঝায়
তবে জীব মত্ত হয়ে তা'র পাছে ধায়।
নিতাই দর্শন হেতু সবে অনুরাগে
ক্রমে মহা আর্ত্তি রোলে ছুটে তা'র আগে।

'গোরা' 'গোরা' বিনা অন্য নিতাই না জানে
সর্ব্বতত্ত্বময় গোরা এইমাত্র মানে।
তাই প্রেমভরে দিয়া আচণ্ডালে কোল
সঘনে বদনে বলে 'গৌরহরি' বোল !
পরম আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ রায়
এই মত নাম প্রেম বিলা'য়ে বেড়ায়।

প্রভুর পূর্ব্ব ভাবাবেশে সখা এবং সখীগণ সঙ্গে বিহার।

দিবা অবসানকালে হরিদাস সনে
ফিরে শ্রীঅঙ্গনে পুনঃ প্রভুর দর্শনে।
প্রভুও নিতাই সঙ্গে আনন্দিত চিতে
শুক্লাম্বর গৃহে গিয়া বিহরে নিভৃতে।
প্রাচীর বেষ্টিত শুক্লাম্বরের আশ্রম
জাহ্নবীর তীরে শোভে অতি মনোরম।
সেথা পূর্ব্ব ভাবাবেশে ভক্তগণে ঘিরে
কেলি করে বিশ্বম্ভর গঙ্গাতীরে নীরে।

সখা সঙ্গে সখ্য-রসে মাতি অপরূপ
কাঁধে চড়ে কাঁধে করে রাখালের ভূপ।
গৌরীদাস বলে, "ওরে হারেরে কানাই
দেখ্ আমি মল্লবেশে লগুড় ফিরাই।
রাজার নন্দন তুই তোর কিবা ভয়
বনের অসুর আজ বধিব নিশ্চয়।"
অভিরাম হেঁকে বলে, "শোন্‌রে সুবল
লগুড় ফিরা'য়ে তুই কি দেখাস্ বল ?
এই কাষ্ঠখানি যদি তুলি দুই করে
হেলায় বাঁশরী সম ধরিস্ অধরে—
তবে বুঝি সখা মধ্যে তুই বলবান্
নচেৎ কে শক্তিধর আমার সমান ?"
এত বলি সেই কাষ্ঠ ধরিয়া অধরে
ষোড়শ জনের বোঝা তুলিয়া হু'করে,
বংশীসম তাহা সর্ব্বসখা বিদ্যমানে
অধরে ধরিয়া পুনঃ রাখিল স্বস্থানে।
তাহা দেখি আবেশে নিতাই বলরাম
অভিরামে ডাকি কহে, "শোন্‌রে শ্রীদাম !
ও ভাবে না হবে তোরে পরিচয় দিতে
মোরে যদি মল্লযুদ্ধে পারিস্ জিনিতে,

তবে আমি জানি তোর সামর্থ্য চাতুরী
কাষ্ঠ তুলি কি তুই দেখাস্ ভারি ভূরি ?”
অভিরাম কহে, “দাদা, ভয় কিবা তায়
তোমারি শিখান বিদ্যা দেখা'ব তোমায়।”
এত শুনি নিত্যানন্দ হ'ল অগ্রসর
অভিরাম সঙ্গে তবে বাজিল সমর।
চতুর্দ্দিকে সখাগণ ঘেরিয়া গৌরাঙ্গে
পূর্ব্বভাবে মাতি ক্রীড়া দেখে সবে রঙ্গে।
দেখিতে দেখিতে যবে সবাই বিভোর
তবে সে মণ্ডলী ছাড়ি এল চিতচোর।
এদিকে পূর্ব্বের ভাবে মাতি নরহরি
সুরধুনী জলে গেল ভরিতে গাগরী।
কতক্ষণে গোরাগুণ গাহিয়া সুস্বরে
গণসঙ্গে গদাধর মিলিল তাহারে।
তাহা দেখি গোরা রসময় কুতূহলে
বকুলের বৃক্ষমূলে দাঁড়াইল হেলে।
কিবা সে গৌরাঙ্গ রুচি সুঠাম সুন্দর
পিরীতি মূরতি বাঁকা হেম কলেবর !
রূপ হেরি নরহরি গদাধরে চেয়ে
কহে, 'ধনি, দেখ্ দেখ্ কে ওই দাঁড়া'য়ে।

বিভাস—ঝাঁপতাল

কিবা, গৌররুচি সুন্দর
সুঠাম হেম কলেবর
পিরীতি মাখা মূরতি বাঁকা
নব কিশোর নটবর !
দাঁড়ায়ে জাহ্নবীকূলে
বকুল মূল ক'রে আলো
নাশিতে সতী যুবতীমতি
জাতি ধরম কুল শীল।
অধরে মধুর হাসি
অমিয় ঝরে রাশি রাশি,
সে হাসি মরমে পশি
উদাসী করে অন্তর।
কিবা, কুঞ্চীকৃত কেশপাশ
কলাপে রচিত চূড়া
কুন্দফুল বকুল মল্লিকা
মালতী মাল বেড়া।

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
উজলে ধরা—
ললাট তটে প্রকট
কোটী ইন্দুরবিনিন্দন।
চন্দন তিলক শোভা
ঝলকে অলকা গণ ;
বঙ্কিম নয়ন পরে
ভ্রূভঙ্গি করে নর্ত্তন,
কীর্ত্তন নটনরস
আবেশে সদাগরগর ॥
কিবা, হেম ভুজদণ্ড,
গলে লম্বিত কুসুম মাল
প্রসর হিয়া' পর দোলে
পবন ভরে চঞ্চল।
পট্ট পীতবাস পরিধান উজ্জ্বল—
নূপুর বাজে রুণুঝুনু
শ্রীচরণ সরোজ'পরে,
মকরন্দ পানে মত্ত
মধুপ কুল গুঞ্জরে।

নিরখি রসভূপ কেবা
ধৈরয ধরিতে পারে
এ "বিশ্বরূপ" ওরূপ স্মরে'
পিরীতি শরে জর জর ॥

ক্ষণে ক্ষণে নব নব গৌরাঙ্গমূরতি
নবপ্রেম নবভাবে বিভাবিত মতি।
গোরা সে রাধার ভাব রসের গ্রাহক
উন্নত উজ্জ্বল প্রেমরস প্রবর্ত্তক।
গোরা গদাধর মুখচন্দ্রের চকোর
গোরা নরহরি মুখপদ্ম মধুকর।
গোরা প্রিয় স্বরূপের সুখের স্বরূপ,
গোরা বাসু শঙ্করের রসময় ভূপ।
গোরা সে অনন্ত ভক্ত নয়নের তারা,
গোরা শ্রী নিতাই অবধূত মনচোরা।

জগাই মাধাই উদ্ধার।

হেনমতে শ্রীগৌরাঙ্গ সর্ব্বসারাৎসার
নিত্যানন্দ দ্বারে প্রেম করিছে প্রচার।
একজন বাঁধা সদা শ্রীবাসের ঘরে
অন্য জন নাম প্রেম বিলায় নগরে।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিচিত্র বিলাস
সদা তা'র সঙ্গে ফিরে ভক্ত হরিদাস।
করুণায় গড়া নিত্যানন্দের মূরতি
রসে রাঙ্গা আঁখি মুখ রসে নৃত্যগতি।
রসে নাড়া দিয়া চলে শ্রীভুজ যুগল
রসভ'রে ঢ'লে পড়ে পরম চঞ্চল।
এইমতে একদিন পথে যায় চলি
প্রভুর আদেশবাক্য মুখে বলি বলি।
'ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ দীক্ষা
লও মহামন্ত্র নাম ভক্তি পথে শিক্ষা।'
এত বলি প্রেমে ধায় নিতাই ঠাকুর
হরিদাস 'হরিবোল' বলে সুমধুর।

হেনকালে দেখে দুই মদ্যপায়ী পড়ি
পথমধ্যে পরস্পর করে হুড়াহুড়ি।
দোঁহে মহামল্লপ্রায় শক্তিধর অতি
কৃষ্ণবর্ণ ভীমকায় অসুর প্রকৃতি।
মদ্য উন্মাদনা হেতু হতবুদ্ধি মন
অকথ্য কুকথ্য উচ্চে করে উচ্চারণ।
ক্ষণে প্রীতি ক্ষণে হ'য়ে দ্বিগুণ উদ্‌ভ্রান্ত
গালি দিয়া করে দোঁহে দোঁহার বাপান্ত।
পুনঃ তুষ্ট হ'য়ে দেয় গঞ্জিকায় দম
বিবস্ত্র হইয়া নাচে নাহিক সরম।
কাণ্ড দেখি হাসি হাসি নিতাই সুন্দর
ঢলিয়া পড়িল হরিদাসের উপর।
হরিদাস কহে "প্রভু, একি কর কর্ম্ম
বারেক দেখিলে ওরা ল'বে জাতিধর্ম্ম।
ভাল তুমি রঙ্গ কর না বুঝ সময়
মদ্যপের হাতে আজ মরণ নিশ্চয়।
যেমত করিছ তুমি ওরা যদি দেখে
নিজজন ভাবি মদ্য ধরিবে সম্মুখে।
তখন না খাও যদি নাহি পরিত্রাণ
তব কার্য্যে হয় ধর্ম্ম নহে যাবে প্রাণ।"

নিতাই কহে, "মোর অবধৌতিক সন্ন্যাস
নাহি মানি জাতি পাঁতি ভেদ কুঅভ্যাস।
তোর যেতে পারে ধর্ম্ম যেতে পারে প্রাণ
আমি মগুপের ভয়ে না করি প্রস্থান।"
শুনি হরিদাস কহে, "দোহাই ঠাকুর
একে দুষ্ট লোক তোমা নিন্দয়ে প্রচুর,
তাহে যদি মগুপের সঙ্গে দাও তাল
সবে বিচারিবে সত্য সত্যই মাতাল।
তব কাণ্ড দেখি সব ব্যবহারীজন
ভাব না বুঝিয়া দোষ করিবে গ্রহণ।
দোহাই তোমার প্রভু ধরি দুটী পায়
যে করিলে চাঞ্চল্য না কর পুনরায়।"
নিত্যানন্দ কহে, "ওরে শোন্ হরিদাস
উহাদিগে দেখি মোর বাড়িছে উল্লাস।
হাস্য যদি পায় তোর তুই কি তখন
ব্যবহারী জীব অগ্রে করিবি ক্রন্দন।
ব্যবহারী বলি তুই কেন ব্যস্ত হোস্
তোর সঙ্গে এসে মোর হাসিতেও দোষ?
এত লোকাপেক্ষা দেখি বুঝিনু নিশ্চয়
বয়সের সঙ্গে তোর বাড়িয়াছে ভয়।

বুঝি মনে পড়িয়াছে কাজীর প্রহার
মদ্যপ দেখিয়া তাই কাঁপিতেছে হাড় ?
সেই হেতু এত তোর পলাইতে মন
মোরে একা ছাড়িতেও পারিস এখন !"
হরিদাস কহে, "প্রভু, কহিনু উচিত
তুমি যে বুঝিলে উহা তার বিপরীত।
দুর্জ্জনের সঙ্গত্যাগ এই শাস্ত্রনীতি
ইহা বা না মানে কোন্ পণ্ডিত সুমতি ?"
শুনি নিত্যানন্দ জোরে ধরিয়া তাহায়,
হাস্য করি কহে, "বেটা পালাবি কোথায় ?
দুর্জ্জনের সঙ্গত্যাগ বড় যে বুঝাস্,
হেথা কেন হরিনাম শুনাতে না চাস্ ?"
ইহা শুনি হরিদাস কহে, "তবে চল,
তাহাই করিব, তুমি যে আমারে বল।"
তবে হরিদাসে ধরি নিতাই সুন্দর,
মদ্যপেরে নাম দিতে হ'ল অগ্রসর।
দূর হ'তে দেখি লোক কহিল তখন,
"ওদিকে না যাও সাধু কর পলায়ন।
কি হেতু আসিলে হেথা যাবে কোন ঠাঁই
জাননা ওপথে ওরা জগাই মাধাই ?

এখনি বধিবে প্রাণ, পায় যদি সাড়া,
কলিতে অসুর প্রেত পাষণ্ড উহারা।
ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, পরস্ত্রী হরণ,
কি কহিব গোহত্যা কি গোমাংস ভক্ষণ;
যথেচ্ছা করিছে ওরা সুরামত্ত থাকি
পঞ্চ মহাপাতকের কিছু নাই বাকী।"
নিত্যানন্দ কহে, "ওরা কাহার নন্দন
কি হ'তে বা হ'ল পাপে উন্মত্ত এমন?"
সবে বলে, "অবধান কর মহাশয়,
সংক্ষেপে শুনাই কিছু ওদের বিষয়!
পিতা উহাদের সাধু সরল চরিত্র
স্বধর্ম্ম যাজনরত নিষ্ঠাবান্ বিপ্র।
জননীও সাধ্বী কিন্তু কিযে ভাগ্যসূত্র
কুক্ষণে জন্মিল ওরা দৈত্য সম পুত্র।
বাল্য হ'তে উহাদের দুষ্ট ব্যবহার
বয়ঃপ্রাপ্তে ভ্রষ্ট হ'ল আচার বিচার।
ক্রমশঃ কাজীর সঙ্গে করিয়া মিতালি
অর্থে বশ করি নিল নগর কোটালি।
এবে রাজশক্তি লয়ে বেড়ায় সর্ব্বদা
কা'র সাধ্য উহাদের কার্য্যে দেয় বাধা?

না রাখে মানীর মান, দরিদ্র যে জন
বিনা দোষে করে তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন।
ধনিস্থানে চাহি ধন যদি নাহি পায়
অগ্নি দিয়া তার গৃহ তখঁনি পোড়ায়।
সম্বন্ধেত জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দু' ভাই
কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জা লেশমাত্র নাই।
সদাই কদর্য্যরসে মাতিয়া দু'জন
'শ'কার 'ব'কার বলি করে আলাপন।
অতএব দূর হ'তে দেখ সব রঙ্গ
কাছে গেলে ভবলীলা হ'য়ে যাবে সাঙ্গ।"
শুনি নিত্যানন্দ দুই দৈত্য পানে চায়
অন্তরেতে অন্তর্য্যামী ভাসে করুণায়।
বাহিরে রহস্য করি, দেখিতে কৌতুক
হাসি হরিদাসে কহে ধরিয়া চিবুক,
"শিষ্টে ত শুনায়ে নাম লভিলি সুযশ
দুষ্ট দেখি কেন তোর না হয় সাহস?"
হরিদাস কহে, "তুমি জান ঠাকুরালি
আগে আগে চল তবে দাসেরে সামালি।
পশ্চাতে রক্ষহ মোরে অতি সাবধানে
যেন মদ্য ঢালি মোর না দেয় বদনে।

প্রহারে না ডরি আমি শুধু এই ভয়
মদ্য মুখে ঢালি পাছে জ্ঞানধর্ম্ম লয়।”
শুনি হাসে নিত্যানন্দ রঙ্গিয়া চতুর
বলে—তবু নাম দিতে আদেশ প্রভুর।
এত কহি প্রেমস্বরে আরম্ভিল নাম ঃ—
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ হরে রাম।
ভজ কৃষ্ণ জপ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ হরি
পর মহামন্ত্রমালা কণ্ঠ বক্ষোপরি।”
জগা বলে—কেরে তোরা করিস্ চীৎকার ?
নিত্যানন্দ বলে—‘হরি’ বল একবার !
মাধাই কহিল—বটে এত বড় কথা
এক মুষ্টাঘাতে তোর উপাড়িব মাথা।
হরিদাস বলে—ভাই বল কৃষ্ণনাম
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ সুখধাম।
রুষিয়া মাধাই কহে—কিরে বেটা ভণ্ড
পুনঃ ঐ কথা ! তবে ভাঙ্গিলাম মুণ্ড।
এত বলি দাঁড়াইল মহাক্রোধাবেশে
জগাই নিবারি তা’রে কহে হরিদাসে,
“সন্ন্যাসী তোমরা দেখি রসে ভরপুর
প্রসাদী কারণ ইচ্ছা হবে কি ঠাকুর ?

রেখেছি আত্মার ভোগ দিয়া এই মাত্র
ভক্তিভরে একবার উড়াও তুপাত্র।”
ইহা শুনি হরিদাস, নিতাই পলায়
মার! মার! বলি তুই তুষ্ট পাছে ধায়।
দৌড়া'তে না পারে হেন মদ্যের বিক্ষেপ
পথের ইষ্টক করে সজোরে নিক্ষেপ।
হাসি ছুটে নিত্যানন্দ, হরিদাস রোষে
বলে—বুঝি প্রাণ যায় তব বুদ্ধি দোষে।
শুধু চপলতা জান নাহি বুঝ কর্ম্ম
মদ্যপেরে উপদেশ কর নামধর্ম্ম ?
নিত্যানন্দ কহে—তোর প্রভুর এ নাট
হেন আজ্ঞা করে যেন পৃথ্বীর সম্রাট্।
আদেশ করিয়া পরে না সামালে তাল
আমিওত হই তোর সঙ্গেতে নাকাল!
অতঃপর মদ্যপেরা পড়িল তুজনে
নিত্যানন্দ হরিদাস ফিরিল ভবনে।
এদিকে স্বগোষ্ঠি মাঝে গৌরাঙ্গ গোপাল
শ্রীবাস অঙ্গনে বসি হাসিছে দয়াল।
মুকুন্দ আনন্দে স্বরযন্ত্রে দিয়া তান
তার প্রীতে গাহিছে শ্রীকৃষ্ণগুণগান।

মুরারি শ্রীকৃষ্ণরসে হইয়ে বিভোর
প্রভুর চরণে পড়ি ঝুরিছে অঝোর।
মুকুন্দের গীতে মহাস্তব্ধ শ্রীঅঙ্গন
অদূরে জাহ্নবী প্রেমে করিছে নর্ত্তন।

স্থরট—তেতালা।

জয়, রাধানাথ রমণ রাধাকান্ত হরি
শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবন কুঞ্জবিহারী
জয় কাল কালিয় খল দমন দুঃখহরণ
কেশি মথন শকটাসুর ভঞ্জন
শ্যাম গোবর্দ্ধন গিরিবরধারী॥
অভিনব সুন্দর বেণুবাদন 'পর
মদনমান মনোহারী
জয়, রাস রসিক রসরঙ্গিনীগণ গতি
ব্রজমোহন ব্রজবালক দলপতি
ভূপতি নন্দ-নন্দন বনওয়ারী॥

চির অকলঙ্ক ব্রজপুর সুধাকর
নট কিশোর গোঠচারী
জয়, কৃষ্ণ কৃপালু গোপাল গুণাকর
গোকুলবীর বিবিধরস তৎপর
এ "বিশ্বরূপ" মন তাপ নিবারী ॥

মধুর মধুর কৃষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন
মুকুন্দের কণ্ঠরোল প্রেম-প্রস্রবণ।
ধ্বনিতে অশুভ নাশে ঘোর ঝঞ্ঝাবাত
সে রবে নীরব উল্কা অশনি নিপাত।
মরিলে জীয়ায় মুকুন্দের কৃষ্ণগীত
বিরহে মিলায় কৃষ্ণ হৃদয়ে নিশ্চিত।
না রাখে মুকুন্দ নিজ শক্তি স্বতন্ত্রতা
প্রভুর শক্তিতে মানে সর্ব্ব সফলতা।
প্রভু অতি রঙ্গময় দত্ত তাহা জানে
অতএব নিরবধি রহে সাবধানে।
তবে শ্রীকৃষ্ণের গীত করি সমাপন
বসিল মুকুন্দ, নমি প্রভুর চরণ।

নিত্যানন্দ, হরিদাস বুঝি অবসর
করিল সে ইতিবৃত্ত প্রভুর গোচর।
হরিদাস কহে, "প্রভু, কর অবধান
বিষম বিপাকে আজ পাইলাম ত্রাণ।
দূরে দূরে গিয়া নাম বিলাতে বিলাতে
পথে পড়েছিনু দুই মদ্যপের হাতে।
শুনিনু তাদের নাম জগাই মাধাই
শুদ্ধ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মেছে দু'ভাই।
অতীব কুৎসিত তা'রা মহা অপবিত্র
নরাকারে পশু কিবা অসুর-চরিত্র।
নিয়ত গর্জ্জিয়া ফেরে সে দুই নির্ম্মম
সুরায় উন্মত্ত মহাপাতকী অধম।
ব্রহ্মবধ গোবধেও নাহি মানে ভয়
কি হবে তাদের গতি কহ দয়াময় ?
তাদের কার্য্যের আগে কর প্রতিকার
তবেত সার্থক মানি মোদের প্রচার !"
প্রভু কহে, "যে পাপে যে হয় উচ্ছৃঙ্খল
পশ্চাৎ সে ভুঞ্জে তা'র কৃত কর্ম্মফল।
অজ্ঞানতা বশে জীব করে মহাপাপ
পাপ হ'তে আধি ব্যাধি অশান্তি ত্রিতাপ।

এই সূত্র ধরি জীব ভুঞ্জে ভবব্যাধি
শুধু হরিনাম এ ব্যাধির মহৌষধি।
তাও প্রত্যাখিল যদি এ দুই পাষণ্ড
শীঘ্র আমি দিব তা'র সমুচিত দণ্ড।"
শুনি নিত্যানন্দ কহে, "তাহা যদি হয়
তব বিদ্যমানে তবে হউক প্রলয়।
দণ্ডে কি ছাড়িবে জীব বিকৃত স্বভাব
বুঝিয়া না বুঝ তুমি পাপের প্রভাব?
কি করিবে আধি ব্যাধি অশান্তি ত্রিতাপ
ধ্বংস হবে, তবু তা'রা না ছাড়িবে পাপ।
যে হ'তে তোমারে ভুলি তব নিত্যদাস
স্বেচ্ছায় পরিল গলে মায়ামোহ ফাঁস,
সেই হ'তে ক্ষিপ্ত তা'রা পাপকর্ম্মে মাতি
ফিরিতেছে জন্ম জন্ম হ'য়ে আত্মঘাতী।
তারা ত স্বকৃত কর্ম্মে সদাই পীড়িত
তাপে কি পাপের মূল হবে উৎপাটিত?
তাপে কিগো তাপিতের হবে প্রতিকার
এই কি জীবের প্রতি কর্ত্তব্য তোমার?
পাপী যদি পাপ ফল ভুঞ্জেই দারুণ
তবে জীবোদ্ধারে কেন হ'লে সকরুণ?

করুণায় না করি মদ্যপে অঙ্গীকার
দণ্ডে যদি সে দু'য়ের কর প্রতিকার—
আমিত মজিব তবে তাদের সহিত
না রহিব তব ঠাঁই কহিনু নিশ্চিত।
তুমি বাঁধা থাক হেথা ভক্তের অঞ্চলে
আমি সে মদ্যপ ল'য়ে ডুবিব অতলে।
অজ্ঞানী আমার বন্ধু পতিত স্বজন
পাষণ্ড তাপিত মোর হৃদয়ের ধন।
মোর প্রিয়-প্রীতি রক্ষা মোরই সে দায়
তুমি পদাশ্রয় যদি না দাও হেলায়—
আমিও দূষিব তব এসব তাচ্ছিল্যে
দূষিব তোমার শুধু স্বভক্তবাৎসল্যে।
নিন্দিব যে জীবোদ্ধারে সঙ্কল্প তোমার
উপদেশ আদেশ নিন্দিব শতবার।"
এত কহি নিত্যানন্দ ফিরা'ল বদন
প্রভু তা'র করে ধরি বসা'য়ে তখন।,
অগ্রজে তুষিতে তা'র ধরে দুটী পায়,
রোষে নিত্যানন্দ গোরামুখ নাহি চায়।
সবে সুখে দেখে দুই প্রভুর বিলাস
মুখে 'হরিবোল' বলি নাচে হরিদাস।

প্রভুর এমত দেখি নিত্যানন্দে প্রীত
অনন্তের জয় দেয় রামাই পণ্ডিত :—
"অনন্ত অনন্ত জয়, জয় হলধর
জয় সঙ্কর্ষণ, জয় নিতাই সুন্দর।"
ভাব দেখি শ্রীবাসের মুগ্ধ আঁখি মন
মৌন থাকি দোঁহাকার শুনে আলাপন।
প্রভু কহে "কনিষ্ঠের তবে হয় হিত
পদে পদে তার দোষ ক্ষমিলে নিশ্চিত।
সে তু অনুগামী তব তুমি কর্ণধার
যেমত ভারিবে জীবে যে ইচ্ছা তোমার।
আজ্ঞা কর সেইমত হইবে বিধান
কনিষ্ঠে জানিহ তব ছায়ার সমান।"
ইহা শুনি হরিদাস শ্রীবাসের প্রতি
হাসি হাসি কয়, "ধন্য দোঁহার এ প্রীতি!
ধন্য নিত্যানন্দ মোর ঠাকুর গোঁসাই
জীবের এমন বন্ধু ত্রিভুবনে নাই।
সাধে কি নিতাই গুণে মুগ্ধ হয় মন
আগে ওঁর দুখী তাপী পতিত দুর্জ্জন—
আগে ওর জীবে দয়া পতিতের হিত
হেনই স্বভাবসিদ্ধ উহার চরিত।

এই গুণে প্রভু প্রেমবদ্ধ হ'য়ে সদা
সবার অধিক দেয় উহার মর্য্যাদা।
ধন্য ধন্য অবধূত পতিতপাবন
ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়তম পরিজন!"
শুনি শ্রীঅদ্বৈত কহে, "মোর মনে লয়
তবে এ জীবের আর নাহি ভবভয়।
হেলায় তরিবে জীব ভবসিন্ধুবারি
নাম-নৌকা ল'য়ে যদি সাজিল কাণ্ডারী।
কূলে না রহিবে কেহ কলির কুলোক
ওপারে লভিবে শান্তি দিব্য প্রেমালোক।
আর সে মদ্যপ লাগি কিসের চিন্তন
অচিরাৎ সে দু'য়ের হইবে মোচন।"
এমত অদ্বৈত কহে হরিদাস ঠাঁই
শুনি হরিদাস কহে—বলিহারি যাই!
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ করে হরিধ্বনি
আবার মুকুন্দে প্রভু ডাকিল আপনি।
প্রভুর আহ্বানে দত্ত আনন্দে বিভোর
পুনঃ উঠি দাঁড়াইল করি করজোড়।
প্রভু কহে, "এবে গাও শ্রীরাধার নাম
জুড়াক্ শ্রবণ মন শুনি গুণগ্রাম।"

এত শুনি দত্তবর আরম্ভিল গীত
সে গীতে সবার চিত্ত করিল মোহিত—

কীর্ত্তন ঝিঁঝিঁট—একতালা।

জয় রাধিকা বৃষভানুবালিকা
জয় কীর্ত্তিদানন্দিনী।
জয় রাসেশ্বরী রসমাধুরী
যশ গৌরব বর্দ্ধিনী॥
জয় বৃন্দাবন কুঞ্জভবন চারিণী
নব রঙ্গিণী—
জয় ধীর ললিত শ্যাম চরিত
গুরু ধৈরযহারিণী॥
জয় শুদ্ধতপ্তহেমাঙ্গী
সুচারুচন্দ্রবদনী—
জয় শ্যামসরসতঅঙ্গপরশ
লালসে উন্মাদিনী॥
জয় কুঞ্চিতঘনকুন্তলা
ধনী গোপিনীসীমন্তিনী—
জয় মন্দহসনা কমলনয়না
কোকিলাকলকণ্ঠিনী॥

জয় নীলাম্বরধারিণী
শ্যামদর্শনঅভিসারিণী—
নবযৌবনে ধনী কুঞ্জরী জিনি
মৃদুমন্থরগামিনী ॥
এ "বিশ্বরূপ" রচিত মধুর
অমৃতরসতরঙ্গিনী।
জয় রাধাচরিত মহিমা গুণ
হৃদিকর্ণরসায়নী ॥

———

হেনমতে গোরাচাঁদ নিত্যানন্দ সনে
শ্রীবাস অঙ্গনে রহে নর্ত্তন কীর্ত্তনে।
এদিকে সে দুই মহা মদ্যপ লম্পট
নগরের প্রান্ত ত্যজি আসিল নিকট।
সন্ধ্যাকালে ভক্তগণ যায় শ্রীঅঙ্গনে
পথে সুরা মত্ত হ'য়ে রহে দুইজনে।
মনের আক্রোশ শুধু সন্ন্যাসী দেখিয়া
অন্যজনে দেখি বড় না যায় ধাইয়া।
গৈরিক বসনপরা ন্যাসী কি ভিখারী
কিম্বা যদি ভক্ত পায় মালা মুদ্রাধারী,

আচম্বিতে তার ঘাড়ে চাপিয়া ছু'জনে
শিখা সূত্র ছিঁড়ি পৃষ্ঠে বজ্র মুষ্টি হানে।
'রক্ষ কৃষ্ণ' 'রক্ষ কৃষ্ণ' ভক্ত পড়ি ডাকে
'বাপ্ বাপ্' বলে কেহ পড়িয়া বিপাকে।
ইথে মদ্যপেরা আরো দেয় বাক্যতাপ
বলে, "ডাক্ কে কোথায় আছে তোর বাপ্।
সাধে কি তোদের প্রতি হ'য়েছি বিরূপ
তোর জাতি ভাই করে মোদের বিদ্রূপ।
সে দিন মোদের বড় করি অপমান
পলাইয়া ছুই বেটা পাইয়াছে ত্রাণ।
একজন বৃদ্ধ অন্য জন দীর্ঘকায়
তাদের সন্ধানে মোরা এসেছি হেথায়।
আজ সারানিশি হেথা যাপিব ছু'জনা
যারে পাব, সাধু কি সন্ন্যাসী, দিব হানা।"
এত বলি একে ধরি অন্যে দেয় ছাড়ি
হেন অত্যাচার করে ছুই ছুরাচারী।
তবেত বাড়িল নিশি স্তব্ধ কোলাহল
শ্রীবাস অঙ্গনে পুনঃ বাজিল মাদল।
বাজিল মঙ্গল শঙ্খ, ঝাঁঝ করতাল
সঙ্কীর্ত্তনরোলে সব হইল মিশাল।

পূর্ব্বে শুনেছিল তা'রা নিমাই পণ্ডিত
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে গায় ভক্তের সহিত।
শ্রীবাস ভবনে বহে আনন্দ তুফান
দ্বার রুদ্ধ করি সবে মদ্য করে পান।
এবে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি উঠিতে মধুর
মনের সে হিংসা দ্বেষ সব হ'ল দূর।
রোল শুনি সে দু'য়ের বাড়িল আহ্লাদ
মদ্যের বিক্ষেপে হ'ল নাচিবার সাধ।
যত সঙ্কীর্ত্তন হয় শ্রীবাসের বাড়ী
তত এরা নাচে আর যায় গড়াগড়ি।
এইরূপে নৃত্যগীতে নিশি পোহাইল
প্রাতে স্নান করি প্রভু স্বগৃহে চলিল।
ভক্তসঙ্গে গৃহ পথে চলিতে দয়াল
দেখে গড়াগড়ি যায় দুই মাতোয়াল।
প্রভুরে দেখিয়া দোঁহে করিল বিচার
নিশ্চয় "নিমাই" হবে এ বিপ্রকুমার।
এত ভাবি কহে, "বাপ্ নিমাই পণ্ডিত
মঙ্গলচণ্ডীর ভাল শুনাইলে গীত।
মোদের সরকারবাড়ী তোমা যদি পাই
এ সব তাজ্জব গীত কাজীরে শোনাই।

তব নাচগানে মাৎ হবেই মজলিস্
কাজীরে ধরিয়া মোরা করা'ব বখ্‌শিস্।"
ইহা শুনি একবার হাসিল ঠাকুর
অদ্বৈত কহিল, "এই সে-দুই অসুর!
যাদের কাহিনী হরিদাস তব ঠাঁই
শুনা'ল সেদিন, এই তা'রা দুটী ভাই।
দেখ প্রভু গর্জ্জিতেছে সুরামত্ত হ'য়ে
এ পথে না আসে লোক উহাদের ভয়ে।"
অদ্বৈতবচনে অতি কাতর অন্তরে
কৃপাদৃষ্টি ক'রে প্রভু এল নিজ ঘরে।
ভক্তগণ যে যাহার চলিল আবাসে
রহিল মদ্যপ দুই মদ্যের উল্লাসে।
সেদিন সেথায় তা'রা লাগাইল থানা
তা'দের স্বজন আরম্ভিল আনাগোনা।
গুপ্তভাবে এল ফৌজ কোতোয়ালী ঠাট
জানি পল্লীবাসী গৃহে রুধিল কপাট।
ক্রমে সেথা সুরু হ'ল ভূতের তাণ্ডব
আসিল অখাদ্য, প্রেতপিণ্ডসম সব।
'ঢাল্, মদ্য ঢাল্' কেহ করয়ে চীৎকার
কেহ কলুষিত করে জাহ্নবীর ধার।

বেগে চলে সুরধুনী, তীরে উঠে নীর,
গোহত্যা করিয়া সেথা ছড়ায় রুধির।
এইরূপে সে দিন সে জগাই মাধাই
কত যে করিল পাপ তা'র অন্ত নাই।
সন্ধ্যায় শ্রীনিত্যানন্দ ফিরিতে অঙ্গনে
ব্যাকুল হইল বড় তাদের স্মরণে।
চকিতে ছুটিল চাঁদ হরিদাসে ছাড়ি
তবে হরিদাস ছুটি শ্রীবাসের বাড়ী—
মুহূর্ত্তে প্রভুর পদে কৈল নিবেদন :—
"বুঝি অবধূত আজ হারায় জীবন!
না শুনিল কোন কথা কি কহিব নাথ!
আমি বাধা দিতে মোর ছিনাইল হাত;
পুনঃ পদে ধরিলাম, না করিল রব
ছুটে গেল মত্তপের দেখিতে তাণ্ডব।
অত্য বা জাহ্নবী তীরে ঘটে সর্ব্বনাশ
রক্ষ প্রভু রক্ষ নাথ—বিদায় এদাস।"
এত বলি হরিদাস ছুটিল আবার
নিত্যানন্দ বিনা তার সব অন্ধকার।
অতঃপর সাজ্ সাজ্ পড়ে গেল সাড়া
ছুটিল গৌরাঙ্গরায় পাগলের পারা।

ভক্তবৃন্দ কেহ না রহিল আঙ্গিনাতে
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল প্রভুর পশ্চাতে।
পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যানন্দ ছুটি অনুরাগে
হরিদাসে ছাড়ি এল জগা-মাধা আগে।
তা'রে দেখি সেইক্ষণে কুপিল মাধাই,
মুখে "হরিবোল" শুনি উঠিল জগাই।
সঙ্কর্ষণমুখে নাম বড় শক্তি তা'র
শুনিতে জগাই কিছু দ্রবিল এবার।
কিন্তু মাধা'য়ের চিত্ত বড় নিদারুণ
নাম শুনি ক্রোধানলে জ্বলিল দ্বিগুণ।

———

মাধাই নিত্যানন্দ শিরে কলসীর কানা মারিতে সপার্ষদে প্রভুর সেথায় আগমন এবং সুদর্শন চক্র স্মরণ।

পথে ভাঙ্গাকুম্ভ এক যে আছিল পড়ে,
নিত্যানন্দ শিরে তাহা হানিল সজোরে !
বিঁধিল মস্তকে ভগ্ন কলসীর কানা !
জগা নিবারিল তারে পুনঃ দিতে হানা।
হেনকালে সপার্ষদে আসি গঙ্গাতীরে
প্রাণ-নিত্যানন্দে প্রভু দাঁড়াইল ঘিরে।
নিত্যানন্দে দেখি সবে করে হায় হায়
রঞ্জিত ললাট বক্ষ রুধির ধারায় !
দুঃখ নাহি নিতা'য়ের, বলে "হরিবোল"
নৃত্য করে করুণায় বাড়াইয়া কোল।
দেখি মাত্র অনন্তের শ্রীঅঙ্গে আঘাত
"চক্র" "চক্র" ডাকে প্রভু অনন্তের নাথ।
রোষে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি অগ্নি হেন জ্বলে
"সংহারিমু" "সংহারিমু" এই মাত্র বলে।

মুহূর্ত্তে আকাশ পথে এল সুদর্শন
কালান্তক অগ্নিরাশি করি উদ্গীরণ !
তবে ত নিতাই দেখি সব বিপরীত
পড়িল প্রভুর পদে রাখি' নৃত্য গীত।
নিত্যানন্দ কহে—প্রভু দোহাই তোমার
প্রভু কহে, "কোন কথা না শুনিব আর।
দেখি পাপশক্তি তা'র স্পর্দ্ধা কত দূর
ছাড়হ শ্রীপাদ, আমি বধিব অসুর।
বধিব, বধিব আমি না ক্ষমিব আর
ছেড়ে দাও মুক্ত করি ধরিত্রীর ভার।"
এত বলি প্রভু করে মহা আস্ফালন
কোন মতে নিবারিতে নারে সঙ্কর্ষণ।
গর্জ্জে সুদর্শন দুই দুষ্ট লক্ষ্য করি
আবেশে মুরারি ধায় দন্ত কড়মড়ি।
কেহ বলে 'মার্ মার্' কেহ ক্রোধে জ্বলে
প্রভুর এ ক্রোধাবেশে আবিষ্ট সকলে।
কোন দিকে নিতাই না সামালিতে পারি
অগত্যা প্রভুরে জোরে ধরিল আঁকড়ি।
দেখিয়া স্তম্ভিত হ'ল পাষণ্ড মাধাই
রক্ষ ! রক্ষ ! বলি পদে পড়িল জগাই।

প্রভুর স্মরণে লভ্য সর্ব্ব সফলতা
বিনা স্পর্শে দূরে গেল মত্ত বিহ্বলতা।
ভূমেতে পড়িয়া জগা থরথর কাঁপে
'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব করে পড়িয়া বিপাকে।
উচ্চৈশ্বরে বলে, "আমি চিনেছি ঈশ্বর,
প্রাণ যায় পদাশ্রয় দেহ চক্রধর!
ফিরাও ফিরাও দেব তব সুদর্শন
সহিতে না পারি তেজ, রক্ষ নারায়ণ!"
প্রভু কহে, "ত্যজ্য কর্ জীবনের আশ
তোরাইত সাধিলি তোদের সর্ব্বনাশ।
এত হত্যা পাপে আমি আছিনু নীরব
এত ভক্ত নির্য্যাতন সহিয়াছি সব।
কিন্তু আজ বড় পাপে বাড়াইলি হাত
কুক্ষণে নিতাই অঙ্গে করিলি আঘাত!
শোন্ দুষ্ট, হিতাহিত জ্ঞানহীন অন্ধ,
মোর তনু হ'তে মোর বড় নিত্যানন্দ।
মোর প্রাণ হ'তে মোর নিতাই অধিক
নিত্যানন্দ বিনা মোর শূন্য দশদিক্।
হেন যে নিতাই মোর প্রাণাধিক প্রাণ
তার অঙ্গে ব্যথা দিয়া চাস্ পরিত্রাণ?

শোন্ পাপী না ক্ষমিব না দিব আশ্রয়
নিত্যানন্দ-অরি মোর বধ্য সুনিশ্চয়।”
এত বলি বিশ্বম্ভর চক্র পানে চায়
তবে ত নিতাই আর না দেখি উপায়—
পদ ছাড়ি গৌরাঙ্গের দাঁড়াইল আগে
কহিতে লাগিল মহা কারুণ্য বিরাগে :—
“সম্বর সম্বর ক্রোধ, প্রভু জগন্নাথ!
এ অতি সামান্য মোর মস্তকে আঘাত।
ইথে আমি কিছুই না পাইনু বেদন
দুঃখ পাব যদি তুমি হান সুদর্শন।
বিশেষ জগা'র ইথে কোন দোষ নাই
মাধাই মারিতে মোরে রক্ষিল জগাই।
সে ত তব পাদপদ্মে লইছে শরণ
তবু কেন এত রোষ হে পাপিতারণ?”

———

জগা'য়ের প্রতি প্রভুর করুণা এবং চতুর্ভুজ নারায়ণস্বরূপে দর্শন দান।

এত নিবেদিতে প্রভু সম্বরিল রোষ
বুঝিল জগা'র ইথে নাহি কোন দোষ।
এদিকে জগাই পড়ি ধরিত্রীর অঙ্কে
করিছে বিকট শব্দ মরণ-আতঙ্কে।
তবে প্রভু তা'রে দিল অভয় স্পর্শন
সে স্পর্শন স্পর্শছলে অমৃতসিঞ্চন!
যে তনু আছিল লৌহ, যে প্রাণ পাষাণ
স্পর্শমাত্র হ'ল তাহে ভক্তি-অধিষ্ঠান।
জাগিল দীনতা, ভক্তি-অনুকূল ভাব
শৌচ সরলতা হেতু ব্যাকুল স্বভাব।
দহিতে অনন্ত পাপ, কৃত কর্ম্মফল
মুহূর্ত্তে জ্বলিল মর্ম্মে অনুতাপানল।
কাঁদিতে লাগিল তবে সুমতি জগাই
কাণ্ড দেখি চমৎকার মানিল মাধাই।
জগা'রে ধরিয়া প্রভু করি আকর্ষণ
বক্ষে চাপি করিল প্রগাঢ় আলিঙ্গন।

মহাপ্রেমে মত্ত জগা হ'য়ে অতঃপর
প্রভু পদে লুটাইল শুদ্ধ কলেবর।
প্রভু তা'র বক্ষে দিল রাঙ্গা শ্রীচরণ
জগাই দেখিল নিজ বক্ষে নারায়ণ ;
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী
শ্রীঅঙ্গে ব্রহ্মণ্যতেজ হাসিছে মুরারি।
নিরখি জগা'র চিত্ত হইল বিহ্বল
রুদ্ধকণ্ঠ, আঁখিজলে তিতিল ভূতল।
তবে ত মাধাই কহে রক্ষ ভগবান্!
আমি অতি নরাধম মোরে কর ত্রাণ।
এত শুনি প্রভু কহে করি সিংহনাদ :—
"দূর হ'য়ে যারে দুষ্ট পাষণ্ড নিষাদ।
অনন্ত নরক ভোগ আছে তোর ভালে
এ পাপেতে পরিত্রাণ নাহি কোন কালে।"
কাতরে মাধাই কহে করি আর্ত্তনাদ—
"দোহাই তোমার প্রভু! ক্ষম অপরাধ।
স্বভাবে করেছি পাপ মোরা হতজ্ঞান
স্বপনেও চিন্তি নাই আপন কল্যাণ।
তুমিই ত নিজগুণে হ'য়ে সন্নিকট
খুলিলে মোদের অন্ধনয়নের পট!

এক সঙ্গে মোরা দোঁহে করিনু যে পাপ
একে ক্ষমি অন্যে কেন দেহ অভিশাপ ?
জগা'রে যেমতি তুমি করিলে প্রসাদ
মোরেও তেমতি নাথ কর আত্মসাৎ !”
প্রভু কহে, “তোরে আমি ক্ষমিব কেমনে ?
তোর অপরাধ মোর নিতাই চরণে ।”
শুনি নিত্যানন্দপদে পড়িল মাধাই,
দেখি “হরিবোল” রবে মাতিল সবাই ।
নিত্যানন্দ বলে, “ওরে আয় মোর বাপ্
এখনই জুড়া'ব তোর অন্তরের তাপ ।
বোল হরিবোল, মাধা গৌরহরিবোল
বোল হরিবোল, তোর ঘুচে যাবে গোল ।
কি বলিব ওরে মাধা, শোন্ বলি শোন্
বড় দয়াময় হরি পতিতপাবন ।
চেয়ে দেখ্, সে যে তোর নয়নের আগে
বোল হরিবোল মাধা মাতি অনুরাগে !”

কীর্ত্তন—একতালা।

মাধাই রে, তোর ভাবনা কি আর আছে
হরিবোল ব'লে বাহু তুলে
আয় নেচে নেচে।
তুই মেরেছিস্ কলসীর কানা
ও বাপ্ তাতে কি আর হ'য়েছে ?
হরিবোল ব'লে বাহু তুলে
আয় নেচে নেচে।
শিশুপুত্র মারিলে কি (সে) দোষী হয় বাপের কাছে ?
বাপে যদি শাপে মাধাই তবে কি সন্তান বাঁচে ?
হরিবোল ব'লে বাহু তুলে
আয় নেচে নেচে।
তোর পাপের বোঝা দে আমারে
যে জন্মের যত আছে
আমি আপনা বিকা'য়ে রব
ফিরবো তোর পাছে পাছে
হরিবোল ব'লে বাহু তুলে
আয় নেচে নেচে।

এ "বিশ্বরূপ" কয় শোন রে মাধাই
কি ব'ল্‌বো আর তোর কাছে—
ঐ দেখ্‌ জীব তরা'তে নদীয়াতে
(সেই) ব্রজের হরি এসেছে!
হরিবোল ব'লে বাহু তুলে
আয় নেচে নেচে।

মাধাইয়ের প্রতি প্রভুর করুণা এবং উভয়কে লইয়া সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রত্যাবর্ত্তন।

দুই ভাই দুই জনে উঠাইল সযতনে
কাঁদে কত জগাই মাধাই,
বাহু তুলি বলে বোল "গৌরহরি, হরিবোল"
মুখে আর অন্য বোল নাই।
এবার গৌরাঙ্গরায় মত্ত হ'য়ে করুণায়
মাধারে করিল আলিঙ্গন,
হেরি দাস ভক্ত সবে 'হরি' 'হরি' মহারবে
আরম্ভিল পুনশ্চ কীর্ত্তন।

সংকীর্ত্তন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি উথলিল সুরধুনী
মাতিল আকাশে উর্দ্ধলোক ;
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগে ধ্বনি শুনি অনুরাগে
ভুলিল সকল দুঃখ শোক !
ধ্বনি শুনি দেবরাজ দেবতা সমাজ মাঝ
উর্দ্ধে আরম্ভিল মহানৃত্য,
কাণ্ড দেখি ন'দেবাসী কিবা গৃহী কি উদাসী
সবিস্ময়ে মানিল মহত্ত্ব।
তবে গঙ্গাতীর হ'তে জগাই মাধাই সাথে
নাচিতে নাচিতে সঙ্কীর্ত্তনে,
সপার্ষদে গৌরহরি নগরের নরনারী
মুগ্ধ করি ফিরিল অঙ্গনে !
মধুর গৌরাঙ্গ লীলা কত প্রেমানন্দ খেলা
নদীয়ায় খেলে দুটী ভাই ;
যত নবদ্বীপবাসী গুণ গায় সুখে ভাসি
ধন্য ধন্য নিমাই নিতাই।

জগাই মাধাই দুষ্ট এই মতে হ'য়ে শিষ্ট
নিমগ্ন রহিল গোরা প্রেমে,
শুদ্ধভাবে ভক্ত সাজে খ্যাত হ'ল ন'দে মাঝে
জগন্নাথ, মাধব পূর্ব্বনামে।

জগন্নাথ ও মাধবের নিত্যানন্দ-তত্ত্ব অনুভূতি এবং আনন্দে নিতাই গুণ বর্ণন।

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় যবে নিত্যানন্দরায়
নাচে আর বেড়ায় ছুটিয়া,
নিরখি নিতাই-নৃত্য দোঁহে অনুভবি তত্ত্ব
গুণ গায় আনন্দে মাতিয়া।—

কীর্ত্তন বিভাস—ছোট একতালা।

গুণ গাও গাও
সবে জয় দাও
ও ভাই আমার নিতাই সুন্দরে
ও যে অনন্ত শ্রীধর
প্রেমমূর্ত্তি ধর
প্রেমময়ে ধরি অন্তরে।

(গুণ গাও গাও)

ও যে অনন্ত শীর্ষ করিয়া বিস্তার
(কত) যুগ যুগান্ত ধ'রে—
কত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে সেবিছে
নিজ নাথ বিশ্বম্ভরে ॥

(গুণ গাও গাও)

বেদ আগম নিগম পুরাণ তন্ত্র
এই তো মহিমা ফুকারে—
ও যে যুগে যুগে হয় লীলার সহায়
ভূভার হরণ অবতারে ॥

(গুণ গাও গাও)

ও যে মূল সঙ্কর্ষণ, ত্রেতায় লক্ষ্মণ
বলভদ্ররূপ দ্বাপরে
আবার জীব উদ্ধারিতে এ ঘোর কলিতে
নিত্যানন্দ নাম ধরে ॥

(গুণ গাও গাও)

ও যে আনন্দস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ
মত্ত গৌরপ্রেমভরে
ও যে গৌর বলিতে ঠৌর হারায়
মাতায় বিশ্ব সংসারে ॥

(গুণ গাও গাও)

ও যে শ্রীগুরু স্বরূপ নিত্যানন্দ
বেড়ায় জীবের দ্বারে দ্বারে
এ "বিশ্বরূপের" কাণ্ডারী ও যে
তারিতে এ ভব তুস্তরে ॥

(গুণ গাও গাও)

সপার্ষদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়জয়কার।

জয় জয় গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র
শচী-জগন্নাথ-প্রাণধন।
জয় নিতাই অবধূত হাড়াই-পণ্ডিতস্মৃত
জয় পদ্মাবতীর জীবন ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সদাশিব সদানন্দ
জয় শ্রীবাসাদি গদাধর।
জয় নরহরি রাম গৌরীদাস অভিরাম
বিজয় মাধব শুক্লাম্বর ॥

জয় গঙ্গাদাস আদি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস।
জয় "খোলাবেচা খ্যাতি" শ্রীধর বিশুদ্ধমতি
জগাই মাধাই আদি দাস॥
জয় জয় সদানন্দ- ময় গৌরভক্তবৃন্দ
অনন্ত বৈষ্ণব গুরুগণ।
প্রকট বিহরিছেন হবেন কি হ'য়েছেন
শিরে ধরি সবার চরণ—
শ্রীগুরু "শ্রীগোপেশ্বর" প্রভু অবধূতবর
তাঁর পদ হৃদে করি আশ।
গৌরলীলা রসসার সংক্ষিপ্ত বর্ণন তা'র
গাহে দীন "বিশ্বরূপ" দাস॥

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।